Contents

অষ্টম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

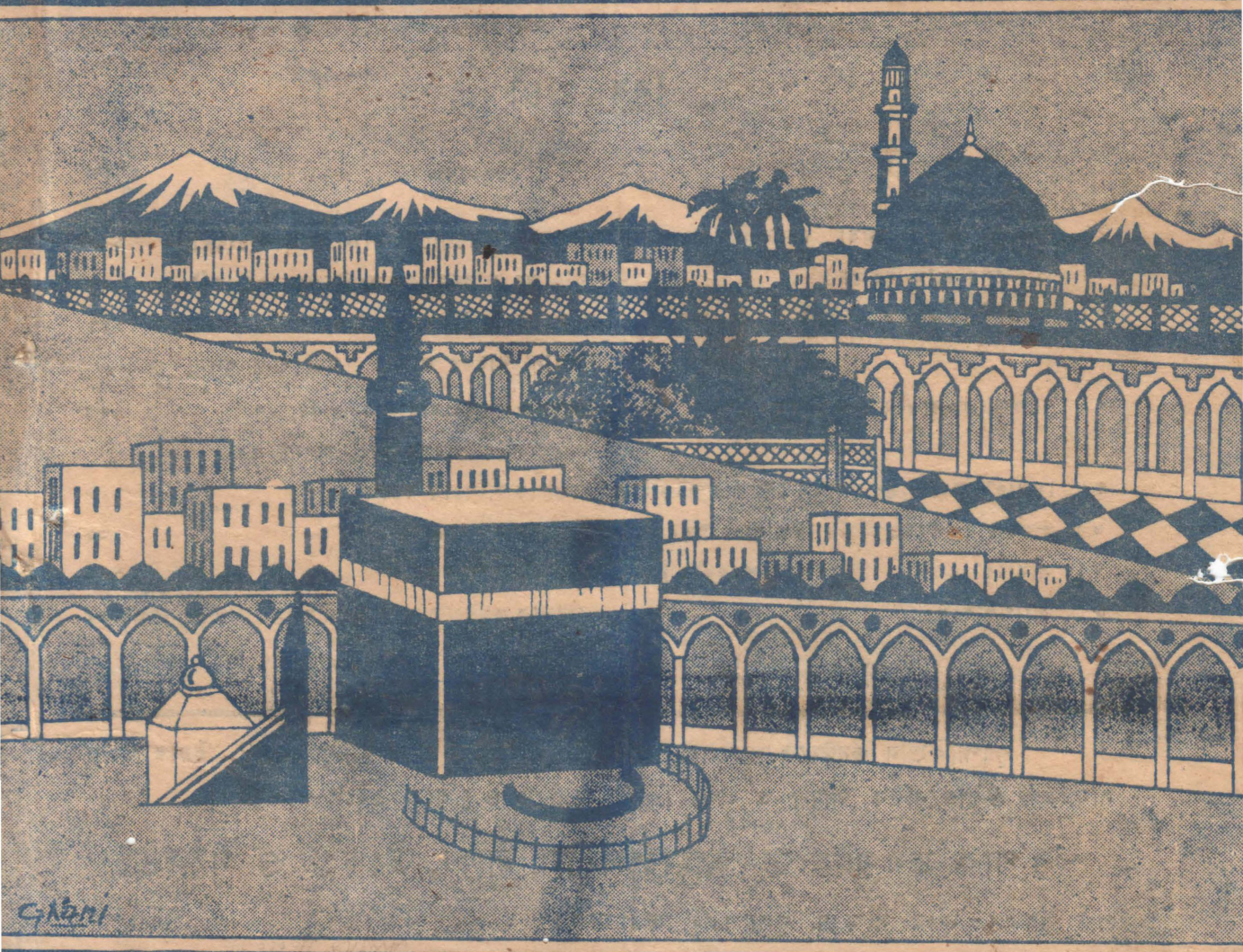

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

অষ্টম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬৫ বাং আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কোরআনমজীদের ভাষ্য (তফ্‌ছীর)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	১০১
২।	হাদীসের প্রামাণিকতা	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	১০৯
৩।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী (ইতিহাস)	মূলঃ স্যর উইলিয়ম হাণ্টার	১১৭
	অনুবাদ :	মওলানা আহমদ আলী, মেছাখোনা খুলনা	
৪।	পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ	সৈয়েদ রশীদুলহাসান এম, এ, বি, এল অবসর প্রাপ্ত সেশন্‌স্ জজ	১২৩
৫।	সিপাহী-জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি	অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী	১২৮
৬।	গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র (জিজ্ঞাসা ও উত্তর)	তর্জুমান-সম্পাদক	১৩২
৭।	সাময়িকী (সম্পাদকীয়)	তর্জুমান-সম্পাদক	১৪০
৮।	প্রাপ্তিস্বীকার	পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস	১৪৫

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি? ইহার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফ্‌তর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

অষ্টম বর্ষ | আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ, মুহার্‌রম ও সফর ১৩৭৮ হিঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৬৫ বংগাব্দ | তৃতীয় সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্‌-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৫২)

হযরত আদমের সন্তান,

ইব্‌নেসঅদ লিখিয়াছেন, হযরত আদমের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর পুত্র, পৌত্র, কণ্যা ও দৌহিত্রদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৪০ হাজার[১]।

জননী হাউওয়ার মৃত্যু,

ইব্‌নেজরীর ইব্‌নেআব্বাসের প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন, হযরত আদম বুয পর্বতে পরলোকগমন করেন, তাঁর মৃত্যুর পর হযরত হাউওয়া এক বৎসর কাল জীবিতা ছিলেন। ইব্‌নেকসীর লিখিয়াছেন, হযরত আদমের মৃত্যুর বৎসরকাল মধ্যেই মা হাউওয়া বেহেশ্‌তবাসিনী হন[২]।

আদম ও হাউওয়ার সমাধিস্থান,

ইবনেজরীর হযরত ইব্‌নেআব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, হযরত হাউয়াকে তাঁর স্বামী হযরত

১। তাবাকাত (১) প্রথম প্রং ১৫ পৃঃ।

২। ইব্‌নেজরীর (১) ৮১ পৃঃ; বিদায়া ওয়ান্নিহায়া (১) ৯৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আদমের সমাধি বুধ পর্বতের গুহায় কবরস্থ করা হয়। হযরত নূহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত তাঁহাদের দেহ উক্ত স্থানেই প্রোথিত থাকে। অতঃপর প্লাবনের সময়ে হযরত নূহ তাঁহাদের শবাধার উত্তোলিত করিয়া তাঁহার জাহাজে রাখেন। প্লাবন প্রশমিত হওয়ার পর হযরত নূহ তাঁহাদের শবাধার পুনরায় পূর্বস্থানে দফন করিয়া দেন। ইব্নেকসীর লিখিয়াছেন, হযরত আদমের কবর সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি অনুসারে যে পর্বতে তিনি বেহেশ্‌ত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, হিন্দের সেই পর্বতেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল।[৩]

স্যার্জেন জেনারেল এড্‌ওয়ার্ড বালফোর বলেন,

In the tenth Century Adam's grave in Ceylon became the established resort of mahomedan pilgrims.

খৃষ্টীয় ১০ম শতকে সিংহলে অবস্থিত হযরত আদমের সমাধি মুসলিম তীর্থযাত্রীদের নির্ধারিত আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল[৪]।

বালফোরের প্রদত্ত বিবরণ সঠিক নয়। মুস্‌লিম আরবগণ হিজরতের প্রথম শতক অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হইতেই সিংহলে বসবাস করিতেছিলেন। বলাযুরী তাঁর ইতিহাসে লিখিয়াছেন, সিংহলে যেসকল আরব ব্যবসায়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের যেসব মুসলমান কণ্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সিংহলের রাজা ইয়াকের শাননকর্তা হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ সকফীর সহিত মৈত্রীর উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জাহায-যোগে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দীবলের নিকটবর্তী হইলে নৌকার এক বিরাট বহর উক্ত জাহায আক্রমণ করিয়া সমস্তই লুটিয়া লয়। প্রেরিত মুস্‌লিম মহিলাদের একজন তস্করদের কবলে পড়িয়া হাজ্জাজকে ডাকিতে থাকেন আর এই সংবাদ শ্রুত হইয়া হাজ্জাজও তাঁহার ডাকের জওয়াব দেন এবং মহিলাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য সম্রাট দাহিরকে আদেশ করেন। দাহির উত্তরে বলেন, আততায়ীরা জলদস্যু, তাদের উপর দাহিরের হাত নাই। ইহার ফলে হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ উবায়দুল্লাহ বিনে নবহানকে সিন্ধুর রাজধানী দীবলে চড়াও করার জন্য পাঠান[৫]।

اهدى الى الحجاج ملك جزيرة الياقوت نسوة ولدن فى بلاده مسلمات و مات آباؤ هن و كانوا تجارا، فاراد التقرب بهن فعرض للسفينة التى كنافيها قوم من بنى الديبل فى بورج، فاخذوا السفينة بما فيها، فنادت امرأة منهن و كانت من بنى يربوع : ياحجاجاه ! وبلغ الحجاج ذلك فقال : يا لبيك !

فارسل الى داهر يسأله تخلية النسوة ـ فقال انما اخذ هن لصوص لا اقدر عليهم، فاغزى الحجاج عبيد الله بن نبهان الديبل ـ

ইয়াকুত লিখিয়াছেন, মুস্‌লিম মহিলাদের উদ্ধার কল্পে হাজ্জাজ ৭ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা ৯০ হিজরীর ঘটনা। অতএব ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ হইতেই মুসলমানদের সম্পর্ক সিংহলের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল এমন কি প্রাক-ইস্‌লামি যুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বেও সিংহল আরবদের অপরিচিত ছিলনা।

হযরত আদম কি নবী ছিলেন ?

ইব্নেজরীর, তাবারানী আবুশশায়েখ ও ইব্নেমর্দওয়ে হযরত আবুযর্‌রের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমি একদা রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর নবী, হযরত আদম কি নবী ছিলেন ?

يانبى الله ؛ انبيا كان آدم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم، كان نبيا، كلمه الله قبلا !

তিনি বলিলেন, হাঁ! আদম নবী ছিলেন, আল্লাহ পূর্বে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন[৬]।

হাকিম আবুযর্‌রের বাচনিক রসূলুল্লাহর এই (দঃ) উক্তিও বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত আদম প্রাঞ্জলভাষী নবী ছিলেন[৭]। ইব্নেহিব্বান স্বীয় সহীহ গ্রন্থে, ইব্নেআসাকির তারীখে, হাকীম তির্‌মিযী নওয়াদিরুলঅসুলে আর

و آدم نبى مكلم

৩। ইব্নেজরীর (১) ৮১ পৃঃ ; বিদায়া ওয়ান্নিহায়া (১) ৯৮ পৃঃ।

৪। Cyclopaedia of India 1. P, P, 21.

৫। কতুহুল বুলদান; ৪২৩ পৃঃ।

৬। মজ্‌মাউয্‌যওয়ায়েদ (৮) ২১০ পৃঃ ; ইব্নেজরীর (১) ৭৫ পৃঃ।

৭। মুস্‌তদ্‌রক (২) ৫৯৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আব্দ বিনে হুমায়েদ তফ্‌সীরে আবুয়র গিফারীর এ-উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, প্রথম নবী ছিলেন আদম আর তাঁহাদের শেষ হইতেছেন তোমাদের নবী।[৮]

و اول نبی آدم و آخرهم نبیک !

ইমাম আহমদ মস্‌নদে, ইমাম বুখারী তারীখে আর বয়হকী শুআবুলঈমানে ও বয্‌যার প্রভৃতি অবুযর্‌রের বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রসূল, সর্বপ্রথম নবী কে? হযরত (দঃ) বলিলেন, আদম! তিনি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত আদম নবীও ছিলেন- না কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ! প্রাঞ্জলভাষী নবী[৯]!

قلت یارسول اللّٰہ، ای الانبیاء کان اول ؟ قال : آدم ! قلت : یارسول اللہ ونبی کان ؟ قال : نعم، نبی مکلم !

বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে হযরত আদমের নবুওত ও রিসালত স্বয়ং কোরআনে পাকের সাহায্যেই প্রতিপন্ন হয়। সূরত আলেইম্‌রানে খোলাখুলি ভাবেই কথিত হইয়াছে, আল্লাহ আদম ও নূহকে নির্বাচিত করিয়াছেন এবং ইব্‌রাহীমের গোষ্ঠি আর ইম্‌রাণের গোষ্ঠিকেও সমস্ত বিশ্ববাসীর মধ্য হইতে নির্বাচিত করিয়াছেন—৩৩ আয়ত। এস্থলে হযরত নূহকে আর ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর গোষ্ঠি হযরত মুহাম্মদ এবং ইম্‌রানের গোষ্ঠি হযরত মূসা প্রভৃতিকে যে নবুওত ও রিসালত দান করার জন্যই নির্বাচন করা হইয়াছিল আর এই জন্যই যে রসূলুল্লাহ (দঃ)কে মুস্‌তফা বলা হইয়াথাকে, তাহা সর্বজনবিদিত। সুতরাং হযরত নূহ তাঁর নবুওতের জন্য যদি মুস্‌তফা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁর নামের পুরোভাগে যে আদম মুস্‌তফা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনিও যে অবশ্যই নবী ও রসূল বটেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

ان اللہ اصطفی آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین -

৮। তফসীরেমযহরী (১) ৭৩৫ পৃঃ।
৯। দুর্‌রেমন্‌সুর (১) ৫১ পৃঃ।

হযরত আদমের শরীআত

তারপর হযরত আদম ও তাঁহার বিপুলসংখ্যক পুত্র পৌত্রগণকে তাঁহাদের জীবনব্যবস্থার যেসকল বিধিনিষেধ প্রদান করা হইয়াছিল এবং যেগুলির সন্ধান কোরআনেপাকের বিভিন্ন স্থানে মওজুদ রহিয়াছে, সেগুলিই বা হযরত আদমের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছিল কে? কোরআন বা সুন্নতে হযরত আদম ব্যতীত এরূপ কোন নবীর উল্লেখ আমরা দেখিতে পাইনা। আল্লাহর তওহীদ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, সদাচরণের জন্য বেহেশ্‌ত, পাপকর্মের জন্য দুযখ প্রভৃতি মতবাদ পোষণ করার নির্দেশ হযরত আদম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান আল্লাহ তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, মানুষের প্রাণ হননের নিষিদ্ধতা, রক্ত, মৃতবস্তু, ও শূকর ইত্যাদির ভোজন হারাম হওয়ার আদেশ হযরত আদমের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইব্‌নেজরীর লিখিয়াছেন, হযরত আদমের নিকট ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী লিখিত বর্ণমালাপুস্তক অবতীর্ণ করা হইয়াছিল।

প্রথম মানব আর মানববংশের প্রথম জনক, পৃথিবীতে খিলাফতে-ইলাহীর উদীয়মান প্রতীক হযরত আদম সফীউল্লাহর কাহিনী এইস্থানেই সমাপ্ত হইল। ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সূরত-আলফাতিহার ষষ্ঠ আয়তে উল্লিখিত "ইন্‌আমপ্রাপ্ত" দলসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রথম শ্রেণী নবী ও রসূলগণের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই তফ্‌সীরে উদ্ধৃত করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহা যেমন অতিশয় শ্রমসাধ্য, তেমনি ইহা সমাধা করিতে হইলে তফ্‌সীরের কলেবর অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। এ-অবস্থায় এই দীন সংকলয়িতার মত মৃত্যুপথের যাত্রীর পক্ষে তফ্‌সীর খানা শেষ করিয়া উঠাই হয়'ত সম্ভবপর হইবেনা। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইতিবৃত্তের অংশ বাদ রাখিয়া অতঃপর আমি মূল তফ্‌সীরের কার্যে মনোনিবেশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। যদি আল্লাহর অভিপ্রায় থাকে, তাহাহইলে আমি "নবীগণের ইতিবৃত্ত" পৃথক পৃথক আকারে সংকলিত করিতে সচেষ্ট হইব।

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب -

www.ahlehadeethbd.org

সিদ্দীক صديق সত্যজীবী

যে কয়েকটি গৌরবান্বিত দলকে কোরআনে অনুগ্রহ-ভাজন বা "ইন্‌আমপ্রাপ্ত দলের" পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে, নবীগণের পরেপরেই "সিদ্দীকগণ" উক্ত তালিকার অন্তর্গত। "সিদ্দীক" (صديق) শব্দ "সিদ্‌ক" বা "তস্‌দীক" হইতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছে, ইহা সাদেকের অতিশয়োক্তি বাচক। সিদ্‌কের অর্থ হইতেছে সত্য, অর্থাৎ যাহা মিথ্যার বিপরীত, কথায় হউক বা কার্যে। আরাবীতে বলা হয় صدق الحديث সে সত্য কথা বলিয়াছে, অথবা صدق القتال সে যুদ্ধকে সত্য করিয়াছে অর্থাৎ যাহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলে, সে-সেইরূপ ভাবে যুদ্ধ লড়িয়াছে। "সাদেক" অর্থাৎ সত্যবাদীকেও "সিদ্‌ক" বলা হয়, যথা رجل صدق সত্যবাদী মানুষ, صديق صدق সত্যকার বন্ধু[১০]। অন্তরে যেকথার বিশ্বাসনাই, মৌখিকভাবে তাহার স্বীকারোক্তিকে সত্য বলা হইবেনা, যদি বাস্তবতার দিক দিয়া উহা সত্যও হয়। যেমন কোরআনে উক্ত হইয়াছে—হে আল্লাহর রসূল, মুনাফিকরা আপনার কাছে আসিয়া বলিয়া থাকে, আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি, আপনি আল্লাহর রসূল।

اذا جاءك المنافقون، قالوا نشهد انك لرسول الله، و الله يعلم انك لرسوله، و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون -

প্রত্যুত আল্লাহ বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, আপনি যথার্থই আল্লাহর রসূল, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। এস্থলে অনুধ্যেয় বিষয়বস্তু হইতেছে যে, মুনাফিকরা যেবিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছিল, তাহা আসলে পরমসত্য হইলেও আল্লাহ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিলেন কেন? চিন্তা করিলেই বুঝাযায় যে, তাহারা মুখে যেকথা স্বীকার করিতেছিল, অন্তরে সেকথার প্রতি তাহাদের আস্থা ছিলনা! অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কে তাহারা মনে রসূলুল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করিতনা, তাই মনের বিশ্বাসের বিপরীত মৌখিক স্বীকৃতির দরুণে আল্লাহ মুনাফিকদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইমাম রাগিব লিখিয়াছেন, অন্তরনিহিত বিশ্বাসের সহিত যুগপৎভাবে কথা আর প্রত্যক্ষীভূত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যকে সত্য বলা হয়! উল্লিখিত উভয়বিধ শর্তের মধ্যে কোন একটির অভাব ঘটিলে তাহাকে "পূর্ণ সত্য" বলা হইবেনা[১১]।"

والصدق مطابقة القول الضمير و المخبر عنه معاً، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما -

"সিদ্দীক" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাগিব লিখিয়াছেন, যাহার দ্বারা অধিকাংশ মাত্রায় সত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অথবা যাহার দ্বারা কোনক্রমেই মিথ্যা অনুষ্ঠিত হয়না। অথবা মতবাদ ও কথার দিক দিয়া যে সত্যবাদী আর স্বীয় আচরণ দ্বারা যে-ব্যক্তি তাহার মতবাদ ও কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে, তাহাকে "সিদ্দীক" বলা হয়[১২]।

و الصديق من كثر منه الصدق وقيل : بل يقال لمن لا يكذب قط - وقيل بل لمن لا يتاتى منه الكذب - وقيل بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله

পবিত্র কোরআনে একটি বিশেষ গৌরবান্বিত আসনের কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমুন্নত আসন কখনও 'কদমে সিদ্‌ক' আর কখনও বা 'মাক্‌আদে সিদ্‌ক' বলিয়া আখ্যাত। সূরত-ইউনুসে আছে, হে রসূল আপনি বিশ্বাসপরায়ণদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের প্রভুর কাছে তাহাদের জন্য 'কদমে সিদ্‌ক' সত্যের আসন রহিয়াছে।

وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم -

সূরত আল্‌কমরে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ সাধুব্যক্তিগণ বাগীচায় ও স্রোতস্বতী-কুলে বাস করিবেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাটের সান্নিধ্যে 'সত্যের আসনে' তাঁহারা সমাসীন থাকিবেন।

ان المتقين فى جنات، ونهر، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر !

মোটের উপর কথা, মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ লাভের পর যে স্থান তাহার আয়ত্তে আসে, তাহাই হইল সত্যের গৌরবমণ্ডিত আসন। এই আসনের অধিকার লাভ করাই হইল জীবনের শ্রেষ্ঠতম তাৎপর্য। যাহারা

১০। কামূস (৩) ২৫২ পৃঃ।

১১। মুফ্‌রদাতুলকুরআন ২৭৮ পৃঃ।

১২। ঐ ঐ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই অবদানের মহিমা অর্জন করিয়াছে, সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যবাদীতা ও সত্যপরায়ণতাই কেবল সেই সিদ্‌দীক-দলের ভূষণ নয়, তাহারা সত্যজীবী! তাহাদের দ্বারা সত্যছাড়া মিথ্যা অনুষ্ঠিত হয়না, তাহারা সত্যকে অসহায় ভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেনা, অনুক্ষণ স্বীয় আচরণ ও কর্মসাধনা দ্বারা তাহারা সত্যকে প্রতিপন্ন করিতে থাকে, তাহারা সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া তিলেক তিষ্ঠিতে পারেনা, সত্যই হয় তাহাদের জীবনপ্রদীপ। সত্যবাদী ও সত্যাগ্রহী হওয়া সহজ, সত্য ও মিথ্যার মিশ্রিত উপাদানে প্রস্তুত মানুষের সংখ্যা বিরল নয়, কিন্তু সত্যজীবী সিদ্‌দীক অতিশয় দুর্লভ, সুবর্ণ গন্ধকের চাইতে দুষ্প্রাপ্য। সত্যজীবীরা সত্যের সহিত এরূপ গভীর অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত যে, সত্যের জোতির্ময় আলোক তাহাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইতে মুহূর্তকালও বিলম্ব ঘটেনা। সূর্যোদয়কালে যেমন পাহাড়পর্বতের নিম্নভূমি তিমিরাবৃত থাকা সত্ত্বেও তাহার শৃংগমালা উদয়ের সুবর্ণ কিরণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে, তেমনি সত্যের উদীয়মান রবি সুপ্ত মানুষের হৃদয়গুহায় যখন ক্ষীণতম কিরণসম্পাত করিতেও সমর্থ হয়না, সেই কুহেলিকার ভিতরও "সিদ্‌দীকে"র মানসশৃংগ নবোদিত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইতে দেখা যায়। তাহার দীপ্ত প্রজ্ঞা নবীগণের মতই হয় নির্ভুল কিন্তু নিরঙ্কুশ হয়না, নবুওতের ভাস্কর উদিত না হওয়া পর্যন্ত উহা অবগুণ্ঠিতই থাকিয়া যায়, ঠিক যেন ফুলের কুঁড়ি। রূপে, বর্ণে, সৌরভে পুষ্পকলিকা থাকে ভরপুর, কিন্তু প্রভাত সমীরের চুম্বন ব্যতীত তাহা প্রস্ফুটিত, তাহার রূপ, রং বিকশিত ও সৌরভ বিকীর্ণ হয়না। অথবা 'সিদ্‌দীক'কে এরূপ একখণ্ড অগ্নিশিলার সংগেও তুলনা করা যাইতে পারে, যার ভিতর আগুণের শিখা নিহিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরের আঘাত ব্যতীত তাহা বিদীর্ণ হওয়ার উপায় নাই।

নবীগণের সহিত 'সিদ্দীকে'র ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্যের জন্য নবীদিগকেও 'সিদ্দীক' বলা হইয়াছে, তাই বলিয়া সমুদয় 'সিদ্দীক' নবীরূপে আখ্যাত হননাই। কোরআনের সূরত-মরইমে হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ইদ্‌রীসকে 'সিদ্দীক নবী' বলা واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا - হইয়াছে। যথা, এবং মহাগ্রন্থে ইব্‌রাহীমের কথা স্মরণ করুন, তিনি 'সিদ্দীক নবী' ছিলেন। পুনশ্চ ৫৬ আয়তে কথিত হইয়াছে, আর গ্রন্থে ইদ্‌রীসের কথাও واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا - স্মরণ করুন, তিনিও 'সিদ্দীক নবী' ছিলেন। এই সূরতের ৫০ আয়তে হযরত ইব্‌রাহীমের পুত্র ইস্‌হাক আর তদীয় পুত্র ইয়াকুব কে لسان صدق সত্যভাষীরূপে আর হযরত ইব্‌রাহীমের জ্যৈষ্ঠ পুত্র صادق الوعد وكان رسولا نبيا - ইস্‌মাঈলকে অঙ্গীকার-নিষ্ঠ এবং রসূল ও নবী বলা হইয়াছে। সূরত-ইউসুফে হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ 'ওগো সিদ্দীক' يوسف ايها الصديق বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন—৫৬ আয়ত। সূরত-আলমায়েদায় হযরত ঈসার জননী মরইম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁর জননী 'সিদ্দীকা' ছিলেন—. و امه صديقة ৭৫ আয়ত। আমাদের মহানবী যেরূপ "সিদ্দীক" ছিলেন, তদ্‌রূপ "মুসাদ্দিক"ও ছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী সমুদয় নবী ও রসূলগণের আর যাবতীয় ঐশীগ্রন্থের সত্যতা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি সত্যজীবী ত' ছিলেনই, অধিকন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। সূরত-আয্‌যুমরে রসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠতম সহচর হযরত আবুবক্‌রকেও সত্যজীবী বা "সিদ্দীক" হওয়ার সনদ প্রদান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যিনি সত্য সহকারে والذى جاء بالصدق وصدق به - আগমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (দঃ) আর যিনি তাঁহার সত্যতা মানিয়া লইয়াছিলেন অর্থাৎ আবুবক্‌র ৩৩ আয়ত। নবী ও রসূলগণের "সিদ্দীক" বা সত্যজীবী হওয়া সুস্পষ্ট, তাঁহারা নবুওতের গৌরবালোকে প্রদীপ্ত থাকার দরুণ সত্যকে চিনিয়া লইবার ও সত্যাশ্রয়ী জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহর অভিপ্রায় ও নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন প্রেরণার তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হয়নাই। তাঁহাদের সহচরবর্গের মধ্যেও হয়ত' কেহ কেহ সিদ্‌দীক ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সঠিক বিবরণ অবগত নই, হয়ত' কোন কোন নবীর একজনও সিদ্দীক ছিলেননা। কিন্তু নবীগণের সম্রাট হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) যে সিদ্দীকপ্রবর লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নামকে কোরআন অমরত্ব দান করিয়াছে, তাঁহার মত "সিদ্দীক" অন্যকোন নবী যে একজনও প্রাপ্ত হননাই একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। আমাদের রসূল ছিলেন যেরূপ সকল নবী ও রসূলের অধিনায়ক, তেমনি হযরত আবুবক্‌রও ছিলেন সমুদয় সিদ্দীকের শীর্ষস্থানীয়। সত্যজীবী সিদ্দীকের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে হযরত আবুবক্‌রের আদর্শ জীবন যথেষ্ট!

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নবুওতের অব্যবহিত পরবর্তী আসন হইতেছে "সিদ্দীকীয়তে"র আসন। ইমাম গযযালী প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াগিয়াছেন। আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু লিখিয়াছেন, যাঁহাদের প্রকৃতি শোধিত, রুচি সাম্যভাব প্রাপ্ত, যাঁহারা অন্তরলোক ও জীবনের গোপনীয় অংশকে এরূপ ভাবে পরিছন্ন করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা দর্শনমাত্র সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ভাল আর মন্দের ভিতর প্রভেদ করিতে পারেন। যাহা সত্য, তাহাকে উত্তমরূপে চিনিয়া লইতে এবং উহার সত্যতা মানিয়া লইতে তাঁহাদের কালবিলম্ব হয়না। তারপর আজীবন কথায় ও কার্যে উক্ত সত্যকে প্রকট করিতে তাঁহারা কোন বাধাই গ্রাহ্য করেননা—তাঁহারাই সিদ্‌দীক[১৩]।

الصديقون هم الذين زكت فطرتهم واعتدلت امزجتهم وصفت سرائرهم حتى انهم يميزون بين الحق والباطل و الخير و الشر بمجرد عروضه لهم، فهم يصدقون بالحق على اكمل وجه، ويبالغون فى صدق اللسان والعمل -

হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক সম্বন্ধে প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যেআহ্বান লইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করা মাত্র তিনি উক্ত আহ্বানের সত্যতাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অবিলম্বে উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। আবুনঈম হযরত ইবনেআব্বাসের প্রমুখাৎ রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি ما كلمت فى الاسلام احدا الا ابى على و راجعنى বলিয়াছেন, যাহার কাছেই আমি ইসলামের কথা উপস্থিত করিয়াছিলাম, সেই মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল আর আমার কথা প্রত্যাখান করিয়াছিল একমাত্র আবুবক্‌র ছাড়া! আমি তাঁহাকে যে কথাই বলিয়াছি তিনি তাহা মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহা প্রতিপালন করিতে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন। দয়লমী হযরত ইব্‌নে মস্‌উদের বাচনিক রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আমি যাহার কাছেই ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করিয়াছি, সেই ইতস্ততঃ করিয়াছে কিন্তু আবুবক্‌র বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই[১৪]। বুখারী হযরত উমরের আলোচনা প্রসঙ্গে আবুদ্‌দরদার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ(দঃ) উমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, আল্লাহ আমাকে রসূল বানাইয়া যখন তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তোমরা আমাকে বলিয়াছিলে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ কিন্তু তখন আবুবক্‌র বলিয়াছিলেন, আমি সত্যই বলিতেছি[১৫]।

ما عرضت الاسلام على احد الا كانت له نظرة غير ابى بكر فانه لم يتلعثم -

ان الله بعثنى اليكم، فقلتم كذبت، و قال ابوبكر صدق -

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ জড়বাদী মনোবৃত্তির বশবর্তী হইয়া আবুবক্‌রের এই সত্যজীবী-আদর্শের কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্বলচেতা ও মোটাবুদ্ধির লোক ছিলেন, তাই রসূলুল্লাহর (দঃ) আহ্বানে এরূপ ত্বরান্বিত হইয়া সাড়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্যের আলো যদি চর্মচটিকা দেখিতে না পায়, তজ্জন্য দায়ীকে? আবুবক্‌রকে পৃথিবীর কেহই দুর্বলচেতা ও স্থূলবুদ্ধির লোক বলেননাই, আজীবন তিনি ধীরস্থির, বিশ্বস্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও লৌহমানবরূপেই পরিচিত ছিলেন। যেকথাকে স্বীকার ও প্রচার করিতে বড়বড় বীর পুরুষদের বুক রাত্রির গভীর অন্ধকারেও দুরুদুরু কম্পিত হইত, অবলীলাক্রমে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া শত্রুব্যূহে দৃপ্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিয়া তজ্জন্য অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া কি দুর্বলচে-

১৩। তফসীর আলমানার (৫) ২৪৪ পৃঃ।

১৪। তফসীর কবীর ও আলমানার (৫) ২৪৫ পৃঃ।

১৫। সহীহ বুখারী (২) ১৮৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তার কার্য ? আবুবক্‌রের বীর ও কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া তাঁহার পবিত্র জীবনালেখ্যের প্রত্যেকটি ভংগিমায় প্রকাশ পাইয়াছে। উমর, উস্‌মান, আলী, আবুউবায়দা ও খালিদ কেহই এব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ ছিলেননা।

ইমাম বুখারী ও ইব্‌নেকুতায়বার হিসাব মত হযরত আবুবক্‌র সিদ্‌দীক রসূলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু হাফেয ইব্‌নেহজরের বর্ণনা অনুসারে তিনি হযরত (দঃ) অপেক্ষা আড়াই বৎসর ছোট ছিলেন। মোটের উপর রসূলুল্লাহ (দঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন নবুওত লাভ করেন, তখন আবুবক্‌রের বয়স ৩৮ হইতে ৪২ বৎসরের মধ্যে ছিল। নবুওতপ্রাপ্তির এক বৎসর আগে হইতেই তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্য বরণ করিয়াছিলেন এবং রিসালতের সূর্য উদিত হওয়া মাত্র তিনিই সর্বপ্রথম উহার স্নিগ্ধ কিরণে স্নাত হইয়াছিলেন। ইস্‌লাম-গ্রহণ করার পূর্বেই তাঁহার বিশ্বস্ততা, সাধুতা ও সুবিচার কুরায়শদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কাছে সকলে টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখিত, তাঁহার পণ্যদ্রব্যাদি বিনাপরীক্ষায় লোকেরা পরম আগ্রহে গ্রহণ করিত। তিনি কলহবিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন আর কলহমান বিভিন্ন গোত্রে তাঁহারই মধ্যস্থতায় আপোষ ঘটিত[১৬]।

নবুওত লাভ করার প্রাথমিক সময়ে একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) আবুবক্‌র সমভিব্যাহারে কা'বা প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় নমায পড়েন। অতঃপর হযরত আবুবক্‌র উঠিয়া দাঁড়ান এবং আল্লাহর একত্ব ও প্রতিমাপূজার দোষ সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ও উদ্দীপনাময়ী এক বক্তৃতা দান করেন। মুশরিকেরদল ক্রুদ্ধ হইয়া হযরত আবুবক্‌রকে এরূপ নির্মম ভাবে মারপিট করে যে, তিনি অতিশয় আহত ও অবশেষে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। কাফেরের দল আবুবক্‌রকে মৃত মনে করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসে। সংজ্ঞালাভ করার পর আবুবক্‌র তৃষ্ণা বোধ করেন, কিন্তু শরবতের পেয়ালা সম্মুখে ধরা হইলে তিনি কাঁদিয়া উঠেন এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র বদনমণ্ডল দর্শন না করা পর্যন্ত পানাহার কিছুই করিবেননা বলিয়া শপথ করেন। সমস্ত দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল, অতঃপর রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিলে তাঁহাকে চুপে চুপে বহন করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। হযরতকে জীবীত ও সুস্থ দেখিয়া আবুবক্‌র খুশীতে বাগবাগ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আর আমার কোন কষ্ট ও ব্যথা নাই! আবুবক্‌রের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁর কথা শুনিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেননাই। বুখারী উরওয়া বিন্‌যুবায়েরের প্রমুখাৎ ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায পড়িতেছিলেন। ইতিমধ্যে উক্‌বা বিনে আবিমুঈত নামক জনৈক পাষণ্ড রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র গলায় চাদরের ফাঁস লাগাইয়া এতজোরে আঁটিতে লাগিল যে, হযরতের শ্বাসরোধ ঘটিয়া চক্ষুযুগল ঠিক্‌রাইয়া পড়ার উপক্রম করিল। আবুবক্‌র দৌড়াইয়া আসিয়া স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) কে উক্ত পাষণ্ডের কবল হইতে মুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, একজন লোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন বলিয়াই কি তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিবে? অথচ ইনি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শন সহকারেই তোমাদের কাছে আসিয়াছেন[১৭]। আল্‌ইস্‌তিআব গ্রন্থে হযরত আস্‌মা বিন্‌তে আবিবক্‌রের প্রমুখাৎ একটি ঘটনা উদ্ধৃত হইয়াছে যে, একবার যখন কাবা গৃহে কাফেরের দল সমবেত ছিল, রসূলুল্লাহ (দঃ) তথায় উপস্থিত হন। তাহারা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদের ঠাকুর দেবতাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন কেন? ইহার পর তাঁহাকে তাহারা চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল এবং কদর্য ভাষায় গালিগালাজ এমন কি হযরতের পবিত্র দেহে আঘাত করিতে লাগিল। আবুবক্‌র সিদ্দীকের কর্ণকুহরে এই ঘটনার কথা প্রবেশ করা মাত্র তিনি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ)কে পাষণ্ডদের কবল হইতে ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা তখন হযরত [দঃ]কে ছাড়িয়া

১৬। ইসাবা (৪) ১০১ পৃঃ।

১৭। সহীহ বুখারী (২) ১৮৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দিয়া আবুবক্‌রকে আক্রমণ করিল এবং এরূপ নিষ্ঠুর-ভাবে আহত করিল যে, তাঁহার মস্তকে বা দাড়ীতে হাত দেওয়া মাত্র সেস্থানের কেশ মুঠায় মুঠায় উঠিয়া আসিত। আবুবক্‌র ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় প্রত্যাগমন করিলেন। সেসময়ে সর্বক্ষণ তাঁহার تبارکت یاذاالجلال والاکرام মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল, হে মহিমাময় গৌরবান্বিত প্রভু, আপনি পবিত্র!

শায়খুলইস্‌লাম ইব্‌নেতায়মিয়া ময়মুন বিনে মিহ্‌রাণের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা হযরত উমর বলিলেন, আবুবক্‌রের একটি দিবস যামিনী উমর ও উমরের গোষ্ঠি অপেক্ষা উত্তম! উমর বলিলেন, তাঁর সেরাত্রির কথা আগে আমি তোমাদের বলিব। শুন, রসূলুল্লাহ [দঃ] মুশ্‌রিকদের ছাড়িয়া যখন মক্কা হইতে চুপি চুপি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন ছিল গভীর রাত্রি। আবুবক্‌র রসূলুল্লাহ (দঃ) কে অনুসরণ করিতেছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে দৌড়াইয়া হযরতের আগে আগে, কখনও বা পিছনে, কখনও তাঁর দক্ষিণে আর কখনও বামে চলিতে লাগিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) আবুবক্‌রকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, দেখুন হে আল্লাহর রসূল, আপনার সম্মুখে কেহ ফাঁদ পাতিয়া রাখিতে পারে, এই ভয়ে আমি আপনার অগ্রভাগে আর পিছন হইতে কেহ আপনাকে তীরবিদ্ধ করিতে চায়, এই আশংকায় আমি আপনার পিছনে অথবা দক্ষিণ বা বাম দিক হইতে আপনাকে কেহ ধরিতে অগ্রসর হয়, এই আশংকায় আমি আপনার দক্ষিণে বা বামে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি। রসূলুল্লাহ [দঃ] পায়ের অঙ্গুলীর উপর ভর করিয়া দৌড়াইতেছিলেন, আবুবক্‌র দেখিলেন, হযরতের পদদ্বয় শ্রান্ত হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সওরের গিরিগুহার মুখে উপস্থিত হইলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) কে স্বীয় স্কন্ধ হইতে و الذی بعثک بالحق নামাইয়া দিয়া আবুবক্‌র لا تدخله حتی ادخله বলিলেন, দেখুন, যে فان کان فیه شیء فبی ! আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার দোহাই! আমি পর্বতগহ্বরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আপনি প্রবেশ করিবেননা। গহ্বরে কিছু থাকিলে সে বিপদ আমার উপর দিয়া যাইবে। পর্বতগুহায় কিছু দেখিতে না পাইয়া আবুবক্‌র রসূলুল্লাহ (দঃ) কে ধরিয়া গুহায় নামাইলেন। গুহায় পার্বত্য সর্প ছিল, সেগুলি বারম্বার আবুবক্‌রের পিঠে ছোবল মারিতেছিল আর যন্ত্রণার আতিশয্যে আবুবক্‌রের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। রসূলুল্লাহ আবুবক্‌রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিলেন, আবুবক্‌র, দুঃখ করিওনা, لا تحزن ان الله معنا ! আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন[১৮]!

হাফিয ইব্‌নেহজর লিখিয়াছেন, আবুবক্‌রের মহত্তম গৌরব এই যে, কোরআনে আল্লাহ তাঁহাকে "দু'জনের একজন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সূরত আত্‌তওবায় বলা হইয়াছে, দেখ মুস্‌লিম সমাজ, তোমরা যদি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে الاتنصروه فقد نصره الله সাহায্য না কর, তাহা- اذ اخرجه الذین کفروا হইলে জানিয়া রাখ যে, ثانی اثنین اذ هما فی الغار ! কাফেররা যখন তাঁহাকে اذ یقول لصاحبه لاتحزن ان মক্কা হইতে বহিষ্কৃত الله معنا ! করিয়াছিল, তখন আল্লাহ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পর্বতগুহার দু'জনের একজন। যখন তিনি স্বীয় সহচরকে বলিতেছিলেন, চিন্তা করিওনা! আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন—৪০ আয়ত। ইব্‌নেহজর বলিতেছেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের কোন দ্বিমত নাই যে, যে সহচরটির কথা আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি আবুবক্‌র ছাড়া অন্য কেহ ছিলেননা[১৯]।

দারকুত্‌নী আবুহুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমি বহুবার হযরত আলীকে মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তাঁর রসূল হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফার (দঃ) প্রমুখাৎ আবুবক্‌রকে "সিদ্‌দীক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। (অসমাপ্ত)

১৮। মিন্‌হাজুস্‌সুন্নাহ (২) ১৪৭ ও ১৪৮ পৃঃ।

১৯। ইসাবা (৪) ১০৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসের প্রামাণিকতা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

[২]

অষ্টম শতকের হানাফী ফকীহ আল্লামা আলী ইব্‌নুল ইয্‌য্‌ তাঁর "তম্‌বীহাত আলা মুশ্‌কিলাতিল হিদায়া" নামক মূল্যবান গ্রন্থে মন্‌সূখ হাদীসের অনুসরণ প্রসঙ্গে কাযী আবুইউসুফের উল্লিখিত অভিমত অর্থাৎ "অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে হাদীস অনুসরণ করা বৈধ নয়" —সম্পর্কে লিখিয়াছেন, কাযী আবু ইউসুফের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিচার-সাপেক্ষ, কারণ যে-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিদ্বান-গণের মতভেদ রহিয়াছে, তাহার এক-পক্ষের বিদ্বানরা যে হাদীসের সাহায্যে তাঁহাদের পরিগৃহীত অভিমত প্রমাণিত করিয়াছেন, এরূপ হাদীস যদি কোন সাধারণ মানুষ শ্রবণ করিয়া তাহার উপর আমল করিয়া বসে, তাহাতে তাহার অপরাধ হইবে কেন? যদি কেহ বলে, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যে-হাদীসের অনুসরণ করিয়াছে, তাহা মন্‌সূখ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বলা-হইবে, কোন হাদীসের বিপরীত অন্য হাদীস থাকিলে তবেই মনসূখের প্রশ্ন উঠে। সুতরাং যদি কেহ মনসূখ হাদীসও আমল করে আর যে হাদীস উহার নাসিখ, তাহা সে না-শুনিয়া থাকে, তাহাতে তাহার দোষ হইবে কেন? আর এ কথা উচ্চারণ করা কিছুতেই সংগত হইবেনা যে, বিশুদ্ধ হাদীস শ্রবণ করার পর তাহা অমুক অমুক ইমামের অভিমতের সহিত সুসমঞ্জস না হওয়া পর্যন্ত অনুসরণীয় হইবেনা। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শুধু এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কোন হাদীস অনুসরণ করার পূর্বে উহা মন্‌সূখ কিনা, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ রক্তমোক্ষণ দ্বারা রোযা নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত হাদীসের মত কোন হাদীসের মন্‌সূখ হওয়া আর না হওয়া সম্বন্ধে আসলেই যদি

فی تعلیله نظر، فان المسئلة اذا کانت مسئلة النزاع بین العلماء و قد بلغ العامی الحدیث الذی احتج بـه احد الفریقین کیف یقال فی هذا انه غیر معذور؟ فان قیل هو منسوخ، فقد تقدم ان المنسوخ مایعارضه و من سمع الحدیث فعمل به، وهومنسوخ،فهو معذور الی ان یبلغه الناسخ ـ ولا یـقال لمن سمع الحدیث الصحیح لاتعمل بـه حتی تعرضه علی رای فلان او فلان، وانما یقال له انظر هل هو منسوخ ام لا؟ اما اذا کان الحدیث قد اختلف فـی نسخه کما فـی هـذا المسئلة، فالعامل به فی غایة العذر، فان تطرق الاحتمال الی خطاء المفتی اولی من تطرق الاحتمال الی نسخ ما سمعه من الحدیث ـ فاذا کان العامی یسوغ له الاخذ بقول المفتی بل یجب علیه مع احتمال خطاء المفتی، فکیف لایسوغ لـه الاخذ بـالحدیث ـ فلـوکانت سنة رسول الله صلے الله علیه وسلم لایجوز العمل بها بعد صحتها حتـی یعمل بها فلان و فلان لـکان قولهم شرطا فی العمل وهذا مـن ابطل الباطل، ولذا اقـام الله الحجة برسوله صلے الله تعالی علیه وسلم دون آحاد الامة ـ ولایفرض احتمال خطاء لمن عمل بالحدیث وافتی به بعد فهمه الاواضعاف اضعافه حاصل لمـن افتـی بتقلید من لایعلم خطاءه من صوابه ویجوز علیه التناقض والاختلاف ویقول القول و یرجع عنه ویحکی عنـه عدة اقوال ـ وهذا کله فیمن له نوع اهلیة ـ واما اذا لم یکن له ففرضه ما قال الله تعالی : فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون ـ واذا جاز اعتماد المستفتی علی مایکتب لـه المفتـی مـن کلامه او کلام شیخه وان علا، فـلان یجـوز اعتماد الرجل علی ما کتبه الثقات من کلام رسول الله صلے الله علیه وسلم اولی بالجواز واذا قدر انـه لـم یفهم الحدیث، فکما لـم یفهـم فتوی المفتی، فیسأل من یعـرف معناها، فـکذلک الحدیث —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মতভেদ থাকে, সেরূপ হাদীস অনুসরণ করার জন্ত দোষধরার তো কোন উপায়ই নাই! কারণ হাদীস মনসূখ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা ফত্ওয়াদাতার ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর সহজ। অতএব ফত্ওয়াদাতার ভ্রান্তি ঘটার অধিকতর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যখন তাঁর ফত্ওয়া অনুসরণ করা বৈধ বা ওয়াজিব, তখন রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন হওয়ার পর তাহা অনুসরণ করা কেমন করিয়া অবৈধ হইবে? আর কোন হাদীসের গ্রহণ ও বর্জন ব্যাপারে বিদ্বানগণ উহার অনুসরণ করিয়াছেন কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে কেন? এরূপ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসের অনুসরণ বিদ্বানগণের অনুমতিসাপেক্ষ হইয়া থাকিবে আর ইহা সবচাইতে বাতিল উক্তি! আল্লাহ তদীয় রসূল (দঃ) দ্বারাই তাঁহার দ্বীনের হুজ্জত ও প্রমাণ চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেন, উম্মতের কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা নয়! হাদীসের প্রত্যক্ষ ভাবে অনুসরণ করায় বা তদনুসারে ফত্ওয়া দেওয়ায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা অলীক-কল্পনা মাত্র! কারণ যাঁহারা গতানুগতিক ভাবে বিদ্বানগণের অভিমত অনুসারে ফত্ওয়া দিয়া থাকেন, তাঁহাদের ফত্ওয়াতেই প্রচুর ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে আর তাঁরা তক্লীদের কারণে শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মধ্যে পার্থক্যও করিয়া উঠিতে পারেননা। তাঁহাদের ফত্ওয়ায় বিরোধ আর অসংলগ্নতাও কম নয়, কারণ তাঁরা এরূপ অভিমত সূত্রে ফত্ওয়া দিয়া থাকেন, যাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে আবার স্বয়ং ফত্ওয়াদাতারও একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। আর যাহার মধ্যে অল্পবিস্তর যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহার পক্ষে উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিচার্য হইতে পারে, নতুবা যেব্যক্তি একেবারেই অজ্ঞ, তাহার পক্ষে আল্লাহ যাহা ফরয করিয়া দিয়াছেন, কেবল তাহাই ফরয—অর্থাৎ যদি তোমরা স্বয়ং অবগত না থাক, فاسئلوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون তাহাহইলে বিদ্বানদের জিজ্ঞাসা কর। ফলকথা, স্বয়ং মুফ্তীর অথবা তাঁহার উস্তায বা উস্তাযের উস্তায যাঁহারা, তাঁহাদের উক্তি অনুসারে প্রদত্ত ফত্ওয়া মান্তকরা যখন জায়েয, তখন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসগণ রসূলুল্লাহর [দঃ] যে বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মান্ত করা অধিকতর জায়েয ও সঙ্গত হইবে। আর যদি বলা হয়, অজ্ঞ ব্যক্তি হাদীস বুঝেনা, তাহাহইলে সেকথার উত্তর এই যে, অজ্ঞব্যক্তি মুফতীর ফত্ওয়াও তো বুঝিতে পারেনা! অতএব যেব্যক্তি বুঝিতে পারে অজ্ঞব্যক্তিরা যেমন তাহাকে ফত্ওয়ার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, তেমনি যে বুঝিতে অক্ষম এরূপ অজ্ঞব্যক্তি বুঝিতে সক্ষম ব্যক্তিকে হাদীসের অর্থও জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। *

০০ ০০ ০০ ০০

কতকগুলি হাদীস এমনও রহিয়াছে যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেগুলিকে পরস্পরের বিপরীত বলিয়া কল্পনা করিয়া বসে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধরণের হাদীসগুলির মধ্যে আদৌ কোন বৈষম্য নাই। জনসাধারণের সুবিধা বিধানের জন্তই দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ ব্যবস্থা রসূলুল্লাহ [দঃ] কোন কোন ক্ষেত্রে বলবৎ রাখিয়াছেন। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস এরূপ হাদীস সম্বন্ধে ইংগিত দিতে গিয়া বলিয়াছেন, কতক অবস্থায় শরীআতের দ্বিবিধ নির্দেশের যে-কোন একটি গ্রহণ করা সম্বন্ধে সমস্যাপীড়িত ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কারণ দুই প্রকার নির্দেশের কোনটিই অপর নির্দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নয়, উভয় ব্যবস্থাই তুল্য পর্যায়ভুক্ত। সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুই নির্দেশের যেকোন একটি অনুসরণ করার অধিকার রসূলুল্লাহ [দঃ] পূর্বেই সমস্যাপীড়িত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন আর এরূপ ব্যাপারে মতভেদ

او يقف فى بعض ما هنالك الى التفويض على راى المبتلى به والحقائق الاخرى ليست باحق من الاولى فى التفويض الى المبتلين، فلاجل هذه المصلحة فوض الحقائق اول مرة الى رايهم ولم يشد فيما يختلفون حين كان الاختلاف فى امر فوض اليهم وله فى ذالك مساغ، فلم يعنف على عمرو بن العاص فيما فهم من قوله تعالى : ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة من جواز التيمم للجنب اذا خاف على نفسه من البرد ولم عنف على عمر بن الخطاب فيمافهم من تاويل اولامستم النساء اذه لمس المرأة لاالجنابة -

* আল্মুহাওয়ারাৎ—সৈয়েদ রশীদরিযা ১০৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিদৃষ্ট হইলে তিনি কোন কড়াকড়ি করেন-নাই। রসূলুল্লাহর [দঃ] পক্ষে এরূপ করাই সঙ্গত ছিল। তাই "তুমি ধ্বংসাত্মক কার্যে হাত দিওনা"—কোরআনের এই আয়তের মর্ম অনুসারে যৌনসংযোগের পর পীড়িত ব্যক্তির শীতাধিক্যে প্রাণহানীর আশংকা থাকিলে তাহার জন্য আম্‌র বিনুলআস গোসলের পরিবর্তে যখন তায়াম্মুমের বৈধতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উপর কড়াকড়ি করেননাই আবার "নারীকে স্পর্শ করিলে তায়াম্মুমে"র নির্দেশের তাৎপর্য হযরত উমর যখন যৌনসংযোগের পরিবর্তে শুধু দৈহিক-স্পর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর সঙ্গে কড়াকড়ি করেননাই। হযরত উমরের বিবেচনায় যৌন-সংযোগ যাহারা করিয়াছে, তায়াম্মুমের আয়তে তাহাদের উল্লেখ নাই, সুতরাং তাহাদের জন্য কোন অবস্থাতেই তায়াম্মুম বিধেয় নয়। নাসায়ী তারিকের বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি যৌনসংযোগের পর নমায পড়েনাই। সেব্যক্তি রসূলুল্লাহর (দঃ) কাছে আসিয়া এই ঘটনা তাঁহার গোচরীভূত করিলে হুযুর বলিয়াছিলেন, তুমি ঠিক করিয়াছ! আবার অন্য একব্যক্তি যখন যৌনসংযোগের পর তায়াম্মুম করিয়া নমায পড়িয়াছিল আর সে যখন রসূলুল্লাহ (দঃ)কে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছিল, তখনও রসূলুল্লাহ [দঃ] তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি ঠিক করিয়াছ!

فبقيت مسئلة الجنب غير مذكورة، فينبغى ان لا يتيمم الجنب اصلاً - اخرج النسائى عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصل، فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال اصبت، فاجنب رجل فتيمم وصلى فاتاه، فقال نحو ما قال للاخر يعنى اصبت....

ولم يعنف على احد ممن اخر صلوة العصر او اداها فى و قتها، حين كانوا جميعا على تاويل من قوله صلى الله عليه وسلم : لاتصلوا العصر الا فى بنى قريظة - وبالجملة بمن احاط بجوانب الكلام علم انه صلى الله عليه وسلم فوض الامر فى تلك الحقائق المستعملة فى العرف على اجمالها و كذا فى تطبيق بعضها ببعض الى افهامهم !

এইরূপ কতিপয় সাহাবীকে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, "তোমরা বনি-কোরায়যায় নাপৌঁছা পর্যন্ত আসরের নমায পড়িওনা," তখন তাঁহাদের মধ্যে একদল হযরতের আদেশের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া বনি-কুরায়যায় নাপৌঁছা পর্যন্ত আসরের নমায পড়িলেননা আর অন্য দলটি হযরতের আদেশকে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ রূপে গ্রহণ করিয়া ঠিক সময়েই আসরের নমাজ পড়িয়া ফেলিলেন। অথচ রসূলুল্লাহ (দঃ) কোন দলের আচরণেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননাই।

ফলকথা, যাহারা আদেশ নিষেধের ভাব সম্যকরূপে বুঝিতে সক্ষম, তাহারা ইহা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, যে কথার যে তাৎপর্য সচরাচর প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা রসূলুল্লাহ (দঃ) গ্রহণ করা এবং মতভেদ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা জনগণের বিবেচনাসাপেক্ষ রাখিয়াছেন। †

এই ধরণের হাদীসগুলি উম্মতের পক্ষে শরীআতের অনুসরণকার্য সহজসাধ্য করিয়াছে। এই সকল হাদীসকে বৈষম্যমূলক মনে করা অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র!

•:• •:• •:•

হাদীসের প্রামাণিকতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বিদ্বানগণ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সমুদয় বক্তব্য উদ্ধৃত করিতে হইলে বহুখণ্ড-সম্বলিত বিরাটগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে হয়। বর্তমান যুগে হাদীসশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা হাদীসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যেসকল আপত্তি উত্থাপিত করিয়াথাকেন, এই পবিত্র বিদ্যার বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় লিখিত গ্রন্থগুলির অবস্থা তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন। সত্য বলিতে কি, হাদীসশাস্ত্র বিশারদরা এই পবিত্র বিদ্যার যেভাবে সেবা করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন ভাষায় কোন বিদ্যা সম্বন্ধে কোন জাতি তাহার শতাংশ গবেষণা ও অনুসন্ধান আজপর্যন্ত চালাইতে পারেননাই। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের বিশিষ্ট ছাত্র আল্লামা মোহাম্মদ মুঈন সিন্ধী তাঁর অনুপম গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসগুলিকে সংগ্রহ করা আর সেগুলি বাছাই করিয়া দোষমুক্ত ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহকে

† ইক্‌দুলজীদ ২৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পৃথক পৃথক করার জন্য বিদ্বানগণ যে অসাধারণ কষ্ট আর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে পরবর্তী যুগের লোকদিগকে সরাসরি ভাবে হাদীস অনুসরণ করার সুযোগ ও সুবিধা দান করা। এই সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক শাখায় যে বিপুল গ্রন্থ সম্ভার সংকলিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে যাঁহারা শুধু হাদীস অনুসারে চলিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদের প্রয়োজন মিটানই হইতেছে এই গ্রন্থসম্ভার প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য। এই সকল গ্রন্থের প্রাচুর্য আর রকমারিত্ব দর্শন করিলে মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শুধু বিদ্যা জাহির করার জন্য অথবা পূর্ববর্তীগণের এসকল বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য এই পুস্তকগুলি বিরচিত হয়নাই। *

আহ্লেহাদীস বিদ্বানগণ তাঁহাদের রকমারি হাদীসশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, সেগুলির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা মুঈন লিখিয়াছেন, হাদীস বিদ্যার শ্রুতিধর (হাফিয) ও হাদীসতত্ত্ব বিশারদ (মুহাদ্দিস) গণ যেসকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইজ্‌তিহাদের অধিকার অর্জন করার পক্ষে সেগুলি পাঠ করা যথেষ্ট। যাহারা এই সকল গ্রন্থে গবেষণা করার শ্রম স্বীকার করিবে, তাহাদের কাছে হাদীসের প্রামাণিকতা ও অনুসরণ সম্পর্কে কিছুই গোপন থাকার কথা নয়। কোন্ হাদীস বিশুদ্ধ (সহীহ), কোন্‌টা উৎকৃষ্ট (হাসান), কোন্‌টা অবিশুদ্ধ, কোন্‌টা নিকৃষ্ট, বিদ্বানগণ তাহা বাছিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ হাদীস কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী, তাঁহাদের মধ্যে কে বিশ্বস্ত, কে অবিশ্বস্ত, কাহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন্ কোন্ শাস্ত্রবিশারদ কি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁদের নাম, উপনাম [কিন্‌য়ত], তাঁদের পিতৃপরিচয়, তাঁদের বাসস্থান, পেশা ইত্যাদি বিষয়ের পুংখানুপুঙ্খ পরিচয় মুহাদ্দিসগণ এমনভাবে প্রদান করিয়াছেন, যেন তাঁহারা তোমার গৃহ প্রাচীরের অপর অংশে বসবাসকারী প্রতিবেশী! তাঁহারা ইহাও অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, অমুক বিষয়ে কোন হাদীস নাই, অমুক বিষয় সম্পর্কিত হাদীসগুলি দুর্বল [যঈফ], অমুক হাদীস এত জন সাহাবা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, অমুক হাদীসের সনদ এতগুলি, অমুক হাদীস এতগুলি তরীকায় বর্ণিত আর অমুক হাদীসের রেওয়ায়তকারীগণ সকলেই হেজায প্রদেশের লোক, অমুকের রেওয়ায়তকারীগণ সকলেই ইরাক প্রদেশের। আর এই হাদীসটি অমুক নগরীর অমুক এইরূপ শব্দে রেওয়াত করিয়াছেন আর উহাতে এই শব্দ বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি পূর্বে অমুক স্থানে যে রেওয়ায়ত করিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ধিত শব্দ বর্তমান ছিলনা। অথবা অমুকে এই হাদীসটি বর্ধিত-শব্দ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন আর অমুকে করেননাই, প্রথম রাবী অমুক সময়ের লোক আর দ্বিতীয় রাবী অমুক সময়ের। এই হাদীসটি রেওয়ায়ত করার পূর্বে তিনি পরিবর্তিত করিয়াছিলেন আর ইহা রেওয়ায়ত করার পর তিনি বদ্‌লী করিয়াছেন। অমুক রাবী সাহাবীদের নাম উল্লেখ না করিয়াই (মুর্সল) হাদীস রেওয়ায়ত করেন আর অমুক স্বয়ং উস্‌তাযের নিকট হইতে শ্রবণ না করিয়াই এমন ভাবে হাদীস বর্ণনা (তদ্‌লীস) করিয়া থাকেন যে মনে হয়, তিনি যেন উহা শুনিয়াই রেওয়ায়ত করিতেছেন। তাঁহারা ইহারও সন্ধান দিয়াছেন যে, অমুক রাবী নিজে বিশ্বস্ত হইলেও যখন তিনি অমুকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করেন, তখন তাঁর রেওয়ায়ত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়না। অমুক হাদীসের প্রতিকূলে (মুআরিয) অন্য কোন হাদীস নাই আর অমুক হাদীসের এতগুলি প্রতিকূল-হাদীস রহিয়াছে। মুহাদ্দীসগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সাধারণতঃ প্রতিকূল হাদীসগুলি পরস্পর সংলগ্ন দুইটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা এরূপ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন যাহাতে শুধু এরূপ হাদীস সংকলিত হইয়াছে, যেগুলির প্রতিকূলে একটি হাদীসও বিদ্যমান নাই। আবার কেবল প্রতিকূল হাদীস সম্বলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থও তাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যাহারক (নাসিখ) ও প্রত্যাহৃত (মন্‌সুখ) হাদীসের আলোচনা-প্রসঙ্গেও যেমন তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তেমনি আর একরূপ বিরাট গ্রন্থে প্রথমতঃ তাঁহারা দু'টি বিভিন্ন ও পরস্পর অসমঞ্জস হাদীসের অবতারণা করিয়াছেন,

* দিরাসাতুল্লবীব ২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতঃপর উভয়ের মধ্যে কোন্ হাদীসটি অগ্রগণ্য আর কেন অগ্রগণ্য হইবে, সেসম্বন্ধে এমন বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন যে, তাহার ফলে হাদীসবিদ্যার শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া যায়। তাঁহারা বৈষম্যের বিবরণ, সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা (ততবীক) ও অগ্রণী করার কারণগুলি বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হাদীসকে অগ্রগণ্য করার তাঁহারা শতাধিক কারণ আর আকার প্রদর্শন করিয়াছেন। *

এই নিবন্ধের অধম সংকলয়িতা বলিতেছে যে, কোন হাদীসকে অগ্রগণ্য করার এইসকল কারণ ও সেগুলির উদাহরণ ইমাম রাযী তাঁর "মহসুল" নামক গ্রন্থে, আল্লামা মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানী তাঁর "ইর্শাদুলফহুল" নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা ও অসংলগ্নতা সম্পর্কে যে-প্রশ্ন উত্থিত করা হয়, বিদ্বানগণ সেগুলিরও সম্যক জওয়াব দিতে কুণ্ঠিত হননাই। ইমাম শাফেয়ী এই শাস্ত্রের সূচনা স্বরূপ তাঁর "কিতাবুল উম" গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা উৎসর্গ করিয়াছেন। "ইখ্‌তিলাফুলহাদীস" নামক তাঁর পুস্তিকা জগতপ্রসিদ্ধ। হাফিয ইব্‌নেকুতায়বাও এই শাস্ত্রে "তাবীল-মুখ্‌তালিফ-অল্‌হাদীস" নামক এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নে-জরীর ও ইমাম ইব্‌নেখুযায়মারও এই শাস্ত্রে লিখিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ রহিয়াছে আর ইমাম তাহাবীর "মুশ্‌কিলুল-আসার" নামক" গ্রন্থ খানার নাম সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। হাফিয ইব্‌নেহয্‌ম তাঁর "আল্‌ইহ্‌কাম-ফি-উসুলিল আহকাম" নামক অতুল গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ে বহুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

°°　　°°　　°°　　°°

ফকীহগণের পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত আর রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে, কোন সুস্থবুদ্ধি মানুষের পক্ষে তাহা অবিদিত থাকিতে পারেনা। আমাদের সমসাময়িক বন্ধুরা, যাঁরা হাদীস-বিদ্যার একটি অক্ষরের সঙ্গেও পরিচিত না হইয়া হাদীসের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছেন, তাঁদের কথা উত্থাপন করিয়া লাভ নাই। ফিক্‌হ শাস্ত্রের জনক যিনি, ইস্‌লামজগতের অন্যতম দিবাকর সাদৃশ্য ইমামেআ'যম আবুহানীফা (রহঃ) পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের এই ফত্‌ওয়া আমাদের সিদ্ধান্ত মাত্র! আমাদের শক্তিমত যাহা উৎকৃষ্ট আমরা তদনুরূপ অভিমত গ্রহণ করিয়াছি।

علمنا هذا رای، و هو احسن ما قدرنا عليه، فمن قدر علی غير ذالک فله ماراى ولنا ما رايناه -

আমাদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইলে তাহার অভিমত তাহার জন্য আর আমাদের অভিমত আমাদের জন্য অনুসরণীয় হইবে। ¶ ইমামেআ'যম আরও বলিয়াছেন, ইহা নু'মান বিনে সাবিতের অভিমত! আমাদের বিবেচনায় ইহাই উৎকৃষ্ট, যদি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন অভিমত কাহারও থাকে, তাহাহইলে তাহাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। † শায়খুলইস্‌লাম ইব্‌নেতয়মিয়া ইমামে-আ'যমের এই নির্দেশ স্বীয় ফতাওয়ায় উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

هذا رای النعمان بن ثابت، وهو احسن ما قدرنا عليه، فمن جاء باحسن منه، فهو اولی بالصواب!

هذا رائی! فمن جاء برای خيرمنه قبلناه!

ইহা আমার অভিমত! যদি আমার অভিমত অপেক্ষা উত্তম অন্য কোন বিদ্বানের অভিমত হয়, তাহাহইলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব। *

হযরত ইমাম কেন এরূপ কথা বলিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। সিদ্ধান্ত বা অভিমত যত বড় বিদ্বান ও মনীষীরই হউকনা কেন, সবসময়ে অভ্রান্ত ও অকাট্য হয়না—হইতে পারেনা। কোন কোন সময়ে খুব উঁচুদরের বিদ্বান অপেক্ষা নিম্নস্তরের বিদ্বানের অভিমত বলিষ্ঠতর ও উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে, হযরত ইমামেআ'যমের একথা অবিদিত ছিলনা বলিয়াই তিনি স্বীয় অভিমত কখনও অকাট্য বলিয়া দাবী করেননাই। পক্ষান্তরে অপরাপর বিদ্বানগণের অভিমত যে অধিকতর

* দিরাসাতুল্লবীব, ৩৯ পৃঃ (নূতন সংস্করণ)।

¶ শহ্‌রস্তানী—মিলল ওয়ান্‌নহল (২) ৪৬ পৃঃ।

† ইয়াওয়াকীত ওয়ালজওয়াহির (২) ২৪৩; হুজ্জাতুল্লাহেলবালেগা ১৬২ পৃঃ।

* ফতাওয়া (২) ৩৮৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, পরম উদারতার সহিত তিনি তাহা মানিয়া লইয়াছেন। শুধু এইটুকুই নয়, তিনি স্বীয় ছাত্রমণ্ডলীকে তাঁর সমুদয় অভিমত লিখিয়া লওয়ারও অনুমতি প্রদান করেননাই। একদা তিনি কাযী আবুইউসুফকে তাঁর ছাত্রজীবনে বলিয়াছিলেন, দেখ ইয়াকূব, তুমি আমার সমুদয় উক্তি লিপিবদ্ধ করিওনা! আমি আজ যে অভিমত পোষণ করিতেছি, আগামীকাল হয়তো তাহা বর্জন করিতে পারি আবার কল্য যে অভিমত পোষণ করিব, হয়ত তার পরদিন তাহা পরিত্যাগ করিব। §

و يحك يايعقوب، لاتكتب كلما سمعته منـى، فانـى قد ارى اليوم فاتركه غدا وارى الراى غدا واتركه بعد غد !

এক্ষণে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইমামেআ'যমের ন্যায় ফকীহসম্রাটের অভিমত যদি অকাট্য না হয় আর তাঁর সিদ্ধান্তে যদি পরিবর্তন ও সংশোধনের অবকাশ থাকে, তাহাহইলে অন্যান্য ফকীহদের অভিমতের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে? বিশেষতঃ আমাদের যুগের মূর্খ-ফকীহদের অভিমতের কত কানাকড়ি দাম হওয়া উচিত?

•• •• •• ••

কিন্তু রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীসের অবস্থা এরূপ নয়। হযরতের নির্দেশ কোরআনেপাকের মতই যে অভ্রান্ত ও অকাট্য, এবিষয়ে মুস্লিম বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সকলেই একমত। রেওয়ায়তকারীদের মধ্যস্থতার দরুণে হাদীসের অকাট্যতা যদি নাও থাকে, তথাপি ফকীহবিশেষের কাল্পনিক অভিমত কোনক্রমেই হাদীসের সমকক্ষতা লাভ করার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেনা।

আর সত্যকথা এইযে, রসূলুল্লাহর (দঃ) অধিকাংশ হাদীসই পৌনঃপুনিক ভাবে বর্ণিত হাদীসের সমশ্রেণীভুক্ত। মওলানা মওদূদী প্রমুখ রাজনৈতিক কতিপয় উদীয়মান মওলানা আর পাশ্চাত্য ভাবধারার স্রোতে নিমজ্জমান দলটি এদাবীকে প্রলাপের শামিল মনে করেন বটে, কিন্তু পৃথিবীর হাদীস শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী সমস্বরে ইহা মানিয়া লইয়াছেন। হুজ্জাতুলইস্লাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস বলিয়াছেন, বুখারী ও মুস্লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের অবস্থা এইযে, সমুদয় হাদীসতত্ত্ববিশারদ এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়ে রসূলুল্লাহর (দঃ) যে সকল হাদীস সংযুক্ত সনদের সহিত সন্নিবেশিত রহিয়াছে, সেগুলি সমস্তই অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ এবং উক্ত হাদীসগুলি উভয় গ্রন্থকার পর্যন্ত পৌঃপুনিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর যে-ব্যক্তি উক্ত মহানগ্রন্থদ্বয়ের গৌরব হাল্কা করে, সে-বিদ্আতী এবং মুসলমানদের সর্বসম্মত পথ পরিত্যাগকারী। †

اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران الى مصنفيهما ـ وانه كل من يهون امرهما، فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ـ

কোরেআনেপাকের স্বনামধন্য ব্যাখ্যাতা ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্নেকসীর লিখিয়াছেন, ইমাম বুখারীর সহীহ এরূপ একখানা গ্রন্থ, যাহা পাঠ করিয়া আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। বুখারীতে যেসকল হাদীস রহিয়াছে তাহার গ্রহণ ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে মুসলমাগণ ইজ্মা করিয়াছেন। ‡

وكتابه الصحيح يستسقى بقرائته الغمام واجمع على قبوله وصحته مافيه اهل الاسلام

শায়খুল ইস্লাম ইব্নেতয়মিয়া লিখিয়াছেন, সহীহ-বুখারী ও সহীহ মুস্লিমের মূলাংশ (Text) সাধারণতঃ বিশুদ্ধ। হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এই হাদীস গুলি গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন এবং উহাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজ্মা করিয়াছেন, এবং সেগুলিকে অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে উহাদের-মূলাংশ সত্যসত্যই রসূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি। *

جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين ائمة الحديث تلقوها بالقبول واجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا ان النبى صلى الله عليه وسلم قالها ـ

§ তারীখেবাগ্দাদ (ইমামের জীবনী) ১২১ পৃঃ।

† হুজ্জাতুল্লাহেলবালেগা, ১৩৯ পৃঃ।

‡ বিদায়া ওয়ান্নিহায়া (১১) ২৪ পৃঃ।

* কিতাবুত্তাওয়াসসুল, ১০৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাফিয ইব্নুস্সালাহ বলিয়াছেন, যেসকল হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ইমাম বুখারী ও মুস্লিম একমত হইয়াছেন, সেগুলি অকাট্য ও বিশুদ্ধ এবং এই সকল হাদীস দ্বারা চাক্ষুষ দর্শনের মতই অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হইয়া থাকে।

যেসকল হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বুখারী ও মুস্লিম একমত হইয়াছেন, সেগুলির অভ্রান্ত ও অকাট্য হওয়া আর সেগুলি দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শনের মত বিশ্বাস লাভ করা সম্বন্ধে ইমাম আবুইস্হাক শাফেয়ী, আবুহামিদ ইস্ফ্রাঈনী, কাযী আবুত্তাইয়েব তবরী, আবুইস্হাক শিরাযী, ইমাম সরখ্সী হানাফী, কাযী আবদুল ওয়াহ্হাব মালেকী, হাফেয আবুইয়োলা, ইমাম আবুলখাত্তাব, ইব্নুয্যাগুনী ও ইব্নেফোরক প্রভৃতি হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আহ্লেহাদীস ও আশ্আরী বিদ্বানগণ ইমাম ইব্নুস্সালাহের সহিত অভিন্ন মত হইয়াছেন। †

হাফিযুলইস্লাম ইব্নেহজর লিখিয়াছেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুস্লিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়কে বরণ করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ একমত হইয়াছেন। যে হাদীসগুলি পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত নয় অথচ সেগুলি বুখারী ও মুস্লিম উভয়েই স্বস্বগ্রন্থে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেইসকল হাদীসও আনুসংগিক কারণপরম্পরায় অকাট্য বলিয়া গণ্য হইবে। প্রথমকারণ, হাদীস শাস্ত্রে উক্ত ইমামদ্বয়ের গৌরবান্বিত আসন। দ্বিতীয় কারণ, বিশুদ্ধতা আর অশুদ্ধতা পরীক্ষা ব্যাপারে অন্যান্য বিদ্বানগণ অপেক্ষা তাঁহাদের দুজনের গভীরতর পাণ্ডিত্য। তৃতীয়কারণ, মুস্লিমসমাজের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এই দুই মহাগ্রন্থ বরণ করিয়া লইয়াছেন। ইজ্মা ব্যতীত বিপুলসংখ্যক রেওয়ায়তকারীদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা যেরূপ অকাট্যতা প্রমাণিত হয়, বিদ্বানগণ সমবেত ভাবে যেসকল হাদীসবরণ করিয়া লইয়াছেন, সেগুলি তদপেক্ষা বলিষ্ঠতর ভাবে অকাট্য। কিন্তু বুখারী ও মুস্লিমের যেসকল হাদীস সম্বন্ধে বিদ্বানগণ কোন বিরূপ সমালোচনা করেননাই, অথবা তাঁহাদের যেসকল হাদীসের প্রতিপাদিত বিষয়ে বিরোধ নাই, কেবল সেই হাদীসগুলিই এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে। পরস্পর বিরোধী হাদীস অকাট্য বলিয়া গণ্য না হওয়ার কারণ এই যে, দুইটি পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে যে হাদীসে বিশুদ্ধতানাশক কোন গুরুতর দোষ থাকিবে, তাহাই পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু বুখারী ও মুস্লিমের গ্রন্থদ্বয়ের সমস্ত হাদীসই এরূপ দোষবিবর্জিত। অতএব সমানশ্রেণীর পরস্পরবিরোধী উভয় হাদীস অকাট্য বলিয়া গণ্য হইবেনা। মোটকথা, উপরিউক্ত দ্বিবিধ হাদীসগুলি ব্যতীত বুখারী ও মুস্লিমের অন্যান্য সমুদয় হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজ্মা সংঘটিত হইয়াছে। যদি কেহ বলে, বুখারী ও

وهذا القسم يعنى المتفق عليه مقطوع بصحته والعلم اليقينى النظرى واقع به - لاتفاق العلماء على تلقى كتابيهما بالقبول - ما اخرجه الشيخان فى صحيحيهما مالم يبلغ حد التواتر يفيد العلم النظرى فانه احتف به قرائن - منها جلالتهما فى هذا الشان و تقدمهما فى تميز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول وهذ التلقى و حده اقوى فى افادة العلم النظرى من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر الا ان هذا يختص بمالم ينتقده احد من الحفاظ مما فى الكتابين وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع فى الكتابين حيث لاترجيح لاستحالة ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما على الاخر وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسليم صحته - فان قيل انما اتفقوا على وجوب العمل به، لا على صحته منعناه - وسند المنع انهم متفقون على وجوب العمل بكل ماصح و لولم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين فى هذا مزية والاجماع حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة - ومن صرح بافادة ماخرجه الشيخان العلم النظرى الاستاذ ابو اسحق الاسفرائينى و من ائمة الحديث ابوعبد الله الحميدى و ابوالفضل بن طاهر وغيرهما- ويحتمل ان يقال المزية المذكورة تكون احاديثهما اصح الحديث

† তদ্রীবুররাবী ৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মুস্‌লিমের হাদীস অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কেই ইজ্‌মা ঘটিয়াছে, তাঁহাদের হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইজমা হয়নাই। হাফিয ইব্‌নেহজর বলেন, আমরা সেকথা অস্বীকার করিব। কারণ, যেকোন বিশুদ্ধ হাদীসেরই অনুসরণ ওয়াজিব, বুখারী ও মুস্‌লিমের গ্রন্থদ্বয়ে সে হাদীস থাকুক কি না থাকুক। এরূপক্ষেত্রে অনুসরণীয় হওয়ার পক্ষে সব গ্রন্থের হাদীসই যখন সমশ্রেণীভুক্ত, তখন বুখারী ও মস্‌লিমকে যে বিদ্বানগণ বরণ করিয়া লইয়াছেন, সেদিক দিয়া এ-দুই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য রহিল কি? বুখারী ও মুস্‌লিমের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসগুলি দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জিত হওয়া সম্পর্কে উস্‌তায আবুইস্‌হাক ইস্‌ফ্রায়ীনি আর আহ্‌লে-হাদীস ইমামগণের মধ্যে আবুআবদুল্লাহ হুমায়দী আর ইমামআবুলফয্‌ল ইবনেতাহির সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু বুখারী ও মুস্‌লিমের হাদীসগুলি অগ্রগণ্য ও বরণীয় হওয়ার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহাদের হাদীসগুলি বিশুদ্ধতম। *

হাফিযুলইস্‌লামের বক্তব্যের অন্তর্গত দুইটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ:

বুখারী ও মুসলিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত রহিয়াছে, সেগুলির সমষ্টি হইতেছে ১৬ হাজার ৩ শত সাতান্ন। ইহার মধ্যে বুখারীর হাদীসের সংখ্যা হইতেছে ৯ হাজার বিরাশি আর মুসলিমের ৭ হাজার ২ শত পঁচাত্তর। এই দুই ইমাম তাঁহাদের গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে কতকগুলি হাদীস বিভিন্নবার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এরূপ ধরণের হাদীস সহ বুখারীর মোট রেওয়ায়ত হইতেছে ৭ হাজার ৩ শত সাতান্নব্বই। যেসকল হাদীস তিনি সংযুক্ত সনদের সহিত রসুলুল্লাহর [দঃ] প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, সেগুলির সংখ্যা হইতেছে ২ হাজার ৬শত দুই মাত্র। অবশিষ্ট হাদীসগুলির মধ্যে অধিকাংশ বিভিন্ন সনদে বা শাব্দিক পার্থক্যে বর্ণিত পৃথক পৃথক মস্‌আলার প্রমাণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পুনরুক্ত আর কতক হাদীস বিনা-সনদে শুধু সাহাবার মাধ্যমে রসুলুল্লাহর [দঃ] উক্তি স্বরূপ [মুআল্লক] উল্লিখিত হইয়াছে। বুখারীর এরূপ 'মুআল্লক' হাদীসের সংখ্যা হইতেছে ১ হাজার ৪শত একচল্লিশ ইহাদের মধ্যে যেগুলি গ্রন্থের অন্যত্র সংযুক্ত সনদ সহকারে উল্লিখিত হয়নাই, সেগুলির সংখ্যা হইতেছে ১শত উনষাট। অর্থাৎ তেরশত একচল্লিশটি মু‌আল্লক হাদীসের মধ্যে ১১ শত বিরাশিটি হাদীস তিনি গ্রন্থের নানা স্থানে সংযুক্ত সনদের সহিত রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ফলকথা, যেসকল হাদীস পুনরুক্ত নয়, 'মুআল্লক' সহ এরূপ হাদীস রহিয়াছে বুখারীতে মোট ২ হাজার ৭ শত একষট্টি। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের উক্তি ও আচরণ ('মওকুফ ও মক্‌তু') সম্পর্কিত হাদীসগুলির সংখ্যা জানা নাই।

ইমাম মুস্‌লিমের সহীহ গ্রন্থে 'পুনরুক্ত' হাদীসগুলি বাদ দেওয়ার পর মোট ৪ হাজার হাদীস রহিয়া যায়। ইমাম বুখারী ছয়লক্ষ হাদীস হইতে আর ইমাম মুসলিম ৩ লক্ষ হাদীস হইতে বাছাই করিয়া উল্লিখিত সংখক হাদীসসমূহকে তাঁহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে স্থান দিয়াছেন। §

হাফেয দারকুত্‌নী এবং তাঁহার অনুসরণে আবু-মস্‌উদ দামেশ্‌কী, আবুআলী গস্‌সানী প্রভৃতি বুখারী ও মুস্‌লিমের উল্লিখিত ১৬ হাজার, ৩ শত সাতান্ন হাদীসের অন্তর্গত 'মুআল্লক' বা 'মওকুফ' বা 'মকতু' হাদীসগুলি বাদ দিয়া অবশিষ্ট প্রায় ১৫ হাজার হাদীসের মধ্যে সবশুদ্ধ ২ শত দশটি হাদীসে দোষ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বুখারীর ১ শত দশটি হাদীস, যেগুলির মধ্যে বত্রিশটি ইমাম মুসলিমও তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের আপত্তির লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। এই হাদীসগুলি যেকোনক্রমেই বর্জনীয় নয়, হাফেয ইরাকী, হাফেয সৈয়ূতী, স্বয়ং হাফেযুলইস্‌লাম ইব্‌নে-হজর আর ইমাম নববী প্রমুখ বিদ্বানগণ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আপত্তি যখন উঠিয়াছে, তখন তাহা লক্ষ্য করিয়াই ইমাম নববী ও হাফেয ইব্‌নে-হজর বুখারী ও মুসলিমের ন্যূনাধিক ১৫ হাজার হাদীসের মধ্য হইতে উল্লিখিত দুই শত দশটি হাদীসকে "ইজ্‌মা" কর্তৃক "বরেণ্য অকাট্য হাদীস"সমূহের পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন মনে করেননাই। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় হাদীস কয়েকটি ছাড়া অবশিষ্ট সমুদয় হাদীসই যে অকাট্য ও সর্বজনবরেণ্য, তাঁহারাও একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের এই মন্তব্যকে অবলম্বন করিয়া হাদীস বিরোধী দলটি হাদীসশাস্ত্রের ব্যাপক অবিশ্বস্ততা ঢাকে ঢোলে পিটিতে আরম্ভ করিয়াছে, অথচ তাহারা ইহা অবগত নয় যে, কয়েকটি হাদীসের অকাট্য ও সর্বজন-বরেণ্য না হওয়া আর হাদীস বর্জনীয় হওয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে।

আমি অতঃপর উল্লিখিত আপত্তির স্বরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিব।

والله الهادى وعليه اعتمادى، به احول وباسمه اقول

* শরহে নুখ্‌বাতুলফিক্‌র, ১৩, ১৪ ও ১৯ পৃঃ।

§ মিফ্‌তাহুস্‌সুন্নাহ, খণ্ডে ২০ ও ২২ পৃঃ হাদয়ুস্‌সারী ৫ ও ৬৬৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি বৃটিশ সরকারের অবিচার

(৮)

মূল—স্যার-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

ইহার উত্তরে সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, সরকারী অন্যান্য বিভাগের জন্য যেরূপ ছুটি বরাদ্দ রহিয়াছে আগামীতে হাইকোর্টের জন্যও সেই নীতি অবলম্বিত হইবে। এতদ্ব্যতীত সরকারী কোন বিভাগেই মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কোন ছুটি মঞ্জুর করা হইবেনা। তবে সরকারী দফতরসমূহের প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ প্রেরিত হইয়াছে যে, বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের যে ছয়টি ধর্ম্মীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্ব্বদিন আছে সেইদিন কয়টিকে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত মুসলমান কর্ম্মচারীগণ অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং এই পদ্ধতিতে তাহাদের জন্য বার্ষিক ১২ বারদিন ছুটি পূর্ণ হইবে। কিন্তু সরকারী দফতরসমূহ ঐ ছয় দিন যথানিয়মে চলিতে থাকিবে।

এই ঘোষণার পর মুসলমান আইনজীবীবৃন্দ আর একখানি আবেদনপত্র যোগে জানাইলেন যে, "মাত্র কতিপয় আইন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশেষের কর্ম্মচারীবৃন্দকে অফিস আদালত হইতে অনুপস্থিতির অনুমতি প্রদানের দ্বারা আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারেনা। কারণ আদালত সমূহ কেবল মাত্র কতিপয় বিচারক ও আইন ব্যবসায়ীর উপর নির্ভরশীল নহে। রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থের সহিত উহাদের নিবিড় স্বার্থসম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অফিস ও বিচারালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" অতঃপর তাঁহারা বলিতেছেন যে, "প্রদেশের আদালত সমূহে ইতিপূর্ব্বে যে বিপুলসংখ্যক মুসলমান আইন ব্যবসায়ী বিদ্যমান ছিলেন বর্ত্তমানে তাঁহাদের সংখ্যা একান্ত ভাবে কমিয়া গেলেও মুসলমান মামলাকারীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে রেল বিস্তৃত হওয়ায় লোকের যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে, তাতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ যাতায়াতের সুবিধা দেখিয়া আপনাপন সম্পত্তি উদ্ধার এবং আরো নানাবিধ অভাব অভিযোগ লইয়া আদালতের দ্বারে উপস্থিত হইতে প্রলুব্ধ হইয়াছে। এমতাবস্থায় মাত্র মুসলমান উকিল আমলাগণকে তাহাদের ধর্ম্মীয় পর্ব্বদিনগুলিতে অফিস আদালত হইতে অনুপস্থিতির অনুমতি দানের দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারেনা। কারণ অফিস আদালত খোলা থাকিলে মুসলমান মামলাকারীগণকে উপস্থিত হইতেই হইবে এবং তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে, ইহাছাড়া আরও নানাদিক দিয়া অসুবিধার কারণ আছে। আদালতে যেমন হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিচারক আইন ব্যবসায়ী এবং আরও বহু রকম আমলা কর্ম্মচারী আছেন তেমনি মোকদ্দমাকারীদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে। একটি হিন্দু মুসলমান উকিল নিযুক্ত করিয়াছে এবং মুসলমানের সেই বৈশিষ্টপূর্ণ ধর্ম্মীয় দিনটিতে সেই হিন্দু মোয়াক্কেলের মোকদ্দমার দিন ধার্য্য রহিয়াছে। মুসলমান উকিল আদালতে উপস্থিত না হইয়া ছুটি উপভোগ করিতে রহিলেন, এখন এই হিন্দু মোয়াক্কেলের মোকদ্দমার কি দশা হইবে? এই ভাবে প্রত্যেক ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মাত্র এক পক্ষকে অফিস আদালত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে অনুপস্থিতির দ্বারা সমস্যার সমাধান হইতে পারেনা। সেজন্য আবশ্যক হইতেছে ঐ প্রকার বৈশিষ্ট-পূর্ণ দিনে সমস্ত সরকারী অফিস আদালতসমূহ সম্পূর্ণতঃ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহাহইলে মুসলমানগণ এরূপ ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমানদের ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড পালনে বাধা জন্মাইতে চাহিতেছেন এবং ইতিপূর্ব্বে বিগত ৭২ বৎসর কাল ইংরাজ সরকার মুসলমানদের সম্বন্ধে সরকারী ছুটির ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন উহা দ্বারা সেই নীতির বিরুদ্ধাচরণ বুঝাইবে।" আবেদনকারীগণের শেষ নিবেদন হইতেছে এইযে, গভর্ণমেণ্ট সরকারী অফিস আদলত সমূহের ছুটির ব্যাপারে হিন্দু ও খৃষ্টানদের সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মুসলমানদের সম্বন্ধেও তাঁহাদের সেই নীতি অবলম্বন করা উচিত।

ইহা হইতেছে সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত সম্প্রদায়ের করুণ আর্ত্তনাদ, ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন এবং বৃটিশ প্রভুত্বের প্রথম ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর কাল বিচারক, আইন-ব্যবসায়ী এবং আরও নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের ষোল আনার মধ্যে তাঁহারাই চৌদ্দআনা পদ দখল পূর্ব্বক শাসন কার্য্যে আমাদের সাহায্য যোগাইয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্বেও উক্ত আবেদনের ফল আশাজনক হইতে পারেনাই। মুসলমানদের ধর্ম্মীয়-ক্রিয়াকাণ্ড পালনের জন্য মাত্র দুই একটি দিন ছুটি বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

কাযী এ্যাক্টের প্রতিক্রিয়া

আমাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ আরও অভিযোগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, ইংরেজ কেবল আইন ব্যবসায় হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিরস্ত হয় নাই, বরং একটি নূতন আইন দ্বারা (কাযী এ্যাক্ট] তাহাদিগকে চিরদিনের তরে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় পদসমূহ হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। ইসলামী বিধিব্যবস্থা দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সম্পর্কিত শরিয়ত সম্মত ব্যাপারসমূহ কাযীর দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। আমরা যখন এই দেশ অধিকার করিয়াছিলাম তখন সেই পুরাতন ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া শরিয়ত আইন কানুন মোতাবিক রাজ্য পরিচালনা করিয়াছি। আমরা যে ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম উহার নিদর্শন স্বরূপ ভারতীয় দণ্ডবিধি [১৭৯৩ সালের বাংলাকোর্টের ৪নং ধারা] আইন পুস্তকে পঁচিশটি ধারার একটি বিস্তৃত তালিকা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কাযীর পদ এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, যতদিন উহা বজায় থাকিবে ততদিন ভারত দারুলইসলাম গুণসম্পন্ন হইয়া থাকিবে এবং উহার বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত দারুল হরবে পরিণত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং কাযীর পদ লোপের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং সেজন্য উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অনুসন্ধানের ফল শুভ হইতে পারে নাই। এজন্য ১৮৬৩ সালে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে লইয়া যে আলোচনা-সভা বসিয়াছিল তন্মধ্যে একটি প্রদেশের গবর্ণর তীব্র আপত্তি করিয়া জানান যে, "মুসলমানকে কাযি হিসাবে নিয়োগের অধিকার দানের মানে হইবে, আমরা তাহাদের পূর্ব্বকার প্রভুত্ব স্বীকার পূর্বক উহার নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি"। বস্তুতঃ দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তীব্র আপত্তি উত্থিত হওয়ায় পুরাতন বিধি ব্যবস্থা বাতিল করিয়া কাযীর পদ বিলোপ করা হইল [১৮৬৪ সালের এ্যাক্টের ১১ ধারা যাহা পরে ১৮৬৮ সালের ৮ ধারা দ্বারা রদ করা হইয়াছিল।]

এই ব্যবস্থার ফলে মুসলমান সমাজ একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং সম্মানজনকপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল, তাহাতে তাহাদের সম্মুখে একদিকে যেমন নির্মমভাবে আর্থিক সঙ্কট নামিয়া আসিল, তেমনি আর একদিকে শাদী বিবাহ এবং আরও নানাবিধ ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড পালনের ব্যাপারে তাহাদিগকে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। তবে কাযীর পদ লোপের প্রথম ভাগে তাহাদিগকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কারণ নূতন আইন দ্বারা কাযীর পদ লোপ করা হইলেও পুরাতন ব্যবস্থা মোতাবিক যেসময় কাযী আপনাপন পদে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মৃত্যু অথবা পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ কাল পর্য্যন্ত বহাল রাখার ব্যবস্থা ছিল। আইনে উল্লিখিত ছিল যে, যেসমস্ত কাযী বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন অথবা যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন তাঁহাদের স্থলে আর নূতন করিয়া কাযী নিযুক্ত করা হইবেনা। এই পরিবর্ত্তনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান রড়লাট মনোনিবেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মাদ্রাজ হাই কোর্টের ফয়সালার ফলে সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস "কোবার্ট" এই মর্ম্মে রায় প্রকাশ করিলেন যে, "বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্য কেহ কাযী নিযুক্ত করার অধিকারী নহেন এবং গবর্ণমেণ্ট যখন আইন দ্বারা কাযীর পদ লোপ করিয়াছেন তখন এ প্রশ্নের অবকাশ থাকিতেছেনা। [মোহাম্মদ আবুবকর বনাম মীর গোলাম হোছেন ও আনোয়ারার ৪৫৩০ নং মোকদ্দমা] জাষ্টিস কোবার্টের এই ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের তরে ঐ প্রশ্নের অবসান হইয়া গেল। এই ফয়সালা বলে ১৮৬৪ সালের আইন দ্বারা মুসলমানদিগকে এস্তেকাল নামা হইতে আরম্ভ করিয়া সাদী বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কাযী নিয়োগের যে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাও লোপ হইয়া গেল। এই নূতন ব্যবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ বঙ্গের ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে মুসলমানদের স্বামী-স্ত্রী ঘটিত মামলা মোকদ্দমায় দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। কতিপয় অজ্ঞাত কারণে কিছুদিন হইতে মুসলমান সমাজে স্বামী-স্ত্রী ঘটিত মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি জেলায় ব্যভিচার ও নারী হরণের মোকদ্দমার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলাবাহুল্য, শরীয়ত আইন মোতাবিক ঐ দুই শ্রেণীর অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেই স্থলে বর্ত্তমানে ঐ দুই শ্রেণীর অপরাধকেও ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ড বিধি আইনভুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল মোকদ্দমার মধ্যে শতকরা ৯০টির অবস্থা এরূপ যে, তাহাদের বিবাহ আইন-সম্মত প্রমাণিত করা দুষ্কর। কাযীর পদ লোপ করার দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬১—৬২ সালে পূর্ববঙ্গের যে দুইটি বিভাগে ঐ শ্রেণীর মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ৫৬১টি, কাযীর পদ লোপ করার দুই বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে সেই দুইটি বিভাগে ঐ শ্রেণীর মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮৪ টিতে পৌছিয়াছে। কিন্তু ঐ সময় হইতে সাধারণ ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যে ফৌজদারি অপরাধের সংখ্যা কমিয়াছে তাহা নহে, ঐ শ্রেণীর অনেক মামলা বর্ত্তমানে দেওয়ানী বিচারালয়ে প্রেরিত হইতেছে। [ব্যাভিচার ও নারী হরণের অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া অনেককে এরূপ মন্তব্য করিতে শুনা যাইতেছে যে, "গবর্ণমেণ্টের কাযীর পদ তুলিয়া দেওয়ার দরুণই এই শ্রেণীর ঘৃণিত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে]।

এই সমস্ত সংখ্যা তত্ত্ব আমি ওহাবী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পরিচালক জনৈক দায়িত্বপূর্ণ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর মূল্যবান দস্তাবেজ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। অপর একজন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী কাযীর পদ লোপ করার প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিপদ আবির্ভূত হওয়ার কারণ দর্শাইতে গিয়া বলিতেছেন :—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাযীর পদ লোপের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধানের পর আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, উহার ফলে ওহাবী আন্দোলন দুই প্রকার শক্তি অর্জনে সাহায্য পাইয়াছে।

১ম :— পূর্ব হইতেই একদল শিক্ষিত শক্তিশালী উলামা এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, কিন্তু কাযীর পদ লুপ্ত হওয়ায় যে অসংখ্য সুশিক্ষিত উলামাদিগকে ভয়াবহ বেকারীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাঁহারাও দলে দলে ঐ দলে ভিড়িয়া নিরক্ষর মুসলমানদের মধ্যে গিয়া বিদ্রোহ প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২য়ঃ— কাযীর পদ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় মুসলমান সাধারণকে দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যাপারসমূহে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্য পালন সম্বন্ধে কাযীর মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য। উহা কেবল কতিপয় প্রধান ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত জড়িত নহে। প্রতিদিন এমন বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ মসলামসায়েল ও ফৎওয়া ফারায়েজের প্রশ্ন প্রায় প্রত্যেক মুসলমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে, কাযীগণই যাহার মীমাংসা করিতে সমর্থ। সরকার কাযীরপদ তুলিয়া দেওয়ায় ঐ সকল অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারসমূহ নির্বাহ করিতে মুসলমান সাধারণকে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। উহার আরও একটি অনিষ্টকর দিক আছে। মুসলমান সমাজের যে সমস্ত লোক পূর্ব ইইতেই ইংরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, কাযীর পদ লোপ করার ব্যাপারকে তাহারা অস্ত্র স্বরূপ গ্রহণ পূর্বক মুসলমান সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, "ইংরাজ কেবল মুসলমানদিগকে ধর্মহীন করার চেষ্টায় লিপ্ত হইয়া ক্ষান্ত দিতে চাহেনা, সেই সঙ্গে তাহারা যে মুসলমানদিগকে সম্মানজনক জীবন যাপন করিবার সুযোগ দিতেও চাহেনা, কাযীর পদ লোপ দ্বারা তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও উহার আরও যে একটি অনিষ্টকর দিক রহিয়াছে তাহারও গুরুত্ব কম নহে, যতদিন কাযীর পদ বহাল ছিল, ততদিন মুসলমান সাধারণ প্রতি দিন নানা আবশ্যকীয় ব্যাপার মীমাংসার জন্য সরকারী কাযীগণের নিকট আসিতে বাধ্য হইত এবং তাহাতে পরোক্ষ ভাবে সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাইতে ছিল। কিন্তু কাযীর পদ লোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

সকল প্রশ্নের উপর এইটিকে শেষ প্রশ্ন ধারণা পূর্বক সম্প্রতি সপরিষদ ভাইসরয় উহা লইয়া চিন্তা ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আলোচনা মাত্র তখনই ফলপ্রসু হওয়ার আশা করা যাইতে পারে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহের আদ্যপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করিয়া এবং ভারতের দশটি বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মতামত লইয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। ভারতের বর্ত্তমান বড়লাটের উদারতা সর্ব্বজন স্বীকৃত, সেই উদার মনোভাব সহ তিনি যখন মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে অতীতের ভুলত্রুটি সংশোধনে মনোযোগী হইয়াছেন তখন আশাকরা যাইতেছে যে, তিনি মুসলমানদের সম্বন্ধে ন্যায়ের ভিত্তির উপর এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন যাহার ফলে অতঃপর ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযোগের তালিকা আর বৃদ্ধি পাইবেনা।

এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে বঞ্চিত করণ

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া বঙ্গদেশের মুসলমানদের সম্বন্ধে যেরূপ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের নীতি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে তাহা একান্ত ভাবেই গ্লানিজনক ও বেদনাদায়ক। এমন কি অতীতের প্রভু সম্প্রদায়টিকে যেভাবে অন্যান্য সরকারী বিভাগসমূহ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে সেইভাবে পূর্ব-দেশীয় জ্ঞান ভাণ্ডার এশিয়াটিক সোসাইটির মাসিক পত্রিকা ও লাইব্রেরীর অধিকার হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু এতৎ সংশ্লিষ্টে পূর্বতন বোর্ড অব ডাইরেক্টর যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন উহাই ছিল সঙ্গত নীতি। তাঁহাদের ব্যবস্থায় লাইব্রেরীতে প্রতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তুল্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এই প্রাচ্য দেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের মাধ্যমে আরবী ও ফারসী ভাষায় যেসমস্ত জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহাদ্বারা পূর্বতন ডাইরেকটর ফর্ম্মূলায় নিরপেক্ষ নীতির পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিগত পঞ্চাশ বৎসর কাল হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিন্দনীয় হিন্দুতোষণ নীতি অবলম্বিত হওয়ায় যে মনোবৃত্তি চালিত হইয়া মুসলমানদিগকে সরকারী চাকুরি হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে ঠিক সেই একই মনোবৃত্তির দরুণ মুসলমানগণকে এশিয়াটিক সোসাইটির সাহিত্য বিভাগ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে এবং ডাইরেকটর বোর্ড সেজন্য বার্ষিক যে ছয়শত পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া রাখিয়াছেন, উহার সম্পূর্ণ অংশই একটি সম্প্রদায়ের [হিন্দুর] জন্য ব্যয়িত হইতেছে। ১৮৪৭ হইতে ১৮৫২ পর্যন্ত ডক্টর "রোয়ের" আমলদারীতে অনার্য্য-ভাষায় কিছুই কাজ হয় নাই। কিন্তু ডক্টর স্প্রিঞ্জারের স্বল্পকালীন আমলদারিতে উহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এবং ঐসলামিক ভাষায় দুইখানি পুস্তক রচনাও আরম্ভ করা হয়। কিন্তু উহা অসমাপ্তির অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে অত্যোৎসাহী সংস্কৃতভক্ত ডক্টর হরসন সায়মন সংস্কৃত ভাষার আনুকুল্য করিতে গিয়া আরবী ও ফারসী ভাষার মুণ্ডপাতে উদ্যত হইলেন এবং তিনি ডাইরেক্টর সভাকে বলিয়া বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা এই মর্মে একটি ঘোষণা করিতে সমর্থ হইলেন যে, অতঃপর এশিয়াটিক সোসাইটিতে মাত্র ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে আলোচনা চলিবে এবং উহার ব্যতিক্রম করিলে উহার জন্য বার্ষিক যে ছয়শত পাউণ্ড বরাদ্দ রহিয়াছে ডাইরেক্টর বোর্ড তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন।

ডাইরেক্টরগণ ভারত হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সুতরাং ভারতীয় ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবেই যে তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্রাচ ঘটনাটিকে স্থায়ীভাবে প্রচারিত না করিয়া সাময়িক ভাবে প্রচার করিলে তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত কাজ হইত। তবে এক্ষেত্রে ডক্টর হরসন সায়মন ও ডক্টর ওয়ালসনের সংস্কৃত-পাণ্ডিত্য স্বীকার না করিয়া পারা যায়না। বলা বাহুল্য, তাঁহাদেরই চেষ্টাচরিতের ফলে সংস্কৃত ভাষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য যোগাইয়াছে এবং উহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অনুরাগী পণ্ডিত ম্যাকস্ মূলার সংস্কৃত সাহিত্যকে চরমভাবে রূপায়িত করার সাধনায় লিপ্ত রহিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ম্যাকস্‌মূলার, গোল্ড ষ্টাকলার, ফেজেও আভহান এবং মুইয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃত অনুরাগী পণ্ডিতবৃন্দের চেষ্টাচরিতের ফলেই সংস্কৃত সাহিত্য জগতে পরিচিত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃতভক্ত ডক্টর হরসন সায়মনের পীড়াপীড়ীতে ডাইরেক্টর সভা আরবী ফারসী সাহিত্য আলোচনার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেও, আরবী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত উলামাবৃন্দ উহাতে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেননা। তাঁহাদের একটি ক্ষুদ্র দল এখনও আরবী, ফারসী সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অনমনীয়তা দেখিয়া মনে হইতেছে, শেষ পর্যন্ত তাঁহারা প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করিয়া যাইবেন। ডাইরেক্টর বোর্ড আরবী ফারসী প্রচারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন উহাকে পরিবর্ত্তন করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল। এজন্য আরবীর আশা ছাড়িয়া দিয়া ইস্‌লামী শাসনকালের রাষ্ট্রভাষা ফারসীকে তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। স্যার হেনরি ইলিয়ট একজন বেপরোওয়া স্বভাবের লোক, সুতরাং তিনি স্বীয় স্বভাবানুযায়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মিঃ টমাস, মিঃ হেমণ্ড, স্যার উইলিয়ম মুইর এবং আরও কতিপয় শক্তিশালী আই, সি, এস কর্ম্মচারী তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলাবাহুল্য, তাঁহাদের চেষ্টায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ফারসী সাহিত্যের সেবার সুযোগ দিতে সম্মত হইলেন। ১৮৫৫ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট সরকারী খরচে ফারসী ভাষায় রচিত পুস্তক, পুস্তিকা এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের অনুমতি দিলেন। প্রথম প্রচেষ্টার ফলে প্রচুর সংখ্যক ফারসী পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহিত হইল। অতঃপর স্যর হেনরি ইলিয়টের যে রচনাবলী মিঃ টমাস ও প্রফেসর ডসন কর্ত্তৃক প্রসংসিত হইয়াছে তাহা ছাপিয়া প্রকাশিত হইল। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী সাহিত্যের সেবায় উহাকে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতঃপর লক্ষ্ণৌস্থিত ইসলামি ছাপাখানা হইতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধরণের পুস্তকাবলী ছাপাইয়া বাহির হইতেছে। কর্ণেল লামন নিজের সমস্ত বিদ্যা জ্ঞান ও প্রতিভা ফারসী সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীয়ান ডক্টর রোষ্টের প্রচেষ্টায় এরূপ একজন অন্য সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সুপণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাঁহাকে সর্ববিদ্যাবিশারদ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রোফেসর ব্লকম্যান আরবী ফারসী সাহিত্যে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ইস্‌লামী সাহিত্যের সেবায় প্রযুক্ত করিয়াছেন।

বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের যেসমস্ত অভিযোগ রহিয়াছে তাহা উপস্থিত করিতে আমি যথাসাধ্য ভাবে চেষ্টা করিয়াছি। অভিযোগ-সমূহ এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, যেকোন সভ্য গবর্ণমেণ্ট উহার অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিকার ও প্রতিবিধান করিতে বাধ্য, অন্যথায় তাঁহারা সভ্য গবর্ণমেণ্ট নামে অভিহিত হইতে পারেননা। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বিগত দুইবৎসর হইতে সেই চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যে একটি বিশেষ কারণ হইতে এই সমস্ত অবিচারমূলক অভিযোগ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে উহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিতেছি। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঐ সমস্ত অভিযোগের অনুসন্ধান লইয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহা হইতেছে এইযে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই হইতেছে ঐ সমস্ত অভিযোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়া মুসলমানদের রুচি প্রকৃতির অনুকূল করা না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সাফল্যজনক জীবন যাপনের পথ খুঁজিয়া পাইবেনা। বলাবাহুল্য, সেজন্য তাহাদিগের সন্তান সন্ততিবর্গকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন যাহাতে তাহারা সরকারী দফ্‌তরসমূহে চাকুরী গ্রহণের পক্ষে যোগ্য হইতে পারে। আমার মতে অল্প আরাম এবং সামান্য ব্যয়ের দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই পরিবর্ত্তন আনয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নটি উত্থাপনের পূর্বে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের পক্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে উহার অসাফল্যের মূলে যেসমস্ত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিয়া লইতে চাহিতেছি। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার অভাব মোচনের নামে বিগত ৯০ নব্বই বৎসর কাল হইতে সরকারী খরচে কলিকাতায় একটি ইসলামিয়া কলেজ (আলীয়া মাদ্রাসা) পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই কলেজটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছিল যে, আপনাপন সন্তান-সন্ততিবর্গের শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের সঙ্গতি তাঁহাদের অনেকের ছিলনা। সুতরাং তাহারা যাহাতে সরকারী দফতরসমূহে চাকুরী লাভের পক্ষে যোগ্য হইতে পারে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ভারতের রাজধানী কলিকাতা নগরীর বক্ষস্থলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বরাবরের জন্য উহার ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ভার মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পুরাতন প্রথায় আরবী ফারসী শিক্ষা ছাড়া বর্ত্তমানে সরকারী চাকুরী লাভের কোন আশা বা সম্ভাবনা নাই, উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হইতে সেই শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিদ্যালয়টি পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে যেসমস্ত অব্যবস্থা কুব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে ১৮১৯ খ্রীঅব্দে উহার প্রতিকারে একবার হস্তক্ষেপ করা হয় এবং সেই হস্তক্ষেপের ফলে উহাতে ছাত্রদিগকে কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য একটি অতিরিক্ত শ্রেণী বর্দ্ধিত করাহয়। কিন্তু যেহেতু ঐ ব্যবস্থার মূলে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিলনা সেইহেতু অনতিবিলম্বে উহা আশ্চর্যকর প্রতিপন্ন হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা তুলিয়া দেওয়া হয়। উহার তিন বৎসর পরে আর একবার দৃঢ়তা সহকারে মাদ্রাসা সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা হয় বটে, কিন্তু উহার ফলও আশাজনক হইতে পারেনাই। অতঃপর মুসলমান সমাজকে যে ভাবে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া রাখা হইয়াছে উহার পরের পঁচিশ বৎসরকাল তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকেও ঠিক সেই ভাবে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মাথা ঘামানের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করিলেননা।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ

—সৈয়েদ রশীদুল হাসান এম, এ, বি, এল
অবসর প্রাপ্ত সেশন্‌স জজ

(২)

আমার বিবেচনায় রাষ্ট্রের এবং দেশের মঙ্গল, শান্তি এবং সর্ববিধ উন্নতি নির্ভর করে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার উপর। প্রথমটি দেশের নাগরিকগণের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠন এবং জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন। দ্বিতীয়, সর্বসাধারণের আর্থিক উন্নতি ও স্বচ্ছলতা বিধান এবং তৃতীয়, সুষ্ঠ ও শক্তিশালী শাসন এবং সমাজ ব্যবস্থা।

১। জাতীয় চরিত্র (National Character)

জাতিধর্ম নির্বিশেষে কেহই একথা অস্বীকার করিতে পারিবেননা যে, দেশবাসীর ব্যক্তিগত চরিত্র এবং জাতীয় চরিত্র দেশের একটি মস্তবড় সম্পদ। চরিত্র যদি মহান এবং উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যেমন স্বভাবতঃ দেশের সামাজিক ও জাতীয় মান উন্নত না হয়েই পারেনা, তেমনি রাষ্ট্রে অন্যায়, অবিচার, মিথ্যা, বেইমানী, ঘুষ, দুর্নীতি, নৈতিক অবনতি এবং আরও অনেক সামাজিক গ্লানি মাথা চাড়া দিতে পারেনা। এমন দেশে সুখ সম্পদ শান্তি ও উন্নতি সুনিশ্চিত। সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার বিষয় হল ব্যক্তিগত এবং জাতীয় চরিত্র গঠন। তাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্যই হচ্ছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে এমন শিক্ষা দান করা ও নৈতিক উপদেশ (**Moral instructors**) দেওয়া, যাতেকরে সর্বসাধারণের নৈতিক মান উন্নত হতে উন্নততর হয়। আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলকে এমন বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে যেন তাদের চরিত্র গোড়া থেকেই সুষ্ঠু ভাবে গঠিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটাকে উন্নত করে তুলতে হবে এবং তা করতে হবে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির ভিতর দিয়ে, একেবারে প্রাথমিক (**Primary**) শিক্ষা হতে আরম্ভ করেই। এসমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমি এখানে করতে চাইনা। সে আলোচনা পরে হবে। এইটুকু বলে রাখাই এখন যথেষ্ট যে, চরিত্র গঠন রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ইহা সর্বপ্রধান উপকরণ।

২। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন

চরিত্র গঠনের পরই বরং সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে দেশবাসীর আর্থিক উন্নতি সাধন এবং আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা। রাষ্ট্র যদি প্রথম কর্তব্যটি যথাযথ প্রতিপালন করতে পারে অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে জাতির চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হয়, তাহলে স্বভাবতঃই জাতির অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি সাধন হতে বাধ্য। কারণ জাতীয় চরিত্র উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সমাজ দেহ হ'তে অনেকগুলি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দোষ গ্লানি যথা, চুরি, বেইমানী, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি একেবারে দূরীভূত না হলেও বহুলপরিমাণে লাঘব হয়ে যাবে। দেশ হতে কালবাজারী, চোরাচালানী ঠগ্‌বাজী এবং অপরাধীর দল (**Criminal elements**) কমে গেলে আপ্‌নাআপ্‌নিই সর্বসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতাও আস্‌বে। যে কোন দেশের শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু উন্নতি, মঙ্গল এবং অগ্রগতির জন্য এই দুইটি জিনিষ—চরিত্র গঠন ও অর্থবল অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ।

৩। তৃতীয় উপকরণ সুষ্ঠু ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা

প্রথম দুইটি উপকরণের পরেই অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার। শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী এবং সুষ্ঠু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বসাধারণ এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের মধ্যে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি কল্পে তাদের নিজ নিজ কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে, যেন ইহার ফলে এক দিকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্র পরিচালনা সহজ এবং সুষ্ঠু হয়, অপর দিকে সমাজ-দেহ হতেও বহু সংখ্যক দোষ ত্রুটি দূরিভূত হয়ে যায়। যেজাতি প্রথম দুটী ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে পারবে অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র গঠন এবং আর্থিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে, সেই জাতি সঙ্গতভাবেই এই দাবী করতে পারে যে, দেশকে অতি সুষ্ঠু এবং শক্তিশালী ভিত্তির উপর তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং কার্য্যকরী করার প্রথম ফল হবে যে, রাষ্ট্রের শাসন অতি সহজ এবং সরল হয়ে উঠবে এবং শাসনব্যবস্থার ব্যাঘাত বহু পরিমাণে কমে যাবে।

অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ জাতীয় চরিত্র অবনতির চরম সীমায় এসে পৌছেছে। শিক্ষা এবং শিক্ষা পদ্ধতির মান আজ অতি নিম্নে। সাধারণ সমাজদেহ দুষ্ট ক্ষতে জর্জ্জরিত। ফলে রাষ্ট্র-শাসন ও পরিচালনা অতি জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিত্রিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবনতির ফলে অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই স্বভাবতই রাষ্ট্র পরিচালনা যেমন কষ্টকর ও দুরূহ তেমনি ব্যয়সাপেক্ষও হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেশের বহুল পরিমান অর্থ এই সমস্ত সমস্যা সমাধানে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে এবং দেশের গঠনমূলক ব্যবস্থা-সমূহ পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মান উন্নত হতে বাধ্য।

উপস্থিত সাধারণ আলোচনার পর আমি সরাসরি ইস্‌লামের, অর্থাৎ পবিত্র কোরানের সেই সমস্ত মহান এবং মুল্যবান বিধানসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, যাহা অবলম্বনে রাষ্ট্রে এই তিনটি ব্যবস্থা (১) চরিত্র গঠন, (২) অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং (৩) সুষ্ঠু রাষ্ট্রশাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা অতি সহজ এবং সরল হয়ে দাঁড়ায়। পবিত্র কোরআনের মাত্র একটি আয়তেই (শ্লোক) আমার এই আলোচনার জন্য যথেষ্ট। আমি এখানে সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি এবং ইহারই আলোচনা দ্বারা আমার বক্তব্য আমি শেষ করবো। আমি প্রমাণ করবো যে, পবিত্র কোরআনের ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করে যেকোন রাষ্ট্র সর্ববিধ উন্নতির চরম সীমায় পৌছুতে পারে। স্থায়ী পূর্ণ শান্তি, শৃংখলা এবং উন্নতি কেবল মাত্র এই ঐশী বিধান দ্বারাই সম্ভবপর এবং ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস। আজও যদি সূরত আল-হজ্জের ৪১ আয়তের সেই গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলি দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি অবলম্বন করে, তাহলে তাদের সত্যিকার উন্নতি অবধারিত। আর মুসলমানদের জাতি হিসাবে, এসমস্ত বিধান অবলম্বন করা তাদের ধর্মীয় ফরজ--বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য। আল্লাহ বলছেন "আল্লাজীনা ইন্ মাক্কান্নাহুম ফিল্ আর্‌যে আকামুস্‌সলোতা ওয়া আতাউয্ যাকাতা ও আমারু বিল্ মা'রুফে ও নাহাও আনিল মুন্‌কারে ওয়া ইলাল্লাহে তুর্‌জাউল উমূর"—অর্থাৎ "যাদের আমরা দুনিয়ায় (কোনও স্থানে) প্রতিষ্ঠা করি, তারা সালাত (নমাজ) প্রতিষ্ঠা কর্‌বে ও যাকাত দিবে এবং ভাল কাজের নির্দ্দেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে এবং সব কিছুরই শেষ আঞ্জাম আল্লাহর জন্য"।

এই আয়তে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হুকুম দিচ্ছেন—প্রথমটি হলো নমাজ প্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয় যাকাত দেওয়া এবং তৃতীয় ভাল কাজের হুকুম করা এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখা। আমি এখন এই তিনটি বিধানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, যতদূর পারি সংক্ষেপেই আমি এই আলোচনা সমাপ্ত করতে চেষ্টা করব।

যে কোনও দেশের সত্যিকার উন্নতি সাধনের জন্য যে তিনটি সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের উল্লেখ আমি করেছি, তার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণটি হলো জাতীয় চরিত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে জাতীয়চরিত্রই সেই সুষ্ঠু এবং সুদৃঢ় ভিত্তি, যার উপর জাতীয় প্রাসাদ (**National Edifice**) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় চরিত্র যত শক্তিশালী হবে, জাতীয় প্রাসাদের ভিত্তিও (**foundation**)ও ততই মজবুত হবে এবং স্বভাবতই জাতীয় প্রাসাদটি অনুরূপ ভাবে শক্ত এবং সুদৃঢ় হ'য়ে উঠবে। সেই জন্যই আমি বলছি যে, দেশের, রাষ্ট্রের এবং জাতির সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্র গঠন করা।

জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য যেসমস্ত উপায় এবং উপকরণের প্রয়োজন, তার মধ্যে উন্নতধরণের বাধ্যতা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূলক প্রাথমিক শিক্ষা অন্যতম। প্রাথমিক পর্যায় থেকে ছেলে মেয়েদের এমন সুশিক্ষা এবং নীতিউপদেশ দান করতে হবে যেন শৈশব থেকেই তাদের চরিত্র সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে গঠিত হতে আরম্ভ হয় এবং পর্যায়-ক্রমে শিক্ষার মাধ্যমেই যেন শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের এবং যুবক যুবতির চরিত্র গড়ে উঠে। ফলে দেশের এবং রাষ্ট্রের সর্ববিধ জীবন, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয়জীবন অতি উন্নত এবং মহান না হয়েই পারেনা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর চরিত্র-গঠনমূলক কিছু নাই বল্‌লেই চলে। তারই ফলে আজ দেশে এবং শিক্ষিতদের মধ্যে **Moral bankruptcy** দেখা দিয়েছে।

দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী অনেক দিন থেকেই আছে। মাঝে মাঝে নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানও চালান হয়। কিন্তু বড় একটা ফল দেখা যায়না।

এখন সুশিক্ষা দান করা সম্বন্ধে ইস্‌লামের বিধি-ব্যবস্থা যে কি, তা একটু আলোচনা করে দেখা যাক। এখানে নিরক্ষরতার স্থান নেই, আমাদের প্রিয় নবীর নির্দ্দেশ - طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة .....জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর ফরয—বাধ্যকর। তাই বাধ্যতামূলক শিক্ষা ইস্‌লামের একটি সাধারণ এবং প্রাথমিক **Primary** ব্যবস্থা। এই শিক্ষা যে কেবল ধর্ম্মীয় শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষার স্থান যে সর্বপ্রথম তাহা স্বীকার করতেই হবে। যেহেতু পবিত্র কোরান আল্লার বাণী এবং মুস্‌লিম জীবনের পথ প্রদর্শক হিদায়েত, তাই সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীর পবিত্র কোরানের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষিত না হলে কোরান পড়া বুঝা এবং উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রত্যেককে এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যেন কোরান পড়্‌তে এবং বুঝতে পারে। আবার পবিত্র কোরান একটি সাধারণ ধর্ম গ্রন্থই নয়। ইহা একটি অতি উচ্চ পর্য্যায়ের **Moral and ethical code** আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক নীতি। যাহারা কোরান পাঠ করবেন, বুঝবেন এবং তার হিদায়েত অনুযায়ী নিজ জীবন গঠন করবেন, তাদের চরিত্র অতি নির্মল, অতি মহান এবং অতি উচ্চ না হয়েই পারে না। অতি দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, আমরা মুসলমান হয়েও আল্লাহর পবিত্র বাণীর সঙ্গে আমাদের বেশীর ভাগই অপরিচিত এবং আমাদের প্রিয় নবীর নির্দ্দেশের সঙ্গেও আমাদের অনেকেরই সম্বন্ধ নাই। ফলে মুসলিম জগত যেমন একদিকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অপর দিকে উপযুক্ত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত।

চারিত্রিক নির্মলতাকে ইসলাম অতি উচ্চে স্থান দিয়েছে এবং চরিত্র গঠনের জন্য অতি সুষ্ঠু এবং বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থাও ইসলাম করেছে। প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন..... انك لعلى خلق عظيم

বস্তুতঃ আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, "অতি উচ্চচরিত্রের অধিকারী" এবং সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কে সমস্ত মানুষের জন্য, বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য, আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন "ওগো, দেখ তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) অতি উৎকৃষ্ট নমুনা" এই সমস্ত আলোচনা হতে চরিত্রগঠনের গুরুত্ব যে কত, তা উপলব্ধি করা যায়।

অবশ্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যে চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ না করেন তাহা নহে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম যেমন এই গুরুত্বমূলক জিনিষটিকে ধর্মের বাঁধাবাধির ভিতর এনে একেবারে ফরজ-বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম হয়ত তা করেনাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ বেশীর ভাগ মুসলমানের বিশেষতঃ মুসলিম নেতাদের অবস্থা যে কি, তা চিন্তা করতেও লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়।

সুষ্ঠু এবং নির্ম্মল চরিত্র গঠন করার জন্য সুশিক্ষা গ্রহণ করা ইস্‌লাম ফরজ এবং বাধ্যতামূলক করেই ক্ষান্ত হয় নাই। চরিত্র গঠনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আরও বাধ্যতামূলক কার্যকরী ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। ইস্‌লামের বিধানানুযায়ী মানুষ তার সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিনিধি বা খলীফা এবং মো'মেন মোসলমানদের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ স্বয়ং!

"যারা বিশ্বাসী (ইমানদার) আল্লাহই তাদের অভিভাবক—বন্ধু।"

তাই প্রভু এবং অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ তাঁর নিজ দাস এবং অধীনদের গড়ে তোলার ভার নিজ হস্তেই রেখেছেন। তাদের চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক এবং শারিরীক উন্নতি সাধনের জন্য একটি অতি বিরাট শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন—সেটি হল "সালাত"। প্রত্যেকটি মুসলিম নরনারীকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তার প্রভুর সামনে ন্যূনকল্পে পাঁচবার উপস্থিত হতে হয়। এখানে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, রাজা, প্রজা, বাদশাহ গোলামের কোন ভেদাভেদ নাই। সর্বশক্তিমান দয়ালু প্রভুর সামনে সকলই সমান। সকলেই একই শিক্ষা, একই যাচ্না, একই প্রার্থনা নিয়ে হাজীর। এই শিক্ষাগারে দৈনিক পাঁচ বেলা যে প্রার্থনাটি করা হয় তা একটু ভেবে দেখলে, তার মাহাত্ম উপলব্ধি করা যায়। সেই প্রার্থনাটি এই—"সমস্ত প্রসংশাই তোমার হে প্রভু, সৃষ্টি ও লালন পালন কর্তা, হে দয়ার সাগর ক্ষমাশীল প্রভু, শেষ বিচারের দিনের আহকামুল হাকেমীন—একমাত্র তোমারই আরাধনা আমরা করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য যাচ্না করি—আমাদের সরল সুপথগামী কর—সেই পথে যে পথে কেবল তোমার করুণাপ্রাপ্ত মহা মনীষীগণ চলেছেন এবং সে পথে নয় যে পথে তোমার অভিশপ্তগণ এবং পথভ্রষ্টগণ চলেছে"।

এই অতুলনীয় প্রার্থনাটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে প্রতিয়মাণ হবে যে, ইহা কেবল একটি অর্থহীন নিছক আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাই নয়, মানুষের চরিত্র গঠনে, তাকে সত্যিকার মানুষ করে তুলতে এবং মানব জীবনের আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে ইহার গুরুত্ব বর্ণনাতীত। আমি এ বিষয় এখানে দীর্ঘ আলোচনায় লিপ্ত হওয়া সমিচীন মনে করিনা। কেবল এই প্রার্থনা 'সালাত' বা নামাজ সম্বন্ধে দুটি কথা বলেই শেষ করব। দৈনিক পাঁচবার নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ-অবধারিত এবং যথাসাধ্য ফরজ নামাজ জমায়াতের সঙ্গে পড়তে হবে। পাঁচবার প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে তারই শিখান প্রার্থনা অনুযায়ী নামাজ সম্পন্ন করতে হবে। সেই প্রার্থনায় তার মাহাত্ম প্রশংসা কীর্তন করে একমাত্র তাঁরই উপাসনার অঙ্গিকার এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্য যাচ্না করতে হবে। পরিশেষে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি আমাদের সুপথগামী করেন, এমন সুষ্ঠু সরল পথে চালান যে পথে কেবল মাত্র মহামনীষীগণ চলেছেন এবং তার বিপরীত পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। কায়মনোবাক্যে এই অতুলনীয় প্রার্থনাটি বার বার করতে হবে এবং অনুরূপ জীবন ধারণের জন্য প্রয়াসী হতে হবে। যেখানে আন্তরিকতা নাই এমন মৌখিক প্রার্থনার স্থান ইসলামে নাই। এ-দিকটা হলো নামাজের আধ্যাত্মিক বা উপাসনার দিক (*Devotional aspect*)। মানুষের তার সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ।

নামাজের অপর দিকটা হলো তার সামাজিক দিক **Social aspect.** আমরা দেখেছি নমাজের যে অংশটুকু ফরজ সেটুকু জমায়াতের সঙ্গে (**in congragation**) পড়তে হয়। মহাল্লায় গ্রামের বা শহরের মসজিদে অন্ততঃপক্ষে সেই ফরজটুকু পড়তে হবে। বিশেষতঃ সপ্তাহে একটি দিন শুক্রবারে জুময়ার নামাজও মসজিদে পড়তে হবে। এই জামায়াতে মুনিব-চাকর আমীর-গরীব, বাদশাহ গোলাম বড় ছোট সকলেই একই সঙ্গে অদ্বিতীয় প্রভুর সামনে সমপর্যায়ে দণ্ডায়মান হবে।

এখানে অহঙ্কারের স্থান নাই। একতার, শৃংখলার, সাম্যের, নেতানুগত্যের এখানে চরম শিক্ষা। কেবল তাহাই নয়, এই সমস্ত মিলনের ভিতর ধর্মীয়, সামাজিক এবং জাতীয় বিষয় এবং সমস্যাসমূহের সমাধানের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। এই সংগম স্থানে অবস্থাশালী মুসলমানগণ তাদের গরীব মুসলিম ভাইদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেগুলো উপশমের ব্যবস্থা করেন। পবিত্র কোরআনের একটি নির্দেশ···· "নমাজ সকল প্রকার অন্যায় এবং হেয় কর্ম্ম হতে রক্ষা করে।" কাজেই আমরা যদি সত্যিকার নমাজ পড়ি তাহলে আমাদের দ্বারা কোন প্রকার অন্যায় ও লজ্জাকর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার্য সাধিত হতে পারেনা। এসমস্তই হলো নমাজের সামাজিক দিক (**Social aspect**) যদি মুসলিম-সমাজ এই মহান অনুষ্ঠানটি সত্যিকার ভাবে পালন করে, যদি নিয়মিত ভাবে দৈনিক পাঁচবার প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনাটি করে এবং নিজ নিজ আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দিকটা সেই নিয়মানুযায়ী উন্নত করে যায়, তবে মুসলিম চরিত্র অতি উচ্চ এবং অতুলনীয় না হয়েই পারেনা।

আল্লাহ তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধিগণকে গড়ে তোলার জন্য এবং নিজ সামনে তাদের শিক্ষা (**training**) দিবার জন্য এই নমাজের ব্যবস্থা করেছেন এবং এই ব্যবস্থাটি অন্ততঃ পক্ষে দৈনিক পাঁচবার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। ইহা যথাযথ ভাবে পালন করলে যে অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় তা বলার দরকার করেনা। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেকালের মুসলিমগণ চরিত্র বলে, মনোবলে, দৈহিকবলে বলীয়ান হয়ে দিগ্বিজয়ী হতে পেরেছিলেন। নমাজের গুরুত্ব সৌন্দর্য্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে আমি আর অধিক আলোচনা এখানে করতে চাইনা। এইটুকু বলেই শেষ করছি যে, সত্যিকার নমাজ অতি মহান ও উন্নত ধরণের চরিত্র গঠন করতে বাধ্য করে থাকে। নমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরানে বহুবার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা মুসলমান বলে দাবী করি অথচ আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ মুসলমানই প্রকাশ্যে এই হুকুম অমান্য করে যাচ্ছি। কেবল তাই নয়, আমাদের অনেকেই এই মূল্যবান প্রতিষ্ঠানটিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করে থাকে এবং আল্লাহর অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের বিরোধিতা করতে দ্বিধা বোধ করেনা। আমাদের এমন আচরণ এবং ধৃষ্টতার বিষয় চিন্তা করতেও শরীর শিহরে উঠে।

নমাজের এই ব্যবস্থাটি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করতে হলে এবং নমাজ হতে যে সমস্ত সুফল পাওয়া যায় সে সমস্ত পেতে হলে নমাজে কি পড়া হয় এবং বলা হয় তার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং পত্যেকটি মুসলমানের শিক্ষিত হওয়া প্রাথমিক প্রয়োজন (**Prerequisite condition**)।

(১) উপরিউক্ত আলোচনার ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকটী মুসলমান নরনারীকে ন্যূনকল্পে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং ঘনিষ্টভাবে গ্রহণ করতে হবে।

(ক) পবিত্র কোরান পাঠ করা এবং অর্থ বুঝা।

(খ) প্রিয় নবীর জীবনী পড়া ও অনুসন্ধান করা।

(গ) সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করা।

(নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য পবিত্র কোরানের শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়)।

(২) প্রত্যেকটী মুসলমানের বাধ্যতামূলক ভাবে নমাজ পড়া ও তার সুফলসমূহ প্রাপ্ত হওয়া এবং অপকর্ম্ম হতে বেঁচে থাকা।

(৩) ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য মুসলনানকে ইসলামের বাধ্যতামূলক কার্য্যকরী **Practical** বিধানগুলি সুসম্পন্ন করতে বাধ্য করা। সুখের বিষয় আমাদের শাসনতন্ত্রে মুসলিম জীবন ইসলামের আদর্শে গড়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। (এখন কার্য্যকরী করাই হচ্ছে প্রশ্ন)

এ সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিপালন করলে, জাতীয় চরিত্র অতি উন্নত হতে বাধ্য। কোন কোন সময় আমাদের নেতাদের বলতে শুনা যায়, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন **Personal life** এবং পারিবারিক জীবন **Private life** এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইসলাম ইহা স্বীকার করেনা। মুসলমানের যাবতীয় কার্য্যকলাপ তাদের সব কিছুই ইসলাম **regulate** এবং **Control** করতে—নিয়ন্ত্রিত করতে এসেছে। মুসলমানের *private & public life*ও ইসলাম গঠন করে। জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যবস্থা ইসলাম দান করে। মুসলমান হয়ে ইসলামের বিধানের বাইরে যাবার ক্ষমতা কোন মুসলমানেরই নাই।

দেশের সুষ্ঠু এবং শান্তিময় উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যবস্থাটির প্রয়োজন অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র—তার আলোচনা আমি এখানেই শেষ করলাম। এখন দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির আলোচনা আরম্ভ করছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সিপাহী-জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

১৮৫৭—১৯০৬

অধ্যাপক আশ্‌রাফ ফারুকী

পাক-হিন্দ ভূভাগের মুসলিম জাতির আজাদী আন্দোলন কোনকালেই একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছিলোনা। শুরু থেকেই মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শাসনমুক্ত ইসলামী শরিয়াতের (আইন) বিধান অনুযায়ী পরিচালিত একটা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে মুসলিম জাতির আযাদী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ দল কখনো সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা, কখনো বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা আযাদী হাসেল করতে চেয়েছেন। এই আযাদী আন্দোলন তাদের নিকট ছিলো ইসলামী জীবনধারাকে প্রতিষ্ঠিত করবার সামগ্রিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই মুসলিম মুজাহিদদের কেউ কেউ অধ্যয়ন ও ইজতিহাদকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ আল্‌কোরানের ভাষ্যরচনা ও প্রচার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, কেউ বা আল্‌হাদীছের অধ্যাপনায় জান কোরবান করে দিয়েছিলেন। এক-কথায় বলা যায়, পাক-হিন্দ ভূভাগের মুসলিম জাতির আজাদী আন্দোলন তখন প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এই প্রস্তুতি পর্বের অগ্রনায়ক ছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী। এই পর্বেরই একটা স্তরে মুসলিম আযাদী আন্দোলন সশস্ত্র জিহাদে রূপান্তরিত হয়। হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এবং হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ ছিলেন এই সশস্ত্র জিহাদের কর্ণধার; শিখ, বৃটিশ ও হিন্দু অর্থাৎ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধী এই ত্রয়ীশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিম জিহাদ আন্দোলন কিছু দিনের জন্যে ব্যাহত হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম জিহাদীশক্তি কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। কেননা জিহাদ অর্থাৎ ইস্‌লাম বিরোধী পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুসলিম জাতির প্রতিদিনের কার্যধারার মধ্যদিয়ে অব্যাহত থাকে।

জিহাদ আন্দোলন তথা মুহাম্মদী আন্দোলন

আদর্শের দিক থেকে পাক-হিন্দ ভূভাগের প্রথম জিহাদ আন্দোলনটিকে বলা হয়েছে 'তরীকা-ই মুহাম্মদী' আন্দোলন। কেননা আন্দোলনকারীগণ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) তরীকা (পথ) তথা বাণী ও আচরণের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনের বৈশিষ্টের দিক থেকে এই আন্দোলনকে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের আন্দোলন বা 'আহ্‌ল-ই-হাদীছ' আন্দোলন বলা চলে। এই আন্দোলনের একটা সামগ্রিক কর্ম্মসূচী ছিলো। এই কর্মসূচীটি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :—

(ক) আল্‌কোরান ও হাদীছের ভিত্তিতে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ গড়েতোলা।

(খ) ইস্‌লামী চিন্তাস্বাধীনতাকে (ইজ্‌তিহাদ) সর্বযুগের জন্যে উন্মুক্ত রাখা।

(গ) ইস্‌লামের শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব-মুস্‌লিমের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এই জন্যেই এ-আন্দোলন গণ-ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পেরেছিলো।

(ঘ) ইস্‌লামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সামগ্রিক জিহাদ পরিচালনা করা এবং খিলাফতে-রাশিদার আদর্শে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করা। (এজন্যেই এই আন্দোলনকারীরা বৃটিশ, শিখ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।)

(ঙ) মুস্‌লিম জাতির অন্তর্ভুক্ত মযহাবী (দলীয়) অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করা এবং কোরআন ও হাদীছের আলোকে ইজতিহাদের মারফৎ ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান করা।

(চ) ইসলামি তমদ্দুনের সংরক্ষণ ও অর্থনীতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করণ।

(ছ) 'শিরক' (বহুত্ববাদ) ও বিদ্‌আতের তথ্য সামাজিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুসংস্কার ও গতানুগতিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করা।

এই সামগ্রিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে জিহাদ আন্দোলন একটি দিকমাত্র। সাধারণ ভাবে সেদিকটা সম্পর্কেই আমরা কিছুটা ওয়াকিফহাল। আমাদের নিকট এই দিকটি বৃটিশ কথিত 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত। কিন্তু আজ পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার তাকিদে এই আন্দোলনের পূর্ণাংগ ভূমিকা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ সামান্য। তবু আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে এই আন্দোলনের সামরিক প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলো, পরবর্তী সমস্ত আযাদী আন্দোলনেই তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩১ সালের বালাকোটের প্রথম মুসলিম সশস্ত্র অভ্যুত্থানই যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী জিহাদের অগ্রদূত, ইতিহাসের সন্ধানী পাঠকের নিকট তা অবিদিত নয়।

জিহাদ আন্দোলন বনাম সিপাহী জিহাদ

সিপাহী জিহাদ যে দাবদাহের সৃষ্টি করে, তার উত্তাপ পূর্ববর্তী জিহাদ আন্দোলনের তুলনায় প্রচণ্ড মনে হলেও প্রকৃতবিচারে সিপাহী জিহাদ পূর্বোক্ত মুসলিম জিহাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সাফল্য অর্জন করেছে। কেননা প্রথমোক্ত জিহাদটি পরিচালিত হয়েছিলো 'খিলাফতে রাশিদার' আদর্শে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে। জিহাদ পরিচালনাকারী নেতৃত্ব যদি আদর্শস্থির এবং অবিচল না হতেন, তাহলে হয়তো পাক হিন্দ ভূভাগের পশ্চিম প্রান্তে বৃটিশ প্রভাবাধীন একটি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র আমরা আজ পর্যন্ত বিরাজমান দেখ্‌তে পেতাম। কিন্তু জিহাদকারীরা চেয়েছিলেন পূর্ণাংগ আযাদ খিলাফত। তাই তাঁরা আপাততঃ ব্যর্থ হলেও আদর্শনিষ্ঠার যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, তা পরবর্তী কালের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সেনানীদের প্রেরণা স্বরূপ হতে পেরেছে। কিন্তু সিপাহী জিহাদ সুস্পষ্ট আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়নি। পূর্ববর্তী জিহাদ আন্দোলনের ব্যর্থতায় সমগ্র দেশব্যাপী যেসব মুজাহিদ অসহিষ্ণু এবং ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের এক বৃহত্তর অংশ এই সিপাহী জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়ে শামিল হয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে ছিলো সিপাহী সংগ্রামের মারফত পাক-হিন্দ ভূভাগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সিপাহী জিহাদের নেতৃত্বের এক অংশ ভেংগেপড়া পুরানো মোগল 'সাম্রাজ্যের' পুনরুত্থানের স্বপ্ন দেখ্‌তেন। এই অংশই দিল্লীর নামমাত্র গদীনশীন বাহাদুর শাহকে পাক হিন্দের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। সিপাহী জিহাদ সফল হলে এই দু ধরণের মনোভংগীর মধ্যে হয়তো একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হতো। কেননা পূর্ববর্তী ইসলামী আন্দোলন দেশের জনগণের মধ্যে ইসলামী চেতনা অনেকাংশে জাগ্রত করতে পেরেছিলো।

এই চেতনা মোগল রাজতন্ত্রের ধ্বংসের ভিত্তিতে ইস্‌লামী সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিলো। কিন্তু সিপাহী জিহাদে আরো কতিপয় ধরণের মুক্তি সেনানীর সমাবেশ ঘটেছিলো। এদের মধ্যে বিশেষভাবে মারাঠা-শক্তির কথা বলা যেতে পারে। এই শক্তির লক্ষ্য ছিলো মুস্‌লিম শক্তির সহযোগিতায় বৃটিশ বিতাড়ন করে দেশে 'শিবাজী মতবাদের' ভিত্তিতে বৃহত্তর মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা। সিপাহী জিহাদে বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৃটিশ বিতাড়ন নীতিরন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে এক আশ্চর্য মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছিলো। এই "আশ্চর্য মিলনই" প্রকৃতপ্রস্তাবে সিপাহীজিহাদের ব্যর্থতার মূল কারণ। কারণ এতে করেই আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারেনি। আদর্শগত দৃষ্টিভংগি এবং নেতৃত্বের ঐক্যের দিক থেকে নিঃসন্দেহে সিপাহী জিহাদের পূর্ববর্তী মুস্‌লিম সশস্ত্র অভ্যুত্থান অধিকতর সার্থকতা হাসেল করে।

সিপাহী জিহাদের সার্থকতা

কিন্তু তাহলে সিপাহী জিহাদ একেবারে ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা চলেনা। আযাদী-পাগল মুসলিম গণের যে অভিব্যক্তি সিপাহী জিহাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা শুধুমাত্র মুসলিম সিপাহীদের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার দুর্বার আকাংখায় তারা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। পরাধীনতার গ্লানি মুসলিম জীবন ও মানসিকতাকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো, হিন্দু সমাজকে ততখানি আলোড়িত করতে পারেনি। কারণ হিন্দু সমাজ বৃটিশ আবির্ভাবকে আশির্ব্বাদ স্বরূপ ধরে নিয়েছিলো। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাঞ্জাবের শিখরাও সিপাহী সংগ্রামে যোগদান করেনি। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের স্বাধীন শিখরাজ্য ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করলেন। মাত্র আট বৎসরের মধ্যেই যে শিখ জাতির মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা বিদূরিত হয়ে গিয়েছিলো, তা বিশ্বাস করা মুস্কিল। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা সিপাহী সংগ্রামের পূর্ববর্তী মোজাহিদ আন্দোলনের মধ্যেই এর কারণ নিহিত পাই। শিখদের নিকট বৃটিশ কথিত ওয়াহাবীরাই বৃটিশ অপেক্ষা অধিকতর বড় শত্রু ছিলো। আর সিপাহী বিপ্লবেও সেই পূর্বতন জিহাদপন্থীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এজন্যেই শিখরা সিপাহী সংগ্রামে শামিল হয়নি। যাহোক সিপাহী বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে, জাতি হিসেবে সিপাহী জিহাদ মুসলমানরাই পরিচালনা করেন এবং জিহাদের অবসানে সামগ্রিক ভাবে মুসলমানরাই এর ফল ভোগ করেন। কিন্তু জিহাদ বৃথা যায়নি। মুসলিম জাতি হিন্দু এবং শিখদের পশ্চাত-অপসারণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে। হিন্দু সমাজ যেখানে রাজশক্তির পরিবর্ত্তনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিলো, মুসলমানরা তা না পারলেও পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করে আযাদীর জন্যে নতুন অধ্যায় রচনা করবার কাজে তাঁরাও এগিয়ে এলেন। সুতরাং জিহাদোত্তর কালকে মুসলিম রেনেসাঁর যুগ বলা যেতে পারে। নতুন উদ্যোগ, নতুন আয়োজন, শিক্ষার পুনর্গঠন, ইস্‌লামী ইতিহাসের অনুশীলন, চিন্তাধারার পুনর্বিন্যাস, মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধ এবং মুসলিম জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি—এসবই হচ্ছে সিপাহী জিহাদোত্তর কালের মুসলিম রেনেসাঁর অবদান। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমি সে বিষয়েই আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

হিন্দু-পুনরুত্থান আন্দোলন

মুস্‌লিম রেনেসাঁ আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দু-সমাজের মধ্যে ধর্মীয় পুনরুত্থান আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। মুস্‌লিম সমাজের পূর্বোক্ত মুহম্মদী আন্দোলন ও পরবর্তী রেনেসাঁ আন্দোলন যেমন মুস্‌লিম জাতিত্ববোধের অগ্রদূত, তেমনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন হিন্দু জাতিত্ববোধের অগ্রদূত। মুসলিম সমাজের জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাই আমাদেরকে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বৃটিশ শাসনের আওতায় ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু সমাজের এক অংশে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ধরণে হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্গঠনের আকাংখা ফুটে উঠে। এ সময়ে বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রাপ্ত খৃস্টান মিশনারীদের দ্বারা বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছিলেন। এর রোধকল্পে রামমোহন রায় বাংলা দেশে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে "ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। কেশবচন্দ্র সেন 'ব্রাহ্ম সমাজ'কে "খৃষ্টবিহীন খৃষ্টান সমাজে" রূপান্তরিত করেন।

কিন্তু গোঁড়া সনাতনী হিন্দু সমাজ নীরবে বসে ছিলেননা। তাঁরা তাঁদের "সমাজ ও ধর্ম" রক্ষা করবার জন্যে ১৮৩৮ সালে কালীপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে "ধর্মসভা" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই প্রতিষ্ঠান হিন্দু সমাজকে সংস্কার আন্দোলনের নামে হিন্দু ধর্মকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে থাকেন। গোঁড়া হিন্দু পুনরুত্থানের এই ধারারই ব্যাপক পরিচয় পাই সিপাহী জিহাদোত্তরকালে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত "আর্য সমাজ"এর মধ্যে। আর্য-সমাজের শ্লোগান ছিলো 'বেদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর'। এই সমাজ খৃষ্টধর্মের বিরোধী হলেও ইস্‌লামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করাই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে এই "আর্য-সমাজ" ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

স্বামী দয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বাংলার ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর প্রধান শিষ্য বিবেকান্দ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করবার জন্যে আহ্বান জানান। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন। বহির্জগতে হিন্দু ধর্মের মর্যাদা বর্ধনার্থে তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'চিকাগোতে' "বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে" যোগদান করেন। হিন্দু সমাজকে বলিষ্ঠ জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি তাদেরকে উপনিষদের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে ধর্ম বিষয়ে হয়তো উদার ছিলেন, তাঁর ধারণা ছিলো--

For our own motherland a junction of the two great system, Hindoism and Islam Vedanta brain and Islam body—is the only hope.

বিবেকানন্দের পত্রাবলী থেকে পণ্ডিত নেহরুর **'The Discovery of India'** গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পত্রের অংশ বিশেষে আমরা বিবেকানন্দের উল্লিখিত আশাবাদের পরিচয় পাই। তিনি আরো বলেন—

I see in my minds eye the future perfect India rising out of this code and strife, glorious and invincible 'with vedanta Brain and Islam body.

ইসলাম সম্পর্কে সামান্য ধারণাও যার রয়েছে তিনি বিবেকানন্দের উদ্ধৃত উক্তির সংগে একমত হতে পারেন-না। কিন্তু তা পারুন আর নাই পারুন বিবেকানন্দ যে-ভাবে ইসলামকে হিন্দুত্ববাদের আওতায় টেনে নিতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় পরবর্তী রাজনীতিতে তার প্রভাব অত্যন্ত প্রবলভাবে অনুভূত হয়। হিন্দু কংগ্রেস তথা মহাত্মাগান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে হিন্দু জাতির মধ্যে নিমজ্জিত করে দেওয়ার যে মতলব চালিয়েছিলেন, তার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি কি, আমরা বিবেকানন্দ ও অন্যান্য হিন্দু সংস্কার-আন্দোলন গুলোর মধ্যেই পাচ্ছি। অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনসমূহের মধ্যে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোম্বের প্রার্থনা সমাজ, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের ব্রহ্মজ্ঞান সমিতি (**Theosophical Society**) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত আন্দোলনই ভারতীয় হিন্দু রাজনীতির জন্মদাতা। মিসেস বেসান্ত যথার্থই বলেছেন—

In truth, any movement to be strong in India must rest on a religious basis and so interwoven with religion in the very fibre of Indian heart that it only throbs with full response when the religious note has been struck when calls out its sympathetic vibration. এই সংগে এস, আর, শর্মা লিখিত 'The making of modern India'র একটা উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। তিনি বলেন—It is common knowbdge that the establishment of important political powers like those of the Marathas and the Sikhs were preceded by great religious movements. Hence it is not to be wondered that the birth of modern 'swaraj movement' too was preceded by a vigorous religious revival. P—571

এখানে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে সিপাহী-জিহাদের পরবর্তী হিন্দু রাজনীতিকে এই হিন্দু সংস্কার-আন্দোলন যতই প্রভাবান্বিত করতে থাকে, মুসলিম-সমাজ ততই ইসলামী তমদ্দুনের প্রতি অধিকতর সচেতন হতে থাকে। উপরন্তু সিপাহী জিহাদ পূর্ববর্তী যে ইসলামী আন্দোলনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার প্রভাবও মুসলিম সমাজে ততই কার্যকরী হতে থাকে। তদুপরি খৃষ্টান মিশনারীদের মুকাবিলায় মুসলমান সমাজেও ধর্মীয় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এতে করে হিন্দু সমাজ হিন্দুত্ববাদের ভিত্তিতে এবং মুসলিম সমাজ ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতি সচেতনতার ভিত্তিতে সংগঠিত হতে থাকে। পাক-ভারতের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিলো।

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمـد الله العظيم و نصلى و نسلم على رسولـه الكريم

* سبحانك لا علم لـنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র
এবং
বয়েতুলমালের জমা ও বণ্টনব্যবস্থা

১। পীর ধরা ফরয, ওয়াজিব, না সুন্নত? পীর নাধরিলে ও তাঁহার হস্তে বয়াত না করিলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাইবে কিনা?

২। যাকাত, ফিৎরা ও উশর প্রভৃতি আদায় করার প্রকৃত অধিকারী কে? বর্তমান অবস্থায় গ্রামে-গ্রামে গ্রামিক ছরদারগণ একত্র হইয়া বয়েতুলমাল জমা করিয়া শরীয়ত অনুসারে উহা বিতরণ করিলে তাহা দুরস্ত হইবে কিনা?

জিজ্ঞাসাকারী – হাজী কমরআলী, হাজী আশরফআলী, হাসানআলী, হাজী আবদুল্লতীফ প্রধান, আশরফআলী মুন্‌শী, আবুতাহের মুন্‌শী, নূরুলহক, আছরুদ্দীন, মোহাম্মদ সিরাজুলইস্‌লাম, মোহাম্মদ চাঁনমিয়া—সর্বসাকিন নুয়ালাপুর, মিন্নাতআলী মিয়া, দীদারআলী প্রধান—সাং বলভদ্রদী, মোহাম্মদ রঈছুদ্দীন—সাং পাঁচগাঁও, পোঃ এম, পাঁচগাঁও, জিলা ঢাকা।

الجواب، والله سبحانـه و تعالى هو الموفق للصواب

الحمد لله رب العالمين، و الصلوٰة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه نجوم المهتدين، و العاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين ـ

"পীর" শব্দটি যেমন আরাবী শব্দ নয়, তেমনি উহা কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষারও অন্তরভুক্ত নয়। পীর ফার্সীভাষার একটি শব্দ। পারস্যের অগ্নিপুজকদের পুরোহিতদের—"পীরে মুগাঁ" বলা হইত। পানশালার মদ বিক্রেতাকেও "পীরে মুগাঁ"বলা হয়। তাসাউওফবাদীরা আধ্যাত্মিক প্রেমকে রূপক ভাবে মদরূপে অভিহিত করিয়া উক্ত প্রেমরস পরিবেশনকারীকে পীর বা "শুঁড়ীমশাই" নামে অভিহিত করিয়াছে।

بـمئے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید ـ
کہ سالک بے خبـر نبود زراہ و رسم منزلها ـ

অর্থাৎ "শুঁড়িমশাই যদি বলেন, তাহ'লে তুমি তোমার জায়েনামাজকে শরাব দ্বারা রঞ্জিত করিয়া ফেল, কারণ গুরুদেব পথের সন্ধান ভালভাবেই অবগত আছেন"। এই কবিতায় শুঁড়িকে "পীরেমুগাঁ" বলা হইয়াছে। আভিধানিকভাবে বৃদ্ধকে পীর বলা হয়, স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই। ব্যবহারিকভাবে গুরু বা পুরোহিত পীর বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। আরাবী ভাষায় উসতায ও নেতাকে শাইখ বলা হয়। আরাবী ভাষায় লিখিত তাসাউওফ শাস্ত্রের বহি পুস্তকে গুরু ও দীক্ষাদাতা শাইখ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাই আরাবী তাসাউওফের "শাইখ"কে পারস্যের অগ্নিপুজকদের "পীরে"র সমঅর্থবোধক বলা যাইতে পারে। পীর, পুরোহিত বা খৃষ্টানদের ইংরাজি *Priest* বলিতে যা বুঝায়, কোরআন ও সুন্নাহতে মুসলমানদের অনুসরণীয় এরূপ কোন প্রতিশব্দ খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর নয়। সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে পুরোহিতের সমঅর্থবোধক কোন পদবীর অস্তিত্ব ছিলনা।

www.ahlehadeethbd.org

পুরোহিতের তাৎপর্য—পুরো অর্থাৎ অগ্রে, ধা—অর্থাৎ ধারণ করা, যিনি অগ্রে স্থাপিত হ'ন—যজনকর্তা, হিন্দুশাস্ত্রে যাগযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণের। সাধারণ লোকের এ অধিকার নাই, তাই তাহাদের মধ্যে পুরোহিত বা যাজকদের একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা মানুষের ও সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে মাধ্যম বা ওসীলা (وسيلة) রূপে স্বীকৃত হয়। জনসাধারণ নিজেরা সরাসরিভাবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য-লাভ করার যোগ্য নয়, পূজাপার্বনের জন্য, পাপতাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাহারা পুরোহিত রূপী মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। যার পুরোহিত নাই, তার পাপমুক্তির সম্ভাবনা তাহারা কল্পনা করিতে পারেনা। পুরোহিততন্ত্রের উন্নত সংস্করণ গুরুবাদ নামে আখ্যাত গুরুর অর্থ হইতেছে দীক্ষাদাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা, যিনি সিদ্ধিদান করেন, যিনি সিদ্ধিপ্রদানের জন্য সাধকদের পাপরাশি নাশ করিয়া স্বয়ং "শম্ভু" রূপে পরমাত্মাকে দর্শন করান। পীরদের দাবীও প্রায় এইরূপ, তাঁহারাও রব্ব ও আব্দের অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে ওসীলা রূপে মুরীদ ও মুরীদনীদিগকে বয়আত বা দীক্ষাদান করেন, তাঁহারা মুরীদদের পাপ-মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ বানান, কেহকেহ আল্লাহর সহিত দর্শনও ঘটাইয়া দেন আর পারলৌকিক মুক্তির কাণ্ডারী তো প্রত্যেক পীর বটেনই!

এক্ষণে পীরগীরির এ-সকল দাবী আমরা কোরআন ও সুন্নাহর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিব:

ইসলামে বান্দার পাপরাশি নাশকরার জন্য কোন শম্ভু নাই। কোন মানুষ, জিন, ফেরেশ্‌তা, ওলী ও দরবেশের জন্য মানুষকে পাপমুক্ত করার ক্ষমতা স্বীকৃত হয়নাই। কোরআনের নির্দেশমত যাহারা মুমিন মুসলিম, তাহারা লজ্জাকর বা তাহাদের আত্মার প্রতি অত্যাচারমূলক কোন কাজ করিয়া বসিলে তাহারা কেবল আল্লাহকেই আহ্বান করিয়া থাকে আর তাঁহার কাছেই ক্ষমাভিক্ষা চায় আর আল্লাহ ব্যতীত মানুষের পাপ-মোচণ করার আর কেই বা আছে? সূরত-আলে-ইম্‌রাণ, ১৩৫ আয়ত। পাপমুক্তির জন্য যে স্থলে অপরাধী-দিগকে হযরত রসূলেকরীম মোহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) নিকট গমন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেস্থানেও সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যখন পাপে লিপ্ত হইয়া নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করে, তখন যদি তাহারা হে রসূল (দঃ) আপনার নিকট আগমন পূর্বক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর রসূলও যদি তাহাদের জন্য ক্ষমাচান, তাহাহইলে অবশ্যই তাহারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণা-নিধান প্রাপ্ত হইবে—আন্‌নিসা ৬৪ আয়ত। এস্থলে অনুধ্যানযোগ্য বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) সন্দর্শন মানবজীবনের মহাসৌভাগ্যের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও অপরাধ ক্ষমার অধিকার মূলতঃ শুধু আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত রাখা হইয়াছে। ঈমানের অবস্থায় রসূলুল্লাহ [দঃ]কে ক্ষণিকের জন্যও দর্শন করার যে সৌভাগ্য সাহাবাগণ লাভ করিয়াছেন, কিয়ামত পর্যন্ত সে সৌ-ভাগ্যের অধিকারী হওয়া অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইরূপ রসূলুল্লাহ [দঃ]কে আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হইয়াছে, যাহা লাভ করার দুরাশা কোন মানুষের পক্ষে বামন হইয়া চন্দ্রকে ধৃত করার দুরাশার মতই। আল্লাহ তদীয় রসূলকে [দঃ] আদেশ দিয়াছেন, আপনি মুসলমানদের ধন হইতে সদ্‌কা গ্রহণপূর্বক তাহাদিগকে প্রকাশ্যে পবিত্র আর অন্তরে বিশুদ্ধ করিয়া তুলুন আর তাহাদের জন্য দোআ করুন, বস্তুতঃ আপনার দোআ মুসলিমগণের জন্য শান্তিদায়ক—আত্‌তওবা, ১০৩ আয়ত। এস্থলে মুস্‌লিম সমাজের ধন হইতে সদ্‌কা আদায় করিয়া তাহাদিগকে অন্তরে বাহিরে

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؟

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ؟

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশুদ্ধ করিয়া তোলা আর দোআর সাহায্যে তাহাদিগকে শাস্তিদান করার অধিকার শুধু রসূলুল্লাহর [দঃ] জন্য নির্ধারিত। আজ কেহ মুসলমানদের ধন গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া দিবে, কিংবা কাহারো দোআ মুসলমানদের জন্য অবশ্যই শাস্তির কারণ হইবে, এরূপ দাবী অগ্রাহ্য ও বাতিল।

আল্লাহর কাছে তাঁহার রসূলের আসন সর্বাপেক্ষা অধিক সমুন্নত হইলেও পাপমার্জনার মত হিদয়াতের অধিকারও আল্লাহ তাঁহার রসূল (দঃ) কে প্রদান করেন-নাই। হিদায়তের সন্ধান বাত্‌লাইবার দায়িত্ব রসূলুল্লাহ (দঃ) কে সমর্পণ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত হিদায়ত দান করার অধিকার শুধু আল্লাহর পবিত্র হস্তেই রহিয়াছে। আল্লাহ তদীয় নবী (দঃ) কে বলিয়াছেন, দেখুন, আপনার প্রিয়জন যে, আপনার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলেও আপনি তাহাকে হিদায়ত দান করিতে পারিবেননা, প্রত্যুত আল্লাহই যাঁহাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করিয়া থাকেন—আল-কসস, ৫৬ আয়ত।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

মোটকথা, পাপমোচন আর হিদায়ত দান করার দাবী পীরদের একেবারেই অমূলক ও মিথ্যা। কোন কোন পীর মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করিবেন বলিয়াও মুরীদদের আশ্বস্ত করিয়া থাকেন। কোরআন তাহাদের এ দাবীর অলীকতাও কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে। কোরআনে কথিত হইয়াছে—কাফেরদের দল মুমিনদের বলিয়া থাকে—দেখ, আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করিব, অথচ তাহারা কিছুতেই তাহাদের পাপের সামান্যমাত্র বোঝাও বহন করিবার পাত্র নয়। তাহারা মিথ্যাবাদী—আল্‌আন্‌কাবুৎ, ১২

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আয়ত। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস,—ফুফু সফীয়্যা, দুহিতা ফাতেমা রাযিয়াল্লাহো আনহুম ও আবদুল্ মুত্তালিব গোষ্ঠির সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, তোমরা তোমাদিগকে আল্লাহর নিকট হইতে কিনিয়া লও, কারণ তোমাদিগকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন কাজে লাগিবনা। দেখ রসূলুল্লাহর বেটি ফাতিমা, তুমি আমার ধন হইতে যত ইচ্ছা চাহিয়া লও, আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোন কাজেই লাগিবনা—মুস্‌লিম।

اشتروا انفسكم من الله فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا ! يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني من مالى ماشئت، لا اغنى عنك من الله شيئا ـ

সুবহানাল্লাহ! যিনি সৃষ্টির সেরা, নবী ও রসূলগণের অধিনায়ক, আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তিনি স্বীয় প্রাণাধিকা কন্যার দোষ ত্রুটির দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন আর এই পীর নামধারী এক শ্রেণীর জীবরা তাহাদের মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করিবে বলিয়া স্পর্ধা দেখাইতেছে!

আর আল্লাহ ও তদীয় বান্দাদের মাঝখানে মধ্যস্থ সাজিবার দাবীও পীরদের একবারে ভীত্তিহীন। এসম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাহর প্রমাণ এত প্রচুর যে, সেগুলি উদ্ধৃত করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ কাফের ও মুশ্‌রিকরা তাহাদের ঠাকুর-দেবতা ও ওলী-দরবেশদিগকে এইরূপ মধ্যস্থ স্বীকার করার দরুণেই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কল্পিত উপাস্যদের একজনকেও তাহারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আসন দান করেনাই। ইহাদের সম্বন্ধে কোরআনে বলা হইয়াছে—দেখ, তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদের উপাসনায় রত রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের লাভ বা ক্ষতি কিছুই করিতে পারেনা, তাহারা বলিয়া থাকে, উহাদিগকে আমরা আল্লাহ বলিনা, উহারা আল্লাহর

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ !

www.ahlehadeethbd.org

কাছে আমাদের সুফারিশকারী মাত্র - ইউনুস, ১৮ আয়ত। সূরত যুমরে সুষ্ঠতর ভাষায় কথিত হইয়াছে,—শুন, অবহিত হও! উপাসনাকে শুধু আল্লাহর জন্য অবিমিশ্রকর, যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া আরও পৃষ্ঠপোষকের দল গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বলে, আমরা উহাদের উপাসনা শুধু এই আশাতেই করি যে, তাহারা মধ্যস্থরূপে আমাদিগকে আল্লাহর নৈকট্য দান করিবে,—৩ আয়ত।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى !

কেহ মনে করিতে পারে, মুরীদরা কি পীরের উপাসনা করে? এইরূপ প্রশ্ন খৃস্টান-পণ্ডিত আদী বিনে-হাতিমরসূলুল্লাহ [দঃ]কে করিয়াছিলেন। একদা রসূলুল্লাহ [দঃ] সূরত-আত্তওবা তিলাওয়াত করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে আদী বিনে হাতিম প্রবেশ করিলেন। রসূলুল্লাহ [দঃ] যখন পাঠ করিলেন, ইহুদী আর খৃস্টানরা তাহাদের পণ্ডিত আর যাজকদের আল্লাহর পরিবর্তে রব্ব বানাইয়া লইয়াছে, তখন আদী বলিলেন,

اتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

কই, আমরা তো তাদের উপাসনা করিনা! রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন, তাহারা আল্লাহর হালাল করা কোন বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করিলে তোমরা

اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال فتلك عبادتهم !

কি তাহা হারাম আর আল্লাহর হারাম করা কোন বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করিলে তোমরা কি তাহা হালাল বলিয়া গ্রহণ করনা? ইহাই হইতেছে তাহাদের উপাসনা—তফ্‌সীর-ইব্‌নেজরীর (১০) ৮০ পৃঃ। এক্ষণে যেসব বিষয়কে আল্লাহ বান্দাদের অধিকার-বহির্ভূত করিয়াছেন, যেমন পাপমোচন, হিদায়তপ্রদান, দেহ ও মনের পবিত্রতাসাধন, পাপের বোঝা বহন, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা ইত্যাদি বিষয়, যেগুলি পীররা দাবী করিয়া থাকে, যাহারা এসব দাবীর কোন একটিকে মানিয়া লইয়াছে তাহারা কি পীরের পূজা ও উপাসনা করিতেছেনা? তাহারা কি কোরআন ও সুন্নাহকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া পীরদের সমুদয় অনুশাসন চক্ষুকর্ণ বন্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে মানিয়া লইতেছেনা? তাহারা পীরদের কি মনে করিয়াছে? আল্লাহ বলিতেছেন, হে রসূল[দঃ] আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহর প্রভুত্বে কতকটা ভাগীদার মনে করিতেছ, আকাশ সমূহে আর পৃথিবীতে তাহাদের অণুমাত্র অধিকার নাই। আকাশ আর পৃথিবীর নির্মাণ ও পরিচালনা ব্যাপারে তাহাদের কোন অংশ নাই, তাহাদের কেহ আল্লাহকে কোনরূপ সাহায্যও করেনাই। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কাহারও কোন সুফারিশ কার্যকরী হইবেনা,—সাবা : ২২ ও ২৩ আয়ত।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ، لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ !

ফলকথা, আধ্যাত্মিক গুরু বা পুরোহিতরূপী "পীরের" কোন অস্তিত্ব ইস্‌লামে নাই, ইস্‌লামি-সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলমান স্বয়ং তার পুরোহিত। প্রত্যেক মুসলমানকে তার সৃষ্টিকর্তার সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। শায়খুলইস্‌লাম ইমাম ইবনেতায়মিয়া লিখিয়াছেন, আল্লাহ আর তাঁর বান্দাদের মধ্যে এরূপ মাধ্যম স্বীকার করা, যেমন রাজা আর তার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে মধ্যস্থ ধরা হইয়া থাকে, অবৈধ ও হারাম। রাজা আর প্রজাদের মাঝে যেমন একটা আড়াল আর ব্যবধান থাকে, তেমনি আল্লাহ-পাক আর বান্দাদের মাঝখানে আড়াল আর ব্যব-

و وسائط بين الله و بين خلقه كالحجاب الذى بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه - فالله انما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسئلونهم و هم يسئلون الله - كما ان الوسائط عند الملوك

ধান রহিয়াছে, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কাফির, মুশরিক আর বিদ্‌আতিরা মনে করে যে, সাধারণ মানুষের সরাসরিভাবে আল্লাহর কাছে আবেদন নিবেদন করার অধিকার না থাকায় তাহারা তাহাদের হিদায়ত, রুযী রোযগার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন মধ্যস্থের মারফতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাইবে। তাহারা ইহাও মনে করে যে, এই মাধ্যমের মারফতেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদিগকে হিদায়ত ও রুযীরোযগার বিতরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং মানুষেরা এই মধ্যস্থদের কাছে তাহাদের প্রার্থনা জানাইবে আর মধ্যস্থগণ তাহাদের আবেদন আল্লাহকে জ্ঞাপন করিবে। ঠিক রাজার পরিষদদের মতই মানুষেরা তাহাদিগকে তাহাদের আবেদন নিবেদনের মাধ্যম বলিয়া ধরিবে। কারণ পরিষদরা যেমন রাজার সান্নিধ্যলাভ করিয়াছে আর তাহাদের কথা যেমন রাজার কাছে অধিকতর কার্যকরী হইয়া থাকে, তেমনি এই (পীর ও পুরোহিতরূপী) মধ্যস্থরাও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে আর তাহাদের সুপারিশও আল্লাহর কাছে অধিকতর কার্যকরী হইবে। এই ধারণা লইয়া কোন ব্যক্তি কাহাকেও, পীর, মুর্শিদ, গুরু ও পুরোহিত যে নামেই হউকনা কেন, মধ্যস্থ মান্য করিলে যে কাফের ও মুশ্‌রিক হইবে, তাহাকে তওবা করান ওয়াজিব—(ওয়াসিতা) রাসায়েলে সুগরা, ৪৯ পৃঃ।

يسئالون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسئالونهم ادبا منهم ان يباشروا سوال الملك، او لان طلبهم من الوسائط انفع لهم من طلبهم -

আল্লাহর ইবাদতের তরীকা এবং তাঁহার রসূলের সুন্নতের বিধান অবগত হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা এবং বিদ্বানদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ফরয। আল্লাহর নির্দেশ তোমরা যেবিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ের জন্য তোমরা কোরআন ও সুন্নাহর পারদর্শী ধর্মপরায়ণ বিদ্বানদিগকে জিজ্ঞাসা কর—আন্‌নহল, ৪৩ আয়ত। "আহ্‌লে-যিক্‌রের" অর্থ, যেসকল বিদ্বান কোরআন ও সুন্নাহর বিদ্যায় বিশারদ অথচ শরীআতের অনুগামী। অধ্যাত্ম বিদ্যায় পারদর্শী অথবা কোরআন

فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

ও সুন্নাহর নির্দেশ অমান্যকারী বিদ্বানরা মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর, সুফী, দরবেশ, পীর, পুরোহিত সবকিছুই হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে "আহ্‌লেযিক্‌র" হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্যলাভের পথ জানিবার জন্য পীরের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নাই। সাহাবা, তাবেয়ীন, ইমাম মালিক, ইমাম আবু-হানীফা, শাফেয়ী, আহ্‌মদ, উভয় সুফ্‌য়ান, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, দারেমী ইবনে-মাজা প্রভৃতি বিদ্বানগণ তাঁহাদের যুগের আহ্‌লেযিক্‌র। ইহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা করার জন্য যেমন কোন পীরের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন-নাই, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন বিদ্বানের সহস্রাধিক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও একজনকেও তাঁহারা মুরীদ বানাননাই।

সূরত আন্‌নহলের উল্লিখিত আয়তের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, "আহ্‌লেযিক্‌র" শব্দটি অনির্দিষ্ট-বাচক বিশেষ্যপদ রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সকল সময়ে নির্দিষ্ট কোন বিদ্বানের সমুদয় নির্ধারণ প্রতিপালনীয় নয়। সকল সময়ে একই বিদ্বানের সমুদয় উক্তির অন্ধভাবে অনুসরণ করার কার্যকে ফরয ওয়াজিব মনে করা অবৈধ ও বিদ্‌আত। সাহাবাদের যুগে শরীআতের মস্‌আলা মসায়েল যেরূপ আবুবক্‌র ও উমর [রাযিঃ] কে জিজ্ঞাসা করা হইত, তেমনি আবদুল্লাহ বিনে মস্‌উদ ও আবুহুরায়রা প্রভৃতি সাহাবাগণও জিজ্ঞাসিত হইতেন। তাবেয়ীন ও পরবর্তী ইমামগণের যুগেও এই রীতি অবিচল ছিল। ইস্‌লামের এই সর্বজনমান্য রীতির পরিবর্তন ঘটাইয়া যখন হইতে মুসলমানগণ তক্‌লীদের মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখন হইতে ইস্‌লামি ফিক্‌হের বিবর্তন স্তব্ধ এবং অখণ্ড সমাজ নানাদলে ও ফির্কায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

০০ ০০ ০০ ০০

প্রকাশ থাকে যে, সামাজিক শৃংখলা রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক গ্রামে, জনপদে ও সমগ্রপ্রদেশে সমাজের নেতা নির্বাচন করা অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু এরূপ নেতৃত্ব যেমন বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে কায়েম হয়না, তেমনি ইহার কানাকড়িও আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। এই সকল

www.ahlehadeethbd.org

নেতাকে পীর, পুরোহিত বা রুহানি পেশ্‌ওয়া রূপে গণ্য করা নাজায়েয। সর্বসাধারণ মুসলমান তাহাদের নির্বাচিত করিবে আর প্রয়োজন হইলে তাহাদের অপসারিত করাও চলিবে। তারপর এই নেতৃত্ব প্রত্যেক স্থানে স্বয় প্রধান থাকিতে পারেনা। গ্রামওয়ারী বা আঞ্চলিক নেতৃত্বগুলির স্বাধীনতা ইস্‌লামি সমাজব্যবস্থার প্রতিকূল, যজমানির পক্ষে ইহা সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু জামাতি-নিযামের পক্ষে এই ভিন্নভিন্ন স্বাধীন ও স্বয় প্রধান নেতৃত্ব বিশেষভাবে ক্ষতিজনক ও সর্বনাশকর। গ্রামওয়ারী ও আঞ্চলিক সমুদয় বিভিন্ন নেতৃত্ব পরস্পর সুসংলগ্ন ও এককেন্দ্রিক হওয়া আবশ্যক। ইহারই নাম জামাআত। ভিন্ন ভিন্ন জামাআতের প্রতিষ্ঠা ও স্বয় প্রাধান্য অবৈধ ও বিদ্‌আতে যালালা। এরূপ অসংলগ্ন ও স্বেচ্ছাচারী বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব রসূলে করিমের পবিত্র যুগে এবং খুলাফায়েরাশেদীনের সুবর্ণ যুগে ছিলনা। খারেজীরাই সর্বপ্রথম অখণ্ড মুস্‌লিম জামাআতের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল।

و فی هذا المقدار کفایة لمن له درایة، والحمد لله فی البدایة والنهایة ـ رزقنا الله وایاکم متابعة حبیبه المجتبی ومجانبة الهوی و العاقبة للتقوی

•• •• ••

واما الجواب عن السوال الثانی

যাকাত ও সাদাকাত প্রভৃতি বয়তুলমালের (সরকারি কোষাগারের) সমুদয় টাকাকড়ি আদায় ও যথাযথভাবে বায় করার যথার্থ ও সঠিক অধিকারী হইতেছে ইছলামি-হকুমৎ। মদনী-রাষ্ট্রের অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মুস্‌তফা (দঃ) যখন মুআয বিনে জবলকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে যেসকল বিষয়ের আদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি বিষয় এই যে, তুমি অতঃপর তাহাদের বলিবে যে, আল্লাহ তাহাদের জন্য মালের সাদ্‌কা ফরয করিয়াছেন। ইহা মুসলিম সমাজের ধনিকগণের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং তাহাদের দরিদ্রদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া

فاخبرهم ان الله قد فرض علیهم صدقة، توخذ من اغنیاءهم فترد علی فقرائهم ـ

হইবে—সুননে আবিদাউদ (৩) ৯৫ পৃঃ। হাকেম ইব্‌নে-হাজার লিখিয়াছেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করা হইয়াছেযে, ইস্‌লামিরাষ্ট্রের অধিনায়ক যাকাত আদায় ও ব্যয় করার অধিকারী। তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধির সাহায্যে ইহা করিবেন আর যে-ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করিবে, তাহার নিকট হইতে বলপূর্বক আদায় করা হইবে—ফতহুলবারী (৩) ২৪৮ পৃঃ।

استدل به علی ان الامام هو الذی یتولی قبض الزکوة و صرفها، اما بنفسه و اما بنائبه، فمن امتنع منها اخذت منه قهرا ـ

ইহা সর্বজনবিদিত যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তদীয় খলীফাগণ যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আদায়কারী (কলেক্টর) দের প্রেরণ করিতেন। আবুহুরায়রা বলেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত উমর ফারুককে সদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন—বুখারী ও মুসলিম। আবু হুমায়েদ বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আয্‌দ গোত্রের ইবনুললুতাবিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন—বুখারী, মুস্‌লিম ও আবুদাউদ। হযরত উমর বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইবনুস সা'দীক আদায়কারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন—বুখারী ও মুস্‌লিম। এইভাবে রসূলুল্লাহ (দঃ) আবুমস্‌উদ আন্‌সারী, আবুজহম বিনে হুযায়ফা, উক্‌বা বিনে আমির, যহ্‌হাক বিনে কায়েস, কয়েস বিনে সঅদ, উবাদা বিনুস্‌সামিৎ, ওলীদ বিনে উক্‌বা প্রভৃতিকে যাকাৎ আদায় করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন—দেখ আবুদাউদ (৩) ৯৫ পৃঃ, কিতাবুল-উম (২) ১৪ ও ৪৯ পৃঃ ও তলখীসুল্‌হাবীর ১৭৬ পৃঃ।

بعث النبی صلی الله علیه و سلم عمر بن الخطاب علی الصدقة

ان رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمل رجلا من الازد یقال له ابن اللتبیة ـ

ফিৎরার অবস্থাও অভিন্ন। বুখারী হযরত আবুহুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (দঃ) ফিত্‌রার ভাণ্ডার রক্ষা করার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। নাফে' বলেন,

و کلنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بحفظ زکوة

www.ahlehadeethbd.org

যাঁহারা ফিত্‌রা আদায় করিতেন, হযরত ইব্‌নে-উমর তাঁহাদের হস্তে ফিত্‌রা প্রদান করিতেন। হাফিয ইব্‌নে-হাজার লিখিয়াছেন, ইস্‌লামি হুকুমতের অধিনায়ক যাহাকে যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার জন্য নিযুক্ত করিতেন, ইব্‌নেউমর তাহার হস্তে প্রদান করিতেন। ইব্‌নেবাত্তাল ইহাকেই সঠিক বলিয়াছেন। ইব্‌নে খুযায়মা আইয়ূব সখ্‌তিয়ানীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, সরকারি কলেক্টর যখন ফিত্‌রা আদায় করার জন্য বসিতেন, তখন আবদুল্লাহ বিনে উমর তাঁহার হস্তে ফিত্‌রা দিতেন—বুখারী, ফত্‌হুলবারী সহ (৪) ৩৯৬ ও ৩৯৮ পৃঃ। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, দারকুত্‌নী, ইব্‌নে হিব্বান ও বয়হকী প্রভৃতি নাফে'এর প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, যাঁহার নিকট ফিত্‌রা জমা হইত, আবদুল্লাহ বিনে উমর তাঁহার নিকট স্বীয় ফিত্‌রা পাঠাইয়া দিতেন—মুওয়াত্তা ২১৮ পৃঃ ও তল্‌খীস ১৭৮ পৃঃ। ইমাম বুখারী বলিয়াছেন, সাহাবাগণ ফিত্‌রা একত্র করার জন্য দিতেন, ফকীরদের মধ্যে বণ্টনের জন্য নয়— ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯৮ পৃঃ।

رمضان - و عن نافع كان ابن عمر رض يعطيها للذين يقبلونها - قال الحافظ : اى الذى ينصبه الامام لقبضها و به جزم ابن بطال و عن ايوب كان ابن عمر يعطى اذا قعد العامل - ان عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذى تجمع عنده - كان يعطون للجمع، لا للفقراء.

মোটকথা, সাহাবাগণের মধ্যে সকলপ্রকার ফিত্‌রা যাকাত প্রভৃতি বয়তুলমালের টাকা পয়সা ইস্‌লামী-হুকুমতের আদায়কারীদের হস্তে প্রদান করা সম্বন্ধে কোন প্রকার মতভেদ ছিলনা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানে ইস্‌লামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত নাথাকায় যাকাত ও সাদাকাত ইত্যাদি জাতীয়-ধনভাণ্ডারে অর্থ একত্রিত ও কোরআন ও সুন্নাহর ব্যবস্থা-মত জাতীয় স্বার্থে ব্যয়িত হইতেছেনা। এরূপক্ষেত্রে জামাতি সংগঠনের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া প্রত্যেক গ্রামের ও নগরের যাকাত ও সাদাকাত গ্রামবাসীদের মনোনীত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে জমা দিয়া কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত ব্যবস্থামত বণ্টন করা কর্তব্য। তজীবের অধিবাসীরা তাহাদের যাকাত স্বয়ং বণ্টন করিয়া উহার কতক রসূলুল্লাহর [দঃ] নিকট আনিয়াছিল, কারণ তাহাদের নিকট আদায়কারী গমন করেনাই। তাহারা জনে জনে স্বস্ব যাকাত বণ্টন না করিয়া গ্রামেই একত্র করিয়াছিল এবং শরীআতের বিধানমত বণ্টন করিয়াছিল। ইহার জন্য রসূলুল্লাহ [দঃ] তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেননাই—যাদুল মাআদ (৩) ৬১ পৃঃ।

ইস্‌লামি হুকুমতের হস্তেই হযরত আয়েশা যাকাত সমর্পণ করিতেন— انها كانت ترفع زكاتها الى السلطان - কিতাবুল আম্‌ওয়াল ৫৬৮ পৃঃ। সঅদ বিনে আবিওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ বিনে উমর, আবুহুরায়রা, আবুসঈদ খুদরী, জাবির-বিনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, মুগীরা বিনে শো'বা ও হযরত আবুবক্‌র সিদ্দীক—এই আটজন সাহাবীর প্রত্যেকের বাচনিক হুকুমতের হস্তে যাকাত সমর্পণ করার ফতওয়া রহিয়াছে—দেখ সুননে কুবরা-বয়হকী [৪] ১১৫ পৃঃ; কিতাবুল আম্‌ওয়াল ৫৬০ ও তল্‌খীস-সুলহাবীর ১৭৮ পৃঃ।

মোটের উপর কথা, ইস্‌লামি হুকুমত যাকাত ও সাদাকাত আদায় ও ব্যয় করার সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহার হস্তেই প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য। ইস্‌লামি-হুকুমত সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মুসলমানগণ স্বস্বগ্রামে বায়তুলমাল একত্রিত করিয়া শরীআতের নির্দেশ মত বণ্টন করিবেন। জমা ও বণ্টনের উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থার উল্লেখ কোরআন ও সুন্নাহতে নাই। গদ্দীনশীনী বা অন্য কোনরূপ প্রধান্যের দাবীতে কেহ নিজের কাছে জাতীয় ধনভাণ্ডার একত্রিত করার অধিকারী নয়। এরূপ দাবী অগ্রাহ্য ও বাতিল! ولا ينبغى اعطاء اموال المسلمين للذين ياكلون اموال الناس بغير حق طلبا للاسم والرسم على زعم رياستهم الدينية الروحانية، ويكتمون ما انزل الله سبحانه و يشترون به ثمنا قليلا - فويل لهم مما ياكلون فى بطونهم ومما يزعمون - والواجب على المسلمين من بقى فيه بقية من الدين والحمية والشرف ان

www.ahlehadeethbd.org

পুস্তিতে দৃকপাত করিলে পীরবাদ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত জ্ঞান লাভ করা যাইবে। জওয়াব সঠিক ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আল্লাহ মুফ্‌তী মহোদয়কে আহলেসুন্নত মুসলমানগণের পক্ষ হইতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। আমীন!

هذا هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال !

وها انا العبد الضعيف النحيف المفتقر الى رحمة ربه الغنى المدعو بمنتصر احمد الرحمانى كان الله له ولوالديه - ٢٣-٧-٥٨ع

মুন্‌তাছির আহ্‌মদ রহমানী

من اجاب فقد اصاب حرره محمد عبد الحق الحقانى

৬। জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী।

الجواب صحيح

৭। জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

আবুলইর্‌ফান মাহবুবুররহমান রহমানী

انى نظرت هذه بامعان النظر فوجدتها موافقة بالكتاب والخبر والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب -

احقر العباد محمد عبد الصمد غفرله الاحد

الملقلب بممتاز المحدثين

৮। আমি ফত্‌ওয়াখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং উহা কিতাব ও হাদীছের মুতাবিকই পাইয়াছি আর যাহা সত্য আল্লাহ তাহা অবগত আছেন।

মোহাম্মদ আবদুস্‌সমদ মুমতাজুল মোহাদ্দিছীন

الجواب صحيح والمجيب نجيح -

৯। উত্তর সঠিক এবং উত্তরদাতার শ্রম সার্থক হইয়াছে।

মোহাম্মদ যিল্লুররহমান আনসারী

খতীব, পাবনা জামেস্‌জিদ।

الجواب صحيح لاريب فيه

১০। উত্তর সঠিক হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আবুআব্দিল মাজিদ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ ছলফী

সভাপতি, পাবনা জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীস।

يبادروا بتاليف جمعية لتنظيم الجماعة واموال المسلمين - الا ان ايتاء الزكوة و صرفها بالنظام كاف لاعادة مجد الاسلام، بل لاعادة ما سلبه الاجانب من دار الاسلام وانقاذ المسلمين من رق اعداء الملة والدين، وليكن هذا آخر الكلام والصلوة والسلام على سيدالانام و على آله وصحبه البررة الكرام والحمد لله اولا وآخرا ظاهرا وباطنا

وانا العبد المذنب الفقير، الراجى رحمة ربه القدير محمد عبد الله الكافى القريشى السنى السلفى المحمدى كان الله له، وهو بالاجابة جدير -

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

আল্‌কোরায়শী

من اجاب فقد اصاب ووافق الحق و اجاد

১। মুফতি সাহেব সুন্দররূপে সঠিক ও সত্য-সত্য জওয়াব প্রদান করিয়াছেন।

আবুল মাকারিম ছা'দ ওয়াক্কাস রহমানী

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বানিয়াপাড়া আলিয়া মাদ্রাছা

جواب صحيح ہے - كبير الدين رحمانى

২। উত্তর সঠিক হইয়াছে।

কবিরুদ্দীন রহমানী

قرأت الاجوبة من اولها الى آخرها فوجدتها موافقة بالكتاب والسنة والله اعلم وعلمه اتم -

العبد الاثم محمد ابوالقاسم الرحمانى

৩। আমি এই ফত্‌ওয়াটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, উহা কেতাব ও সুন্নতের মুতাবিক হইয়াছে।

মোহাম্মদ আবুলকাসেম রহমানী

الجواب صحيح—آفتاب احمد الرحمانى ايم، اے

৪। জওয়াব সঠিক হইয়াছে।

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম,এ,।

৫। প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জওয়াবে সুযোগ্য লেখক বিস্তারিতভাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় যুক্তি-যুক্ত ও সুপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পর পীর-বাদের অবসান ঘটিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। অযথা হঠকারিতা পরিহার করিয়া মুফ্‌তী ছাহেবের প্রমাণ-

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

দলীয় নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন

"পাকিস্তান জীবিত থাকার জন্যই কায়েম হইয়াছে" —কায়েদে আ'যম মরহুম হইতে আরম্ভ করিয়া অতীত ও বর্তমান বহু জননায়ক ও উপনায়কের মুখ হইতে এ-আশ্বাসবাণী আমরা বিগত এগারবৎসর কাল যাবৎ বারংবার শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট পাকিস্তানকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার আদর্শ ও নীতিনৈতিকতা যেরূপ বিপরীতমুখী স্রোতের ধাক্কায় বিপন্ন হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে চিন্তাশীল দলের মনে সতত এই প্রশ্নই উদয় হইতেছে যে, পাকিস্তানের বাঁচিয়া থাকার প্রকৃত অর্থ কি ?

এমন একটি রাষ্ট্র যাহা "ইছলামী গণতন্ত্র" রূপে আখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও ইস্‌লামী জীবনের মূল্যমানের যেস্থানে কাণাকড়িও মূল্য নাই, যে রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক ইস্‌লামের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হইয়াছে, যে-রাষ্ট্রে, শুধু ইস্‌লামবিরোধী নয়, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ পর্যন্ত প্রকাশ্য দিবালোকে সম্পাদিত, সমর্থিত ও প্রসংশিত হইতেছে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলা টিপিয়া মারিয়া জনগণের অধিকারকে স্বৈরাচার ও ডিক্টেটোরিয়াল পদাঘাতে চুরমার করিয়া ফেলা হইতেছে, বিচারালয়সমূহের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া স্বৈরাচার ও আত্মপ্রাধান্যের চার্টার সংগ্রহের ষড়যন্ত্র বিরামহীন গতিতে চলিতেছে, যে দেশের নাগরিকগণ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে তিলে তিলে রুদ্ধকণ্ঠে মৃত্যুর দুয়ারে আগাইয়া যাইতেছে, যে রাষ্ট্র বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের চাপে আপাদমস্তক নিমজ্জিত প্রায়, যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমূহের একটিরও সমাধান আজ পর্যন্ত হইলনা, দুর্নীতি ও চোরাবাজারী এমন কি বিপক্ষ রাষ্ট্রের স্বার্থের দালালী ও তাহাদের সহিত আঁতাত অপরাধ ও রাজদ্রোহ বিবেচিত হয়না, যেদেশের এক বাহুকে অন্য বাহু হইতে কাটিয়া ফেলার জন্য, পাকিস্তানের সংহতিকে বিধ্বস্ত করার জন্য প্রকাশ্য সভায় জনগণকে উত্তেজিত ও আইনসভাকে আন্দোলিত করা প্রশংসনীয় বিবেচিত হয়, এমন অনুপম নিষ্কলুষ পাকিস্তান শুধু মুখে মুখে টিকিয়া থাকার জন্য নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত ও বলদৃপ্ত রাষ্ট্ররূপে উন্নতশীর হইয়া বাঁচিয়া থাকার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে —একথা শুনিয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব, সত্যই স্থির করা দুরূহ।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে হাসিবার বা কাঁদিবার অবসরের অভাব হয়তো ঘটিবেনা, অথচ অবধারিত সময় ফুরাইয়া গেলে কোন কিছুরই ফুর্সত মিলিবেনা, অতএব যে-সময়টুকু হাতে রহিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। সময়ের সদ্ব্যবহার অনেক সময়ে মৃত্যুকেও দূরে ঠেলিয়া দিতে পারে, বিশেষতঃ যদি সে মৃত্যু জাতির মাথায় অভিশাপের খড়্গ রূপে নামিয়া আসিয়া থাকে!

সত্যই কি চিরঞ্জীবী ও আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়নাই? কেহ কেহ বলিয়া থাকে, পাকিস্তান সংগ্রামের পটভূমিকায় আদর্শের নাকি কোন বালাই ছিলনা, সাময়িক প্রতিহিংসা ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্‌গ্র বাসনাই এই সংগ্রামকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। আর এক দল এই বলিয়া উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন যে, পাকিস্তানের লড়াই লড়িবার সময়ে যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথাই বলা হইয়া থাকুক না-কেন, সে সমস্তকেই এখন বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে হইবে আর বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আদর্শ ও দৃষ্টিভংগী অনুসারে পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই নূতন আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর প্রকৃত স্বরূপ যে কি, সে বিষয়েও তাঁহাদের চিন্তাধারায় কোন সামঞ্জস্য ও মিল খুঁজিয়া বাহির করার উপায় নাই। ইস্‌লাম ও উহার সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়ের প্রতিরোধ ছাড়া রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি ও শাসনতন্ত্রের একটি বিষয়েও ইহারা একমত হইতে পারিতেছেননা। আমরা উভয় দলের কোন পক্ষকেই মিথ্যাবাদী বলিতে রাযী নই, কারণ, পাকিস্তানের স্থাপনা সম্পর্কে যাহার মনোভাব যাহা, তাহা ব্যক্ত করার স্বাধীনতা কেমন করিয়া আমরা অস্বীকার করিব? তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, উভয় দলই তাঁহাদের মুখোশ অত্যন্ত বিলম্বে অপসারিত করিয়াছেন, ফলে সব রকম পঁয়তারা করা সত্ত্বেও তাঁহারা জনগণের মনকে যেমন আর স্পর্শ করিতে পারিতেছেননা, জনগণও ঠিক তেমনি-ভাবে এই সকল আদর্শবিচ্যুত লক্ষ্যহীন 'বসন্তকোকিল'-দিগকে দেশদ্রোহী, স্বার্থসর্বস্ব ও প্রবঞ্চক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন।

জাতির দুর্ভাগ্য, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই কায়েদেআ'যম পরলোকগমন করিলেন, পরবর্তী স্তর অর্থাৎ যুদ্ধ জয়ের পর পাকিস্তানের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করার চরম ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পূর্বেই পাকিস্তানের জনক অনন্তের যাত্রী হইলেন, কিন্তু তাহাতে পাকরাষ্ট্রে আদর্শ কুহেলিকাচ্ছন্ন হইতে পারেনাই। বিশ্ববিশ্রুত উদ্দেশ্যপ্রস্তাবের খসড়া বাহিরের রাজনৈতিক দল বা জনগণের চাপে প্রণীত বা গৃহীত হয়নাই, জাগ্রত জনমণ্ডলীর আন্দোলন উহার পথকে সরল ও সহজ করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বস্তুতঃ শহীদ লিয়াকত আলী, মওলানা শব্বীরআহ্‌মদ, খওরাজা নাজেমুদ্দীন, খওয়াজা শিহাবুদ্দীন, চৌধুরী নযীর আহমদ, সরদার আবদুররব নিশতর, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান ও ডক্টর উমর হায়াত খান প্রমুখ মনীষী মণ্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টাতেই উদ্দেশ্যপ্রস্তাব আইনের আকার গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু ইহার পর হইতেই তোড়জোড় ও দলাদলির অমানিশা নামিয়া আসিল। লৌহমানব লিয়াকত আলীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইল, মুসলিমলীগ, বহু দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল, লীগ-নেতারা আদর্শের বুকে পদাঘাত করিয়া নেতৃত্ব ও সুবিধাবাদের নেশায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। পাকিস্তানের আদর্শে কোনকালেই যাহাদের আস্থা ছিলনা, অথবা যাহারা ইহাকে শুধু স্বার্থসিদ্ধির বাহন রূপে ব্যবহার করিতে সমৎসুক ছিলেন, সকলেই সুযোগ বুঝিয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন। ইস্‌লামের শত্রুদল ভিড় পাকাইয়া আদর্শ বিরোধীগণের পৃষ্ঠপোষকতায় জোট পাকাইলেন। ভাষা সংকট, ইউনিট সংকট, প্যারেটি সংকট, যুক্ত-নির্বাচন সংকট, পূর্ববঙ্গ নাম করণের দাবী, পাখ্‌তুনিস্তানের দাবী, প্রাদেশিক পূর্ণস্বাধীনতার দাবী প্রভৃতি ব্যাধির দুষ্ট বীজাণুগুলি সমাজদেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল। দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংকট, পাট সমস্যা, পানির সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, কারেন্সী সমস্যা সর্বোপরি কাশ্‌মীর সমস্যা ও বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি অন্তর্দ্বন্দ্বের আকর্ষণে ও আত্মকলহের আবর্তে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গেল। শেষপর্যন্ত মুসলিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্যের যে নীতিবোধ পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছিল, ঢাকার বুকে তাহার প্রথম সমাধি এবং করাচীর বুকে তাহার বিরাট মঠ বিরচিত হইল।

ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলির অবস্থাও বৈচিত্রপূর্ণ। ইহাদের জোটগুলিও প্রায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। একটি শক্তিশালী কার্যকরী দল এবং ক্ষমতা সম্পন্ন বামপন্থী পার্টি রাষ্ট্রের শাসন সৌকর্যকে সার্থক করিয়া তোলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যেস্থানে সিকুলারিজমের তাণ্ডব চীৎকার ছাড়া আদর্শের কোন বালাই নাই, সেস্থানে স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ কোন মিশ্র জোটের বন্ধন কি করিয়া টিকাইয়া রাখিবে? তাই যবরদস্ত আওয়ামীলীগে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আংগন ধরিয়াছে, সরকারী সুবিধাবাদের মূল্য ছাড়া বর্তমানে উহার অন্য কোন মূল্যই নাই। তথাকথিত গণতন্ত্রীরা তাঁহাদের সূতিকাগারে লজ্জাকর ভাবে নাজেহাল হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমপাকিস্তানে 'ব্যালেন্স পাওয়ারে' পরিণত হইয়াছেন। কৃষক প্রজাদল নানারূপ কলাকৌশল অবলম্বন করিয়াও কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া ভবিষ্যতের জন্য দিন গুনিতেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ডিক্টেটরশীপের নৃত্য পূর্ববৎ বহাল রহিয়াছে। ফলকথা, সমগ্র জাতির বুকের উপর কুশাসন, স্বেচ্ছাচার, ও দুর্নীতির এমন এক জগদ্দল প্রস্তর চাপিয়া বসিয়াছে যে, ইসলামের, পাকিস্তানের ও গণতন্ত্রের সমস্ত ভবিষ্যৎই রসাতলে যাইতে বসিয়াছে।

"ইসলামপন্থী" রাজনৈতিক দলগুলিও বিভিন্ন গোঠে বিভক্ত। মুসলিমলীগ, নিযামেইসলাম, ইসলামলীগ, জামাতে-ইস্‌লামী, খিলাফতে-রব্বানী, প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলির 'ইসলামী আদর্শ একই না ভিন্ন-ভিন্ন, জনগণের কাছে ইহা এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। দেশের ইসলামভক্ত জনগণ কোন্ দলের আদর্শকে বরণ করিয়া লইবে আর কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছেনা। সবদিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা একটুকুও উন্নত নয়। কারণ অন্ততঃ পাকিস্তান হইতে ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে নির্বাসিত করার আশা ও আকাংখায় তাঁহারা সকলেই একজোট, কিন্তু ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কল্পেও ইসলামপন্থীরা এখনও একজোট হইতে পারিতেছেননা। ইদানীং বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখ হইতে পার্টি বাহুল্যের নিন্দাবাদ ও জাতির অভিন্ন মঞ্চে শরীক হইবার আহ্বান শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু অভিন্ন মঞ্চ বলিতে তাঁহারা স্ব স্ব দলের নেতৃত্বকেই বুঝাইতে চাহিতেছেন কিনা; তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাই করিতেছে।

বহুবারের মত আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিবই যে, দলের মর্যাদা যেমন ব্যক্তির উর্ধে, তেমনি আদর্শের মর্যাদাও দলের বহু উপরে! ব্যক্তিত্বের স্বার্থের জন্য যাহারা চড়ুই পাখীর মত দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, দ্বীনের স্বার্থ আর জাতীর কল্যাণ অপেক্ষা যাহারা পার্টি প্রেস্টিজ ও নেতৃত্বের বিলাসকে উর্ধে স্থান দেয়, তাহারা অধিকতর অপরাধী ও জাতির শত্রু।

আদর্শের প্রতি মমত্ববোধ ও নিষ্ঠার দৃঢ়তায় শক্তিমান হইয়া সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাকে বিদূরিত করিতে পারিলে ইসলামপন্থীরা অনায়াসে ইসলামের মিত্রপক্ষ দলগুলির সমবায়ে একটি শক্তিশালী 'ফ্রন্ট' গঠন করিতে পারেন। পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ এমনকি স্বয়ং পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইলে পার্টি অপেক্ষা আদর্শের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যক।

ইস্‌লামপন্থী নেতৃমণ্ডলীর ইহা স্থির করা কর্তব্য যে, তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের এমন কোন সর্বসম্মত নীতি আছে কিনা, যেস্থানে তাঁহাদের সকলেরই মিলিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। পাকিস্তান ও ইসলামের স্বার্থের হিফাযত সত্যই যদি তাঁহাদের কাম্য হয়, তাহাহইলে এরূপ কোন সর্বজনমান্য স্বার্থ (*Interest*) কে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আদৌ অসাধ্য নয়, কিন্তু ইহার জন্য নেতৃত্বের দুরাকাংখা অপেক্ষা পাকিস্তানের প্রতি মমত্ববোধের প্রয়োজন অধিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে মমত্বের যদি একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে, তথাপি অন্ততঃ "আত্মরক্ষা" নীতির খাতিরেও 'ইস্‌লামপন্থী' দলগুলির সাবধান হওয়া কর্তব্য। তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, আগামী নির্বাচনের ফলাফলের উপরেই তাঁহাদের তক্‌দীরের ফয়সালা চরমভাবে নির্ভর করিতেছে। ইস্‌লামবিরোধী দলগুলি আগামী নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে পাকিস্তানে ইসলামের আওয়াজ চিরতরে স্তব্ধ হইয়া যাইবে, স্বয়ং পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবে। আর ইহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ সকল ধরণের ইসলামপন্থী দলগুলির সমাধিলাভ ঘটিবে। মোটের উপর আগামী নির্বাচনকে ইসলামপন্থী ও ইসলামবিরোধীদের সংগ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। এই সংগ্রামে লিপ্ত হইবার পূর্বেই ইসলামপন্থীরা যদি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে না পারেন, তাঁহাদিগকে যদি বিপক্ষদলের সংগে সংগে নিজেদের বিভিন্ন দলগুলির সাথেও লড়িতে হয়, তাহাহইলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহাদের মৃত্যু যে সুনিশ্চিত, এই সরল কথাটি আমাদের ইসলামী নেতারা হৃদয়ংগম করিতে পারিতেছেননা কেন? এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জনগণ যে অসহায় ও অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইতে বাধ্য, তাঁহারা তাহা অনুভব করিতেছেননা কেন? বর্তমান অবস্থায় একটা মৌলিক (*Radical*) ও বিপ্লবাত্মক (*Revolutoinary*) পরিবর্তন সৃষ্টি করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। ইসলামপন্থী নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে পৌরাণিকতার যে স্থবিরতা ও মোহ সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলাই হইতেছে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের অর্থ। আমাদের মনেহয়, বড়দের ইহার জন্য বাধ্য করাইবার সময় আসিয়াছে। শুধু নূতনত্বের মোহ লইয়া ইহা সমাধা করা সম্ভবপর হইবেনা, ইসলামের প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা অকৃত্রিম, পাক আদর্শের পবিত্রতা ও কাম্‌য়াবী সম্বন্ধে যাহাদের বিশ্বাস হিমালয়ের মত সুদৃঢ় অথচ ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের অভিশাপ যাহাদের অন্তরলোক ধূম্রাচ্ছন্ন করিতে পারেনাই, তাঁহারা পাকিস্তানের এই ডুবন্ত জাহাজকে এখনও উদ্ধার করিতে পারেন।

সদ্বুদ্ধির উদ্রেক

আমরা আনন্দিত যে, অত্যন্ত বিলম্বে হইলেও কোন-কোন ইস্‌লামপন্থী রাজনৈতিক দল, যেকথা আমরা বিগত তিন বৎসর যাবৎ বলিয়া আসিতেছি, তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহারা বোধহয়, বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে, ইস্‌লামপন্থী দলগুলি একত্রিত ভাবে সারিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা লৌকিক-দলগুলির মুকাবিলায় কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবেনা। "ইস্‌তিহ্‌কাম পার্টি"র পূর্বপাকিস্তানে কোন অস্তিত্ব নাথাকায় আর পশ্চিমপাকিস্তানে "নিযামেইস্‌লাম পার্টি"র উল্লেখযোগ্য প্রভাবের অভাবে এই দুই দলের সমন্বয়-সাধন সহজসাধ্য হইয়াছে এবং সর্বপ্রথম কূটনীতিবিশারদ জনাব চৌধুরী মোহাম্মদআলী নিযামেইস্‌লামের নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্বপাকিস্তানের গণআন্দোলনে নেতৃত্বের আসন লাভ করার পক্ষে চৌধুরী সাহেবের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিলনা।

আরও সুখের বিষয় যে, জামাতে-ইস্‌লামীর ইমাম মওলানা মওদূদীও নিযামেইস্‌লামের লীডার চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সহিত হাত মিলাইয়াছেন। জামাতে-ইস্‌লামী এতদিন যাবৎ গলাবাজী করিয়া আসিতেছিল, তাহার নিজস্ব চিন্তাধারা ও বিশিষ্ট কর্মসূচী রহিয়াছে, রাজনীতি ও ধর্মনীতিতে তার নিজস্ব ও অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভংগী রহিয়াছে। এসকল বিষয়ে অন্যান্য সমুদয় দল হইতে জামাতে-ইস্‌লামী বিলকুল স্বতন্ত্র! সামান্য কয়েকদিন আগেও এই জামাতটি অভিমান পোষণ করিত যে, তাহার সদস্য ও "মুত্তাফিকীন" ছাড়া ভূ-ভারতে "সালিহ" ও "বা-অসূল" অর্থাৎ সাধু ও আদর্শপরায়ণ ব্যক্তির অস্তিত্ব নাই। তাহার দফ্‌তরের সনদ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষেই সততা ও পবিত্রতার আসন লাভ করা সম্ভবপর নয়। এই অভিমানের বড়াই যে কেবল এই দলের প্রচারপত্রগুলিতে সীমাবদ্ধ বা হাটে-বাজারেই নিনাদিত হইত তাই নয়, এই অভিমানের দর্প লইয়া তাহারা অতীতকালে পশ্চিমপাকিস্তানের সর্বজনমান্য আলিম ও জননেতা এবং জামাতে-আহ্‌লেহাদীসের সম্রান্ত অধিনায়ক হযরত আল্লামা সৈয়েদ দাউদ গজ্‌নবীর সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে পশ্চাদ্‌বর্তী হয়নাই। বস্তুতঃ ছুঁৎমার্গের ব্যাধিতে যাহারা আক্রান্ত, তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার দুরাশা পোষণ করে যে কেমন করিয়া, তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য!

আহ্‌লেহাদীস জম্‌ঈয়তকেও অনেকেই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত করার পরামর্শ দিয়া থাকেন। কারণ, শুধু পূর্বপাকিস্তানেই আহ্‌লেহাদীসদের সংখ্যা যাট লক্ষের উর্ধে, জম্‌ঈয়তের ক্রীড পত্রে বিগত কয়েক মাসে লক্ষাধিক ব্যক্তি তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, প্রায় পাঁচশত শাখা জম্‌ঈয়ত রেজেস্টারীভুক্ত রহিয়াছে। আমরা কিন্তু আহ্‌লেহাদীসদের পক্ষে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠন করিতে প্রস্তুত নই। আমরা স্বীকার করি, প্রত্যেক দলের মতামত ও আদর্শ প্রচার করার অধিকার রহিয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে যাহারা সমুৎসুক, জনসাধারণের পক্ষ হইতেই তাহাদিগকে ইহার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। রাজনীতির ভিতর দিয়া দলীয় প্রতিষ্ঠালাভের মতলব যাহাদের, পলিটিক্যাল ব্লাক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মার্কেটিং পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে সোজাসুজি নিজের দলের ভোটের যোরেই সে মতলব হাসিল করা কর্তব্য।

আমাদের মনে হয়, জামাতেইস্‌লামী এতদিনে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়া এই দলটিকে আওয়ামী জামাতে পরিণত না করা পর্যন্ত ইহার পক্ষে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করা যে সম্ভবপর নয়, সেকথা ইহার নেতৃমণ্ডলী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাই নিযামে ইস্‌লামের মত আওয়ামী পার্টির সহিত জামাতেইস্‌লামীর সমঝোতা সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের ধারণা যদি সঠিক হয়, আর ভিতরে অন্যরূপ গলত না থাকে, তাহাহইলে আমরা ইহাকে সদ্‌বুদ্ধির উদ্বোধন মনে করিব।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ইস্‌লামপন্থী দলগুলি নেতৃত্বের গোঁজামিল ও স্বস্ব পার্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সত্যই যদি পাকিস্তানের স্থিতি আর এই রাষ্ট্রে ইস্‌লামি-আদর্শের সংস্থাপনা কাম্য মনে করে, তাহাহইলে তাহাদের এমন একটি মিলনকেন্দ্রে সমবেত হওয়া আবশ্যক যাহা নেতিবাচক না হইয়া অস্তিবাচক হইবে। কোন দল বিশেষকে ধ্বংস করার চাইতে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের হইবে বৃহত্তর লক্ষ্য। শুধু ধ্বংসাত্মক জোট যে কামইয়াব হইতে পারেনা তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদর্শপ্রীতি অপেক্ষা পাকিস্তান ও ইস্‌লামের হিফাযতের উদ্দেশ্যকেই উচ্চাসন দিতে হইবে। আমরা জনৈক নেতার মুখে সেদিন একথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম যে, "পাকিস্তানে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই বড় কথা নয়, কতকগুলি নীতিনৈতিকতার মূল্যমান অবধারিত ও অনুসৃত হওয়াই সবচাইতে প্রয়োজনীয় কথা!" কিন্তু নীতিনৈতিকতার মূল্যমান নির্ধারিত করিবে কি শুধু এক বা দু'জন পার্টিলীডার? ইস্‌লামের অনুরক্ত পাকিস্তানের কোন নাগরিকের পক্ষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মওলানা মওদুদী সাহেবান কর্তৃক নির্ধারিত নীতিনৈতিকতার মূল্যমান হইতে পৃথক দৃষ্টিভংগী পোষণ করা কি অন্যায়? তারপর তাঁহারা স্বয়ং দু'জনও কি পরস্পরের অবলম্বিত মূল্যমানের মানদণ্ডকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছেন? সত্যবটে, ইদানীং জামাতেইস্‌লামীর সাংবাদিকগণ চৌধুরী সাহেবকে "ফেরেশ্‌তা সীরত" প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু মুসলীমলীগের আজীবন কর্মী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মধ্যে বিগত তিন মাসের মধ্যে কি 'ইন্‌কিলাব' ঘটিয়াছে, তাঁহারা দেশবাসীকে তাহা বুঝাইতে পারেননাই। তাঁহাদের সনদের সাহায্যে কোন-ব্যক্তিকে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক শয়তান বা ফেরেশতা মান্য করিবেনা! চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাঁর সমুদয় মতবাদ ও আচরণ পরীক্ষা করার পক্ষপাতি নাই, শুধু তাঁরই নয়, আমরা বর্তানে কোন ইস্‌লামপন্থী নেতাকেই আমাদের নিজস্ব মাপকাঠি দিয়া পরীক্ষা করিবনা। যদি পাকিস্তান বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশেও টিকিয়া যায় আর উহাতে ইস্‌লামের আদর্শ কর্মসূচী প্রতিফলিত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে, তখন আবশ্যক হইলে নেতাদের সম্বন্ধে পরীক্ষার কার্য শুরু করা চলিবে আর আল্লাহ না করুন, শত্রুদের মুখে ছাই পড়ুক, যদি পাকিস্তানই দুশ্‌মন ও ইস্‌লামবিরোধী দলের করতলগত হইয়া পড়ে, তাহাহইলে নীতিনৈতিকতা ও আদর্শবাদের ফিহরিস্ত লইয়া আমরা কি করিব?

ফলকথা, যাহারা মুসলিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্যে সত্যিকারভাবে আস্থাশীল, যাহারা স্বতন্ত্র নির্বাচনকে পাকরাষ্ট্রে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্পবদ্ধ, যাহারা ইস্‌লামের বিধিব্যবস্থা পাকিস্তানে কায়েম করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এরূপ সমুদয় নেতাকে আমরা "ন্যাশনাল-আওয়ামী রিপাবলিকে"র পরিবর্তে "পাকিস্তান ইস্‌লামী রিপাবলিকে"র শিবিরে সমবেত দেখিতে চাই। এই শিবিরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মওলানা মওদুদীর মত আমরা মুসলিমলীগ, জমঈয়তে উলামায়ে-ইস্‌লাম, জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস, খিলাফতে রব্বানী এবং কৃষকপ্রজা দলের ইস্‌লামপন্থী সমুদয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দলের নেতাদিগকে সম্মিলিত দেখিতে চাই। মনে মনে যিনি যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুন না কেন, আমাদের এই আবেদনে কর্ণপাত না করিলে এই ইস্‌লামপন্থীরাই পাকিস্তানের সর্বনাশের জন্য জাতির কাছে আর আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন।

www.ahlehadeethbd.org